হৃদয় গলে
সিরিজ-১২

হৃদয়স্পর্শী শিক্ষণীয় কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

পাতা উল্টালে

সিরিজ—১২

হৃদয়স্পর্শী শিক্ষণীয় কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম

এম.এ. (ফার্স্ট ক্লাস, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়)
দাওরায়ে হাদীস (ফার্স্ট ক্লাস, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড)
মুহাদ্দিস ও শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দীকা মহিলা মাদ্‌রাসা, দত্তপাড়া, নরসিংদী।

সম্পাদনায়

শাহ হালীমুজ্জামান

ভূতপূর্ব অধ্যাপক (বাংলা বিভাগ), নরসিংদী সরকারী কলেজ

প্রকাশনায়

ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কওমী মাদরাসা পাবলিকেসন্স
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com

পাতা উল্টালে

সিরিজ-১২

হৃদয়স্পর্শী শিক্ষনীয় কাহিনী

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
মোবাইল ঃ ০১৭২-৭৯২১৯৩

প্রকাশক

মাওলানা মুহাম্মদ মোস্তফা
ইসলামিয়া কুতুবখানা, বাংলাবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৭১২৫৪৬২

প্রকাশকাল

জুলাই- ২০০৫ইং
জুমাদাস সানী- ১৪২৬ হিঃ

(সর্বসত্ত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত)

মুদ্রণে

ইসলামিয়া প্রিন্টিং প্রেস
প্যারীদাস রোড, ঢাকা-১১০০

শুভেচ্ছ মূল্য

মূল্য
একশত বিশ টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ

মাওলানা হুসাইন আহমাদ
শিক্ষক, মাদ্‌রাসায়ে মাক্কিয়া মুহাম্মদিয়া, লালবাগ, ঢাকা।
ফোন ঃ ০১৯১ ৩৮০৬২৩, ০১৯১ ৫২৩২২২, ৯৬৬৯০১৬

www.smfoundationbd.com

স/ম/র্প/ণ

আমার পরম শ্রদ্ধেয় দাদা-শ্বশুর
মরহুম মুহাম্মদ আমীর হুসেনের
রুহের মাগফিরাত ও
মর্যাদার সুউচ্চ আসন
কামনায় অর্পিত
হলো আমার এ
ক্ষুদ্র প্রয়াসটুকু
—লেখক।

www.smfoundationbd.com

পাতা উল্টালে

পরিপূর্ণ ফলাফল প্রাপ্তির জন্য নিম্নবর্ণিত নিয়ম অনুযায়ী

এ সিরিজ পাঠ করা একান্ত প্রয়োজন

১। প্রথমে উদ্দেশ্য ঠিক করে নিন। অর্থাৎ এ নিয়ত করুন যে, আমি সিরিজের প্রতিটি বই আল্লাহ তাআলাকে রাযী খুশি করার জন্যে আমলের নিয়তে পাঠ করব।

২। সিরিজের যে কোন বই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত (ভূমিকা, পাঠকের মতামত ও লেখকের জবাবসহ) সম্পূর্ণ ধারাবাহিকভাবে ধীরে ধীরে মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। যদিও তাতে কয়েকদিন বা কয়েক সপ্তাহ লেগে যায়।

৩। সিরিজের যে কোন বই পড়ার উদ্দেশ্যে হাতে নেয়ার সময় অনুগ্রহ পূর্বক একটি কলম ও ছোট্ট একখানা খাতা কাছে রাখুন। তারপর "বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" বলে পড়তে শুরু করুন। একটি ঘটনা পড়া শেষ হয়ে গেলে উক্ত ঘটনার মাধ্যমে লেখক আপনার নিকট যা আশা করছেন (অর্থাৎ কোন ভাল গুণ অর্জন বা মন্দ গুণ বর্জন) তা যদি আপনার মধ্যে পূর্ব থেকেই থেকে থাকে তবে আলহামদুল্লিাহ বলে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে পরবর্তী ঘটনা পাঠ শুরু করে দিন। অন্যথায় উক্ত গুণটি এই নিয়ত ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে খাতায় উঠিয়ে নিন যে, ইনশাআল্লাহ এই গুণটি অবশ্যই আমি অর্জন করব। সম্ভব হলে সাথে সাথে আমল শুরু করে দিন। আর যদি বিষয়টি এমন হয়, যা এখনই আমল করা সম্ভব নয়, (যেমন স্বামীর খেদমত কিংবা স্ত্রীর হক আদায় অথচ আপনার এখনো বিয়েই হয়নি) তবে সময় মতো তা আমল করার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হউন।

প্রতিটি ঘটনা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথে উপরে বর্ণিত নিয়মগুলো আন্তরিকভাবে পালন করতে সচেষ্ট হলে, আমি জোর দিয়েই বলতে পারি, আল্লাহ চাহে তো, সফলতা আপনার পদচুম্বন করবে। দুনিয়া ও আখিরাতে আপনি কামিয়াব হবেন। উপরন্ত আপনার হৃদয় জগতে সর্বদা বইতে থাকবে শান্তির সুবাতাস। যারা নিয়ম অনুসরণ না করে সিরিজের এক বা একাধিক বই পড়ে নিয়েছেন, তাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ হলো, আপনারা কষ্ট করে বইগুলো নিয়মানুযায়ী আবার পড়ে নিন। এতে কেবল আপনারই নয়, গোটা জাতির উপকার হবে, ইনশাআল্লাহ।-লেখক

<u>বিঃ দ্রঃ</u> সিরিজের বইগুলো পাঠ করে যদি ভাল লাগে এবং আপনি মনে করেন যে, এসব বই অন্যদেরও পাঠ করা প্রয়োজন, তবে দ্বীন প্রচারের একটি অংশ হিসেবে মা-বাবা ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া প্রতিবেশীদেরকে তা পড়তে উৎসাহিত করুন। সম্ভব হাদিয়া দিন। আল্লাহ আমাদের সকল প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন।

www.smfoundationbd.com

লেখকের কিছু কথা

সকল প্রশংসার মালিক মহান আল্লাহ। শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন ও সমস্ত সাহাবায়ে কেরামের উপর।

সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান রাব্বুল আলামীনের অপরিসীম করুণা এবং সম্মানিত পাঠক-পাঠিকাদের অকুণ্ঠ ভালবাসা ও সার্বিক সহযোগিতার ফলে হৃদয় গলে সিরিজ আজ সর্ব মহলে সমাদৃত।

ইতোমধ্যে ধর্মীয় ও জেনারেল শিক্ষায় শিক্ষিত উভয় শ্রেণীর নারী-পুরুষ, ছাত্র-ছাত্রী, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী এমনকি বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা পর্যন্ত উহাকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করেছে। এজন্য পরম করুণাময়ের দরবারে জানাই লাখো কোটি শুকরিয়া।

চলমান সিরিজটিতে মোট ২৮টি সত্য ঘটনা স্থান পেয়েছে। সবগুলো ঘটনাই হৃদয়ে দাগ কাটার মতো। মুহতারাম পাঠক-পাঠিকাগণ শিক্ষা গ্রহণের অনেক কিছুই তাতে খুঁজে পাবেন বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সিরিজ-১১ পর্যন্ত (প্রথম খন্ডে ৩৭টি, দ্বিতীয় খন্ডে ১৯টি, তৃতীয় খন্ডে ১৮টি, ৪নং সিরিজে ১০টি, ৫নং সিরিজে ১২টি, ৬নং সিরিজে ১৫টি, ৭নং সিরিজে ১০টি, ৮নং সিরিজে ১৫টি, ৯নং সিরিজে ১৬টি, ১০নং সিরিজে ৯টি, এবং ১১নং সিরিজে ২০টি) সর্বমোট ১৮১টি ঘটনা স্থান পেয়েছে। বর্ণিত ঘটনাসমূহের ধারাবাহিক নম্বরটি সহজে জানা ও হিসাব রাখার সুবিধার্থে চলমান সিরিজে পূর্ব নিয়মানুযায়ী ঘটনা নম্বর উল্লেখের পাশাপাশি নিচের দিকে ধারাবাহিক সামষ্টিক নম্বরটিও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ উপরের সংখ্যাটির দ্বারা চলমান বইয়ের ঘটনা নম্বর এবং নিচের সংখ্যাটির দ্বারা হৃদয় গলে সিরিজে এ পর্যন্ত প্রকাশিত সর্বমোট ঘটনার সংখ্যা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ চাহে তো আগামী সিরিজগুলোতেও একই নিয়ম অনুসরণ করা হবে।

সিরিজ-৯ এর ন্যায় বর্তমান সিরিজটিতেও কোন ঘটনা শেষ হওয়ার পর এ জাতীয় ঘটনা সিরিজের অন্য কোথায় কোথায় আছে তা পৃষ্ঠা নম্বরসহ উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বয়ান বা অন্য কোন প্রয়োজনে একই বিষয়ের একাধিক ঘটনা খুঁজে বের করতে সম্মানিত পাঠকবৃন্দকে অধিক কষ্ট করতে হবে না।

বইটিকে সবদিক থেকে সুন্দর ও ত্রুটিমুক্ত করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও কারো দৃষ্টিতে কোন ভুল ধরা পড়লে এবং দয়া করে তা আমাদের জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ পাক আমার এ ক্ষুদ্র পরিশ্রমটুকু কবুল করুন এবং একে সংশ্লিষ্ট সকলের মুক্তির উসিলা হিসেবে গ্রহণ করুন- এ কামনা করে শেষ করছি।

বিনীত

তারিখ ঃ ৩০/০৫/০৫ইং

মুফীজুল ইসলাম

www.smfoundationbd.com

উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ হাদীস বিশারদ আকাবিরে উম্মতের দীপ্ত প্রদীপ
আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ উস্তাদুল আসাতিজা
শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক (দাঃ বাঃ) এর মূল্যবান

অভিমত ও দুআ

সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব জাহানের একচ্ছত্র অধিপতি মহান আল্লাহর। অসংখ্য দরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার পরিবারবর্গের উপর।

আল্লাহ ওয়ালাদের সোহ্বত ও সংস্পর্শ মানুষের আত্মার সংশোধন ও নফসের ইসলাহের উত্তম উপায়। অনুরূপভাবে বুজুর্গানে দ্বীন ও মনীষীদের জীবনী, জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী এবং চরিত্রগঠনমূলক বিভিন্ন গল্প-কাহিনী পাঠের মাধ্যমেও মানুষের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতি সাধিত হয়। এই জন্যই বলা হয়, "পূর্বেকার লোকদের ঘটনাবলীতে রয়েছে পরবর্তীদের জন্য উপদেশাবলী।"

হৃদয়বিদারক ও চরিত্রগঠনমূলক বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য সত্য ঘটনার সমন্বয়ে স্নেহভাজন তরুণ লেখক মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম "যে গল্পে হৃদয় গলে" (চলমান অংশের নাম হৃদয়স্পর্শী শিক্ষণীয় কাহিনী) নামক বইখানা রচনা করেছেন। সেই সাথে ঘটনার শিক্ষনীয় দিকগুলো প্রাসঙ্গিক আলোচনার মাধ্যমে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের আলোকে অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে পাঠকের হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার চেষ্টা করেছেন। আর এতে লেখক সফল হয়েছেন বলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস। উপরন্তু হৃদয়ের গভীরে এতটা জোড়ালোভাবে রেখাপাত করার মত সহজ, সরল, প্রাঞ্জল ভাষার চরিত্রগঠনমূলক এমন সুন্দর গল্পগ্রন্থ বাংলা ভাষায় খুব কমই দেখা যায়। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রাণ খুলে দোয়া করি, হে আল্লাহ! তুমি লেখককে ইসলামের একজন নিষ্ঠাবান ক্ষুরধার কলম সৈনিক হিসাবে কবুল কর এবং তার খেদমতকে উম্মতের জন্য হিদায়াতের উসিলা বানাও। আমিন।

আজিজুল হক

৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ (শাইখুল হাদীস আল্লামা আজীজুল হক)

www.smfoundationbd.com

ফকীহুল উম্মাহ মুফতী মাহমুদুল হাসান গাংগুহী (রাহঃ) এর সুযোগ্য
খলীফা জামিয়াতু ইবরাহীম (আ.) মাদরাসার
প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল শাইখুল হাদীস আলহাজ্ব
হযরত মাওলানা মুফতী শফীকুল ইসলাম সাহেবের মূল্যবান

বাণী ও দুআ

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা। ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবনে পরিপূর্ণ সফলতা অর্জনের জন্য ইসলামের কোন বিকল্প নেই। একজন মানুষ তখনই সুখ-সমৃদ্ধি ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করে যখন সে ইসলামের বিধি-বিধানগুলো সঠিকভাবে জেনে তদানুযায়ী আমল করে। আর ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো নির্ভরযোগ্য, সৎ ও খোদাভীরু লেখকদের বই-পুস্তক ও কিতাবাদী পাঠ করা।

মানুষের একটি স্বভাবজাত ধর্ম হল, তারা একদিকে যেমন হৃদয়বিদারক গল্প-কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবাসে ঠিক তেমনি বর্ণিত ঘটনার মাধ্যমে কোন কঠিন বিষয় অনুধাবন করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করাও তাদের পক্ষে সহজ হয়। স্নেহাস্পদ মাওলানা মুফীজুল ইসলাম তার "যে গল্পে হৃদয় গলে" (চলমান অংশের নাম হৃদয়স্পর্শী শিক্ষণীয় কাহিনী) নামক গ্রন্থের মাধ্যমে মূলতঃ এ কাজটিই অত্যন্ত নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে আঞ্জাম দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তিনি একজন আদর্শ মানবের প্রধান প্রধান করণীয়-বর্জনীয় কাজগুলোকে বিভিন্ন সত্য ঘটনা উল্লেখ করে সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে তা হৃদয়ে গেঁথে দেয়ার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, শিক্ষাবিহীন অবাস্তব গল্প-কাহিনীর পরিবর্তে চরিত্রগঠনমূলক এ গল্প-কাহিনীগুলো সম্মানিত পাঠক পাঠিকাদের গল্প পাঠের আনন্দদানের পাশাপাশি ইসলাম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ অনেক কিছু জানতে সাহায্য করবে এবং সেই সাথে তদানুযায়ী জীবন গঠন করতে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিতও করবে।

দোয়া করি, আল্লাহ তায়ালা যেন বইটিকে উম্মতের হিদায়েতের জন্য কবুল করেন এবং ভবিষ্যতে লিখককে এ জাতীয় আরও গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করার তাওফীক নসীব করেন। আমীন।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৩ (মাওলানা মুহাম্মদ শফীকুল ইসলাম)

www.smfoundationbd.com

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আলেম বিশিষ্ট লেখক মোনাযেরে আযম আল্লামা আলহাজ্ব

হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম ওলীপুরী সাহেবের

মূল্যবান বাণী ও দোয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বিশ্ব জাহানের প্রতিপালক। শত কোটি দুরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক নবীকুল শিরমনি, দোজাহানের সরদার মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও তার সমস্ত পরিবার পরিজনের উপর।

ইসলাম ধর্ম মহান আল্লাহ তায়ালার একমাত্র মনোনীত ও পরিপূর্ণ ধর্ম। মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত উদ্ভুত যাবতীয় সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর ও কল্যাণকর সমাধান একমাত্র ইসলাম ধর্মেই রয়েছে। আর ইসলামের সুন্দরতম আদর্শ ও বিধিবিধানগুলো মানব জাতির নিকট পৌঁছে দেয়ার একটি শক্তিশালী মাধ্যম হলো লিখনী। অন্যান্য পন্থার ন্যায় সঠিক লিখনীও জাতির চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন এবং তাদেরকে সৎ, চরিত্রবান ও ধর্মমুখী করার একটি সহজ, সুন্দর ও চমৎকার পন্থা। আমার জানা মতে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই স্নেহের তরুণ আলেম মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম "যে গল্পে হৃদয় গলে" নামক বইখানা রচনা করেছেন। আমি মনে করি বর্তমান আর্ত-সামাজিক প্রেক্ষাপটে এ জাতীয় বইয়ের প্রকাশনা একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। সাথে সাথে আমি এও বিশ্বাস করি যে, তার বইয়ের প্রতিটি ঘটনা পাঠকের মনোজগতে কেবল আলোড়নই সৃষ্টি করবে না, ইসলামের বিধি-বিধানগুলো জীবনের সর্বস্তরে বাস্তবায়ন করতেও বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

লেখক এ বইটির ৪র্থ অংশ থেকে শুরু করে পরবর্তী অংশগুলোকে ভিন্ন ভিন্ন নামে সিরিজ আকারে বের করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন, উহাকেও আমি বাস্তব ও যুগোপযোগী উদ্যোগ বলেই মনে করি।

আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া করি, রাব্বুল আলামীন মহান আল্লাহ তা'আলা যেন তার এ কলমী জিহাদকে কবুল করেন এবং একে উম্মতের জন্য হিদায়েতের উসিলা বানান। আমীন।

তাং - ১২/৪/২০০৪ইং

(নূরুল ইসলাম ওলীপুরী)

www.smfoundationbd.com

পাতা উল্টালে

প্রথম অধ্যায়

১। কবরের আহবান ১৩
২। মাতার অভিশাপ ১৮
৩। শয়তানের পরাজয় ২৪
৪। ভাল কাজের শুভফল ৩১
৫। একটি বিস্ময়কর মৃত্যু ৩৭
৬। হৃদয়ের মূল্য ৪৪
৭। দুটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা ৪৭
৮। দরূদের বরকত ৬২
৯। এরই নাম কৃতজ্ঞতা ৬৮
১০। ভয়ংকর সাপ ৭২
১১। সবচেয়ে বড় পাপ ৭৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন? ৭৭-৯৯
১। দাওয়াত ও তাবলীগের অপূর্ব কৌশল ৭৭
২। অপরের আরামের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৮০
৩। বিরোধীদের সাথেও সুমধুর ব্যবহার ৮১
৪। পরহেযগারীর অনন্য নযীর ৮৩
৫। উঁচু পর্যায়ের চিন্তা-ভাবনা ৮৪
৬। আজীব রসিকতা ৮৫
৭। স্মরণ শক্তির প্রখরতা ৮৭
৮। অনুপম আখলাক ৮৮
৯। চেহারায়ও ছিল সততার চিহ্ন ৮৯
১০। দায়িত্ব পালনে সচেতনতা ৯১
১১। মানুষ হিসাবে সবাই সমান ৯২
১২। মেহমানের খেদমত ৯৩
১৩। হিসাবের ভয় ৯৪
১৪। নির্লোভতা ৯৫
১৫। নম্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত ৯৬
১৬। জ্ঞানের গভীরতা ৯৭
১৭। ক্ষুধার্ত অবস্থায় পাঠদান ৯৯

পরিশিষ্ট

পাঠকের মতামত ১০১
লেখকের জবাব ১১১

শিরোনামে টাচ করুন

www.smfoundationbd.com

হৃদয় গলে সিরিজের বইসমূহ

- যে গল্পে হৃদয় গলে (প্রথম খন্ড)
- যে গল্পে হৃদয় গলে (দ্বিতীয় খন্ড)
- যে গল্পে হৃদয় গলে (তৃতীয় খন্ড)
- যে গল্পে অশ্রু ঝরে (সিরিজ–৪)
- যে গল্প হৃদয় কাড়ে (সিরিজ–৫)
- যদি এমন হতাম (সিরিজ–৬)
- ঈমানদীপ্ত কাহিনী (সিরিজ–৭)
- অশ্রুভেজা কাহিনী (সিরিজ–৮)
- যে গল্পে হৃদয় জুড়ে (সিরিজ–৯)
- যে গল্পে হৃদয় কাঁদে (সিরিজ–১০)
- হারানো দিনের সোনালী কাহিনী (সিরিজ–১১)
- হৃদয়স্পর্শী শিক্ষণীয় কাহিনী (সিরিজ–১২)
- সাড়া জাগানো সত্য কাহিনী (সিরিজ–১৩)
- **সোনালী সংসার (উপন্যাস) (সিরিজ–১৪)**

লেখকের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা

মাওলানা মুহাম্মদ মুফীজুল ইসলাম
শিক্ষা সচিব, আয়েশা সিদ্দিকা মহিলা মাদরাসা
দত্তপাড়া, নরসিংদী।
ফোন: ০১৭২–৭৯২১৯৩, ০৬২৮–৬২৫৪১

সুসংবাদ

সম্মানিত পাঠক–পাঠিকাদের আবেদন ও
যুগ চাহিদার প্রেক্ষিতে আল্লাহ চাহেতো
হৃদয় গলে সিরিজের ১৪তম খন্ডটি
প্রকাশিত হবে একটি সম্পূর্ণ
ধর্মীয় উপন্যাস রূপে। যার

নাম থাকবে **"সোনালী সংসার"**। সহজ
সরল ও সাবলীল ভাষায় লিখিত
চরিত্রগঠনমূলক এ উপন্যাসখানা
সকলকেই নতুনত্বের স্বাদ
দিবে বলে আশা রাখি।

-লেখক

بسم الله الرحمن الرحيم

প্রথম অধ্যায়

১
১৮২

কবরের আহবান

হযরত সাহাবায়ে কেরামের প্রাণপ্রিয় ইবাদতগাহ মসজিদে নববী। সেখানে আল্লাহভক্ত মুমিন মুসলমানগণ আসেন, নামাজ পড়েন, প্রভু প্রেমের অকুল দরিয়ায় ডুব দিয়ে নানাবিধ বন্দিগীতে মশগুল হন। কখনো জিকির করেন, কখনো তিলাওয়াত করেন, আবার কখনো বা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র বাণী শ্রবণ করে জান্নাতে পৌঁছার সহজ সরল রাস্তা চিনে নেন, জেনে নেন।

মসজিদে নববীতে তখন কোন আলোর ঝলকানি ছিল না, ছিল না আকাশচুম্বী মিনার ও চোখ ধাঁধানো সুদর্শন গম্বুজ। মেঝেতে পাথরখন্ড বিছানো, খেজুর পাতার ছাউনি আচ্ছাদিত অনাড়ম্বর ও জাঁকজমকহীন এ মসজিদের ইমাম হচ্ছেন দোজাহানের সর্দার সায়্যিদুল মুরসালিন হযরত রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

একটু পূর্বে হযরত বিলাল (রা.) এর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে এসেছে সুমধুর আযানের ধ্বনি। জামাতের সময় অত্যাসন্ন। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আগমন অপেক্ষায় অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন সাহাবায়ে কেরাম। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ঘর থেকে বের হয়েছেন মসজিদে যাবার উদ্দেশ্যে। শান্ত-মন্থর গতিতে এগিয়ে চলছেন

www.smfoundationbd.com

তিনি। কিন্তু হঠাৎ করে থেমে গেল তার চলার গতি। থমকে দাঁড়ালেন তিনি। ইতোমধ্যে তিনি পৌঁছে গেছেন মসজিদে নববীর প্রধান ফটকে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন কয়েকজন লোক খিলখিল করে হাসছেন। যার ফলে তাঁদের দাঁত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল। এ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মন ভারী হয়ে উঠলো। তিনি দারুন বিচলিত হলেন। ব্যথায় মুষড়ে পড়লেন। তাঁর অন্তর কেঁদে উঠল। দুচোখ ছাপিয়ে পানি এল। একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে মনে মনে বললেন, উহ! এদের মাঝে যে উদাসীনতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তবে কি তাদের মাঝে পরকালের ভাবনার কমতি রয়েছে? তারা কি ভুলে গেছে কবরের কথা, কবরের নির্মম শাস্তির কথা? না, এমন হলে তো চলবে না। এর একটা সংশোধন এখনই প্রয়োজন।

বিশ্ব মানবতার একান্ত হিতৈষী চিরকল্যাণের আধার, অতি দরদী মানব ও আদর্শ শিক্ষক নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাইলেন তাদের এ অবস্থার সংশোধন করতে। তাই তিনি সমবেত সাহাবীগণকে সম্বোধন করে বললেন, হে আমার প্রাণের সাহাবাগণ! তোমরা বেশী করে মৃত্যুর কথা স্মরণ কর। মনে রেখো। যদি তোমরা বেশী পরিমাণে মৃত্যুর কথা স্মরণ করতে তবে তোমাদেরকে আজকে যে অবস্থায় পেয়েছি সে অবস্থায় কখনোই পেতাম না। এমন একদিনও যায় না যেদিন কবর এ বলে ফরিয়াদ না করে, আমি অপরিচিত ঘর, নির্জন ঘর, মাটির ঘর, পোকা মাকড়ের ঘর, কীট পতঙ্গের ঘর। (সুতরাং এখানে আসার সময় হিসেব করে পরিপূর্ণ ঈমান ও উপযুক্ত পাথেয় অর্থাৎ নেক আমল নিয়ে আসিও। অন্যথায় তোমাদের অবস্থা কিন্তু বড়ই করুণ ও ভয়াবহ হবে।)

এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি আরো পরিষ্কার করে তুলে ধরার জন্য বলেন, দেখো, যখন কোন মুমিন ও নেককার বান্দাকে কবরে রাখা হয়, তখন কবর তাকে নবাগত অতিথির ন্যায় সম্মান করে। সে প্রফুল্ল চিত্তে আনন্দে উচ্ছাসিত হয়ে বলতে থাকে, তোমাক অসংখ্য ধন্যবাদ। তুমি এখানে আসায় বেশ ভালই হয়েছে। শোন, যত লোক জমিনের উপর চলাফেরা করত, তাদের মাঝে তুমিই ছিলে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও সর্বোৎকৃষ্ট। আজ তুমি আমার নিকট আগমন করেছ; তোমাকে অর্পণ করা হয়েছে আমার হাতে। অতএব অতি শীঘ্রই তুমি দেখতে পাবে তোমার সুখ শান্তি ও আরামের জন্য আমি কত উত্তমও

www.smfoundationbd.com

আনন্দদায়ক ব্যবস্থা করেছি। অতঃপর মৃত ব্যক্তির দৃষ্টি পর্যন্ত কবর প্রশস্ত হয়ে যায় এবং জান্নাতের দিক থেকে তার জন্য একটি দরজা খুলে দেওয়া হয়। যে দরজা দিয়ে বেহেশতের সুগন্ধি হাওয়া আসতে থাকে।

পক্ষান্তরে কোন পাপীকে যখন কবরে রাখা হয় তখন কবর বলতে থাকে, হে পাপিষ্ঠ! তোর আগমন কতই না অশুভ! আমার উপর দিয়ে যত মানুষ চলাফেরা করত তাদের মধ্যে তু-ই ছিলে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ও ঘৃণিত। আজ তোকে আমার নিকট সোপর্দ করা হয়েছে। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই তুই আমার ব্যবহার দেখতে পাবি। দেখতে পাবি আমার নিষ্ঠুর ও নির্মম আচরণ।

এতটুকু বলে কবর তাকে দুদিক থেকে এমন প্রচন্ড জোড়ে চাপ দিবে যে, তার এক পাঁজরের হাড়গুলো অপর পাঁজরে ঢুকে যাবে। তারপর তাকে দংশন করার জন্য এমন সত্তরটি বিষাক্ত সাপ নিযুক্ত করা হবে, যেগুলোর একটি যদি জমিনের উপর একবার নিঃশ্বাস ফেলত, তবে বিষের ক্রিয়ায় কেয়ামত পর্যন্ত কোন গাছ জন্মাত না। সাপগুলো তাকে কিয়ামত পর্যন্ত দংশন করতে থাকবে। হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু সাইদ (রা.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশেষ যে বাক্যটি উচ্চারণ করেন তা হল, কবর হয়তো (কারো জন্য) বেহেশতের একটি টুকরা অথবা (কারো জন্য) দোজখের একটি গর্ত। (তিরমিযি, মিশকাত)

প্রিয় পাঠক, দিন যতই যাচ্ছে ততই আমরা কবরের নিকটবর্তী হচ্ছি। আমরা সবাই একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি যে, আমাদের সবাইকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায় হোক কবরে যেতেই হবে। কবরে না গিয়ে কারো কোন গত্যন্তর নেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমাদের মধ্যে কেউ কেউ এতটাই উদাসীন ও বেপরোয়া ভাবে জীবন যাপন করছি যে, কেউ তাকে দেখলে ভাবতে বাধ্য হবে হয়তো তার কখনোই মৃত্যু হবে না, শুইতে হবে না তাকে নীরব নির্জন কবর গহ্বরে।

সম্মানিত ভাইয়েরা! সত্যিই আমাদের দেখলে মনে হয় না যে, আমরা একদিন মরব। চলে যাব এ দুনিয়া ছেড়ে। কারণ অধিকাংশ মানুষ আজ পরকালের চিন্তা একদম বাদ দিয়ে মাল-দৌলত কামাই করার ফিকিরে সর্বদা মত্ত আছে। কখনো সঙ্গী সাথীদের সাথে হাসি মউজ করছে, কখনো অট্টহাসিতে ফেটে পড়ছে। ঠগবাজি, চোরাকারবারী, দুর্নীতি, বদমাশি আর বিলাসিতায় সময় কাটাচ্ছে। সুদ-ঘুষ, মদ-জুয়া সবই সমান তালে চলছে।

www.smfoundationbd.com

কথায় কথায় মিথ্যা বলছে। সুন্দরী, ছলনাময়ী রূপসী যুবতীদের একান্ত করে কাছে পাওয়ার জন্য বৈধ অবৈধ সবই করছে।

গান-বাদ্য নাচ-নৃত্য ছাড়া আমাদের যেন একটি দিনও চলতে চায় না। কেউ নাজায়েজ রং তামাশায় সময় কাটাচ্ছে। আবার বড় গলায় দাবীও করছে আমি মুসলিম। আমাদের পরিবারের সবাই মুসলিম। আমি মসজিদের সভাপতি, সেক্রেটারী ইত্যাদি।

প্রিয় বন্ধুগণ! আমাকে আপনাকে আল্লাহ পাক মেহেরবানি করে মুসলমান বানিয়েছেন এজন্য হাজারো শুকরিয়া। এটি আল্লাহর এক বহুত বড় নেয়ামত। কেয়ামত পর্যন্ত সিজদায় পড়ে থাকলেও এই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় হবে না। কিন্তু আমি বলতে চাই, মুসলমান হওয়ার পর আমরা যেসব অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়েছি তা কি আমাদের জন্য কখনো শুভ ফল বয়ে আনবে? আমি মুসলমান অথচ আমি নামায রোজার ধারে কাছে যাচ্ছি না, শরীয়তের বিধি বিধান পালন করছি না, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করছি না। মুসলমান হওয়ার অর্থ কি এই?

আমি দাবী করি আমি মুসলমান অথচ আমার ঘরে রঙ্গিন টিভি। সিডি, ভিসিডি সমান তালে চলে আমার বাসায়। পরিবারের সবাই একত্রে বসে উপভোগ করছি বিনোদনের নামে নানাবিধ অবৈধ কর্মকান্ড। মেয়ে বড় হয়েছে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তার দেহে বৃদ্ধি পাচ্ছে রূপ জৌলুস। আর আপনি পিতা হয়ে তাকে পর্দাহীন অবস্থায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও শপিং সেন্টারে। অথচ আপনি একবারও চিন্তা করে দেখলেন না যে, আপনার মেয়েকে, আপনার স্ত্রীকে, এক কথায় আপনার অধীন সকল মেয়েকে পর্দার রাখা আপনার ধর্মীয় দায়িত্ব ছিল। তবে কি এটাই আপনার মুসলমানিত্বের পরিচয়?

মনে রাখবেন, আজ হয়তো আপনি ভাবছেন যে, মেয়েদের পর্দা মানে তাদের বন্দী করে রাখা, মেয়েদের পর্দা মানে দেশের উন্নতিকে বাধাগ্রস্ত করা, মেয়েদের পর্দা মানে তাদের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা। কিন্তু ভাইজান, আপনি যাই ভাবুন না কেন, এই বিধান কিন্তু আমি দেইনি, দেয়নি কোন মৌলভী মাওলানা। বরং এই বিধান দিয়েছেন আমার আপনার সৃষ্টিকর্তা যিনি নারী পুরুষ ও দেশের কল্যাণ-অকল্যাণ সম্পর্কে সম্যক অবহিত সেই মহাজ্ঞানী, মহাক্ষমতাধর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন।

www.smfoundationbd.com

সুতরাং এতো যুক্তি তর্কের অবতারণা না করে মুসলমান হিসেবে আপনার উচিত হবে খোদায়ী বিধানকে মেনে নেয়া এবং একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করা যে, আল্লাহর আইন মানার মধ্যেই সমূহ কল্যাণ ও কামিয়াবী নিহিত আছে। নচেৎ স্মরণ রাখবেন, যে পর্দার বিধানকে অহেতুক মনে করে আপনি অবলীলায় তা লংঘন করে চলেছেন তার ফলশ্রুতিতেই আপনার পরিবারে এমন এক কলংকজনক অধ্যায় সূচিত হবে যা আমৃত্যু আপনাকে মাথা নিচু করে রাখতে বাধ্য করবে।

ভাই জান, আপনি আমাকে একটু বলবেন কি, কয়টা পর্দানশীন মেয়ের গায়ে এসিড নিক্ষেপ হয়েছে? কয়টা বোরকা পড়া মেয়ে রাতের অন্ধকারে তার বয়ফ্রেন্ডকে নিয়ে পালিয়ে গিয়ে পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের মুখে চুনকালি দিয়েছে? আমার জানামতে একজনও নয়। আপনাদের জানামতে দু'একটি ঘটনা ঘটলেও তা তুলনামূলকভাবে একেবারেই নগণ্য। সুতরাং বুঝা গেল, পর্দাই হলো মেয়েদের ইজ্জত ও নিরাপত্তার গ্যারান্টি।

কথায় কথায় অনেকদূর চলে এলাম। বলছিলাম, আমাদের সবাইকে মরতে হবে। পোকা মাকড়ের ঘরে শুইতে হবে। তাই আসুন, মৃত্যুর আগেই প্রস্তুতি নেই। মৃত্যুর কথা বারবার স্মরণ করি। সুদ-ঘুষ, মিথ্যা-প্রতারণা, জুলুম অত্যাচার সবকিছু পরিত্যাগ করে খাঁটি মুমিন হয়ে যাই। ইসলামী বিধি বিধানগুলো হক্কানী আলেমদের কাছ থেকে জেনে জেনে আমল করি। মনে রাখবেন, আপনি যদি আল্লাহর দিকে এক বিঘত অগ্রসর হন, তবে আল্লাহর রহমত আপনার দিকে এক হাত অগ্রসর হবে। আপনি যদি এক হাত অগ্রসর হন আল্লাহর রহমত আপনার দিকে দুই হাত অগ্রসর হবে। আর আপনি যদি আল্লাহর দিকে হেঁটে হেঁটে অগ্রসর হন তবে আল্লাহর রহমত আপনার দিকে দৌড়িয়ে আসতে থাকবে। এটি হাদীসেরই কথা।

হাদীস শরীফে আছে, একবার এক যুবক সাহাবী মসজিদে দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুমিনদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে? উত্তরে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সবচেয়ে বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী হলো ঐ ব্যক্তি, যে মৃত্যুকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে এবং মৃত্যু আসার পূর্বেই এর জন্য উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

ওগো দয়ালু মাওলা! আমাদের সবাইকে তুমি মৃত্যুর জন্য, কবরের জন্য পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নেয়ার তাওফীক দাও। আমীন।

সূত্র ঃ তিরমিযি, মিশকাত ২ ঃ ৪৫৭, কবর কি পহেলী রাত।

www.smfoundationbd.com

২
১৮৩

মাতার অভিশাপ

মা নাই গৃহে যার, সংসার অরণ্য তার।
দেখিলে মায়ের মুখ, মুছে যায় সব দুঃখ।

উপরি উক্ত চরণ ক'টি কোথায় যেন দেখেছিলাম তা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে একথা স্পষ্ট স্মরণ আছে যে, কোন এক বাসায় সুন্দর একটি বাঁধানো ফ্রেমে দেয়ালে তা টানানো অবস্থায় ছিল। প্রকৃত পক্ষে সন্তানের জন্য মা এক পরম সম্পদ- এটি চিরন্তন সত্য কথা। তবে একথা বোধ হয় ঐ ব্যক্তিই হাড়ে হাড়ে টের পায় যার মা নেই। কিংবা থাকলেও কোন কারণে তার স্নেহ বঞ্চিত। মা না থাকলে সংসার অরণ্যই বটে। মায়ের স্নেহের ছায়ায় লালিত পালিত সন্তান হঠাৎ করে যদি মা হারা হয় তখনই সে বুঝতে পারে মায়ের স্নেহ -ভালবাসার মূল্য। বুঝতে পারে মায়ের আদরের ডাক তার কত প্রয়োজন। অনুভব করতে পারে মায়ের স্নেহ-মমতা শত কোটি অর্থ লাভের চাইতেও উত্তম।

মুহতারাম পাঠক পাঠিকা! আপনারা জানেন যে, মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত। অনুরূপভাবে আপনারা হয়তো এ কথাও জানেন যে, পিতা-মাতার দুআ সন্তানের জন্য যেমন সরাসরি কবুল হয় তেমনি তাদের বদদুআও কবুল হতে সময় লাগে না। নিম্নে এ ধরণের একটি মর্মস্পর্শী বাস্তব ঘটনাই উল্লেখ করা হচ্ছে, যা পাকিস্তানের মাওলানা আব্দুশ শুকুর দ্বীনপুরী (রহ.) এর সূত্রে মাওলানা ক্বারী আমীরুদ্দীন সাহেব বর্ণনা করেছেন।

মাওলানা বলেন, একদিন আমি বাজারে গেলাম। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনলাম। বাড়িতে বেশ তাড়া ছিল। তাই দেরি না করে বাড়ির পথে রওয়ানা দিলাম।

আমি দ্রুত হাঁটছিলাম। কতক্ষণে বাসায় ফিরব সে চিন্তাই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। কোন দিকে খেয়াল ছিল না আমার। কিন্তু হঠাৎ একটি বিকট আওয়াজে আমি থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলাম। দেখলাম, একটি ভিক্ষুক আমাকে উচ্চস্বরে ডাকছে। তার মুখমন্ডল ছিল ফ্যাকাশে বিবর্ণ। বারবার জিভ দিয়ে শুকনো ঠোঁট দুখানা চেটে নিচ্ছে। জীর্ণ শীর্ণ কংকালসার দেহে গোশত নেই বললেই চলে। চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে অশ্রুধারা।

বাড়িতে জরুরি কাজ থাকায় আমি শুনেও না শোনার ভান করে চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে আবারো চিৎকার করে আমাকে ডাকল। বললো, হুজুর, অনুগ্রহ করে একটু কথা শুনুন। আমি আপনার নিকট ভিক্ষা চাইবো না। শুধু একটু দুআ প্রার্থনা করব।

ভিক্ষুকের কথায় আশ্চর্য হলাম। হাতে মোটেও সময় নেই। তথাপি তার করুণ আহবানে হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হল। মনে মনে বললাম, একজন অসহায় লোক একটি কথা বলার জন্য আমাকে ডাকবে, আর আমি কিনা স্বার্থপরের মতো পাশ চলে যাব এতো হতে পারে না। এটা তো মুসলমানের আখলাক নয়।

আমি তার কাছে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে বাবা! এমন করছ কেন?

সে বলল, হুজুর! জীবনের এক হৃদয়স্পর্শী কাহিনী আপনাকে শুনাতে চাই। সেই সাথে কামনা করি আপনার হৃদয় নিংড়ানো দুআ। আপনার কি একটু সময় হবে?

ঃ বাড়িতে আমার জরুরি কাজ। এখনই যাওয়া দরকার। তারপরেও তোমার জীবন কাহিনী না শুনে যাব না। বল, বল কি বলতে চাও তুমি।

আমার কথায় লোকটি বেশ খুশি হল। একটা ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল তার ঠোঁটের কোণে। সে বলতে লাগল-

www.smfoundationbd.com

হুজুর! আমি এক সময় ছিলাম মহা সম্পদশালী। আল্লাহ তাআলার অফুরন্ত নেয়ামতরাজির প্রাচুর্যে আমি ছিলাম পরিতৃপ্ত। ঘর-বাড়ি, দালান-কোঠা ও বিলাস সামগ্রীসহ সুখ শান্তির কোন উপকরণেরই অভাব ছিল না আমার। কেবল অভাব ছিল একটি জিনিসের। আর তা হল, উত্তম আখলাক। সচ্চরিত্র।

হুজুর! আমার আমল ভাল ছিল না। সর্বদা শরাব-কাবাবে মত্ত থাকতাম। যখন যা খুশি তাই করতাম। প্রায়ই নেশার ঘোরে মাতাল হয়ে বুঁদ হয়ে পড়ে থাকতাম। অধিকাংশ রাতে অনেক দেরিতে বাড়ি ফিরতাম। তখন দেখতাম, আমার একমাত্র মা জননী ছাড়া সবাই গভীর নিদ্রায় অচেতন। রাত যত বেশীই হউক না কেন, আমার স্নেহময়ী মা কখনোই আমি না আসা পর্যন্ত বিছানায় যেতেন না। দরজার কাছে বসে আমার অপেক্ষায় থাকতেন। আমি এলে আমাকে দেখে বলতেন- বাবা! তুমি এত বিলম্ব করে বাড়ি আস কেন? তোমার এ বিলম্ব আমাকে অস্থির করে তুলে। এ অস্থিরতার কষ্ট প্রতিদিনই আমাকে সহ্য করতে হয়। আগামীকাল থেকে সকাল সকাল বাড়ি ফিরে এসো।

মায়ের কথার জবাবে আমি কিছুই বলতাম না। শুধু মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মতি জানিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়তাম। মা আমাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ সময় কিছু খাওয়ার রুচি থাকতো না।

লোকটি এতটুকু বলে একটু জিরিয়ে নিল। তারপর সে শুরু করল আসল ঘটনা। সে বলতে লাগলো-

এক রাতে আমি বন্ধু-বান্ধবের সাথে নেশায় মত্ত ছিলাম। ঐ রাতে অন্য সময়ের তুলনায় বাসায় ফিরতে বেশ দেরি হল। এতটা দেরি করে কখনোই আমি বাসায় ফিরিনি। এদিকে মায়ের ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। তিনি আমার জন্য গভীর রাত পর্যন্ত বিনিদ্র বসে রইলেন। বারবার তিনি দরজা খুলে বাইরে আসেন। পথ পানে চেয়ে থাকেন। কিন্তু আমার আসার কোন নাম গন্ধ নেই। এতে ক্রমেই মায়ের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যাচ্ছিল। তিনি ভীষণ রাগ করলেন। মনে মনে বললেন, আজকে বাড়ি এলে তাকে দু'চার কথা শক্ত করে বলব। প্রয়োজনে গায়ে হাত উঠাব।

যেই কথা সেই কাজ। আমি বাসায় ফেরার সাথে সাথে আম্মা আমাকে বকাঝকা করলেন। এমনকি এক পর্যায়ে রাগের মাথায় আমার পিঠে একটি থাপ্পর মারলেন। বললেন-

এত রাতে বাসায় ফিরলে তোমার মায়ের যে কষ্ট হয় তা তুমি বুঝ না? কেন তুমি আমাকে এত কষ্ট দিচ্ছ?

মায়ের রাগ দেখে আমার মধ্যেও রাগ এসে গেল। তদুপরি আমি ছিলাম মাতাল। তাই মায়ের চপেটাঘাত ও বকাঝকা খেয়ে আমি ঠিক থাকতে পারলাম না। হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেললাম। ফলে সাথে সাথে পা থেকে জুতা খুলে মায়ের মাথায় ছুঁড়ে মারলাম। এতটুকু চিন্তা করলাম না যে, আমি কার সাথে কি করছি।

আমার এ অমানবিক আচরণে মায়ের রাগ চরমে উঠল। তিনি লজ্জায় অপমানে দু'হাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফেললেন। তারপর ছোট্ট শিশুটির মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে হাত দুখানা উপরে তুলে খোদার দরবারে বদদুআ করলেন। বললেন, হে খোদা! আমার সাথে আমার সন্তান যে দুর্ব্যবহার করছে তা তুমি ভাল করে দেখেছ। ওগো রহমানুর রহীম! তুমি এর বিচার করো। সবশেষে আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, তোর সর্বনাশ হউক, তোকে পোকায় খাক।

এ ঘটনার পর আমার মা বেশি দিন জীবিত ছিলেন না। এক বুক দুঃখ নিয়ে কবর জগতে পাড়ি জমালেন। আমি ইচ্ছা করলে তার কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিতে পারতাম। পারতাম হাতে পায়ে ধরে তাকে খুশি করতে। মা জননী হয়তো সেটাই চেয়েছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, আমি তা করি নি। একটি বারও মায়ের সম্মুখে গিয়ে বলিনি- মা! আমার ভুল হয়েছে। আমায় ক্ষমা করে দাও।

মায়ের দুআ অক্ষরে অক্ষরে কবুল হয়েছিল। কিন্তু কখনোই এর পরিণতির কথা চিন্তা করি নি আমি। ভাবতে পারি নি মায়ের বদদুআর ফল এতটাই নির্মম, নিষ্ঠুর ও হৃদয়বিদারক হবে।

মা চলে যাওয়ার পর পরই আমার পায়ে একটি বিশাল আকৃতির ফোড়া দেখা দেয়। এত বড় ফোড়া কেউ কোন দিন দেখে নি। এর প্রচন্ড ব্যথায় সর্বদাই আমি অস্থির থাকতাম। খাওয়া-নাওয়া সবই প্রায় বন্ধ হয়ে

গিয়েছিল। এমতাবস্থায় কোন কাজ করাও সম্ভব ছিল না। কোন কোন সময় ব্যথার মাত্রা এতটাই বৃদ্ধি পেত যে, আমি বেহুঁশ হয়ে যেতাম। কখনো কখনো ষাঁড়ের চিৎকারের মতো চিৎকার দিয়ে উঠতাম।

ইতোমধ্যে বড় বড় ডাক্তার দেখানো হয়েছে। নামকরা স্পেশালিস্টরা অবিরত চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু ফলাফল একেবারেই শূন্য। কিছুদিন পর ফোড়ার ক্ষতস্থানে বড় বড় পোকা দেখা গেল। পোকাগুলো আমাকে নির্মমভাবে কামড়াতো। এমন অচেনা অজানা পোকাও আমরা কোন দিন দেখি নি। কত ঔষধ দেওয়া হল, কত ইনজেকশন পুশ করা হল, কিন্তু পোকাগুলো মারা সম্ভব হল না। শুধু তাই নয়, সময়ের তালে তালে পোকার সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছিল। কোন কিছু দিয়েই এগুলোকে দমানো গেল না।

আমাকে দেখার জন্য যে কোন লোক আসতো তাকেই আমি বলতাম, ভাই! টাকা যা লাগে নাও। তোমরা আমার ভাল চিকিৎসা কর। আমি যে আর সইতে পারছি না। আমার আত্মীয়-স্বজন আমাকে সুস্থ করে তোলার জন্য চেষ্টার কোন ত্রুটি করে নি। এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ও কবিরাজী চিকিৎসাসহ সব ধরণের চিকিৎসাই তারা করেছে। খরচ করেছে লক্ষ লক্ষ টাকা। কিন্তু ফল কিছুই হল না। দিন দিন কেবল অবস্থার অবনতি বৈ উন্নতি ঘটল না।

কয়েক মাস চিকিৎসার পর ডাক্তাররা বললেন, আমাদের যতটুকু চেষ্টা করার তা আমরা করেছি। এখন লন্ডনে নেওয়া ছাড়া আপনার আর কোন উপায় দেখছি না।

আমি আমার আত্মীয় স্বজনকে ডেকে বললাম, শুধু লন্ডন কেন, ডাক্তাররা পরামর্শ করে যেখানেই আমাকে নিয়ে যেতে বলেন সেখানে নিয়ে যাও। প্রয়োজনে আমার সহায় সম্পত্তি সব বিক্রি কর। তবু তোমরা আমাকে সুস্থ করে তোল।

আমি লন্ডন গেলাম। পুরোদমে চিকিৎসা চলল। সেখানকার খ্যাতনামা ডাক্তারগণ বহুদিন পর্যন্ত চিকিৎসা করে শেষ পর্যন্ত তারাও ব্যর্থ হলো। পরিশেষে তারা আমাকে জানাল আপনার এ রোগ চিকিৎসার বাইরে। আমরা এর কিছুই করতে পারব না। অবশেষে আমি নিরাশ হয়ে নিজ দেশে ফিরে আসি।

যখন আমি দেশে ফিরি তখন আমার রোগের বয়স পাঁচ বছর। দীর্ঘ এই পাঁচ বছরে চিকিৎসার পিছনে আমার সব কিছু শেষ হয়ে গেছে। কিছু কিছু সম্পত্তি অন্যেরা নিয়ে গেছে জবরদখল করে। যেদিন আমি নিজ গ্রামে পৌছলাম সেদিন আমাকে শোয়ানোর মত নিজস্ব কোন জায়গাও ছিল না। তাই হাঁটাচলা করার মতো সুস্থ হওয়ার পর জীবন বাঁচানোর জন্য ভিক্ষার ঝুলি হাতে নেয়া ছাড়া আমার আর কোন উপায় থাকল না।

আজ অনেক দিন হল আমি ভিক্ষা করি। এখনো আমি পুরোপুরি সুস্থ হতে পারি নি। বেশ কিছু পোকা অবিরত আমাকে যন্ত্রণা দিয়ে যাচ্ছে। যখন সহ্য করতে পারি না তখন রাস্তার কিনারে বসে পড়ি। আর আপনাদের মতো হুজুর মাওলাদের কাছে দুআ প্রার্থনা করি।

হুজুর! আমি একশ ভাগ বিশ্বাস করি, মায়ের বদদুআর ফলেই আজ আমার এ করুণ অবস্থা। জানি না, আমার এ অবস্থা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। তাই আপনার নিকট আমার বিনীত নিবেদন, আমার জন্য একটু দুআ করবেন, আল্লাহপাক যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন এবং মায়ের বদ দুআ থেকে যেন আমি রক্ষা পাই।

প্রিয় পাঠক! উপরের বিবরণ থেকে একথা দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মমতাময়ী মায়ের সাথে বেয়াদবি করে এবং তার মনে ব্যথা দিয়ে তার বদদুআ কুড়ানোর ফলেই আজ তাকে এহেন ভয়ানক ও দুঃখজনক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তাই আসুন! আজ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি, আমরা আর কখনোই পিতা-মাতার মনে কষ্ট দিব না। তাদের সাথে সদাচরণ করব এবং মৃত্যু পর্যন্ত তাদের খেদমত করে যাব। হে দয়ার আধার রাহমানুর রাহীম! তুমি তোমার অপরিসীম করুণায় আমাদের প্রতিজ্ঞাকে বাস্তবায়ন করার তাওফীক দাও। আমীন।

(পিতা-মাতা সম্পর্কিত আরও কয়েকটি চমৎকার ঘটনার জন্য দেখুন- ১ঃ৭৬, ২ঃ৭০, ৩ঃ৬৬ ও ৭০, ১১ঃ৫২)

সূত্র ঃ মাসিক খতমে নবুওয়াত (উর্দু)

www.smfoundationbd.com

৩
১৮৪

শয়তানের পরাজয়

অনেক দিন আগের কথা।

বনী ইসরাঈলে এক বিখ্যাত বুযুর্গ ছিলেন। সর্বদাই তিনি ইবাদতে মশগুল থাকতেন। জিকির তিলাওয়াত, তাহাজ্জুদ ইশরাক কোন আমলই বাদ দিতেন না। দিনের বেলা রোযা রাখতেন। রাত ভর বিভিন্ন আমলে লিপ্ত থাকতেন। এভাবেই চলছিল তার নিত্য দিনের আমল।

একদিন কিছুসংখ্যক লোক দরবেশের নিকট আগমন করল। উদ্দেশ্য হল, তার কাছে একটি অভিযোগ পেশ করা। তারা বলল, হুজুর! ওখানে একদল লোক আছে। তারা একটি গাছের পূজা করে।

লোকদের কথা শুনে দরবেশের চোখে মুখে ফুটে উঠে ক্রুদ্ধ ভাব। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। উষ্ণ হয়ে উঠে তার ধমনীর রক্ত। তিনি গর্জন করে বলেন-

কি বললে তোমরা? আল্লাহর জমিনে মাখলুকের ইবাদত! বৃক্ষের পূজা! এ তো হতেই পারে না। আমি কখনো তা হতে দিব না। চল এখনই আমি নিজ হাতে গাছটি কেটে ফেলব।

একথা বলে দরবেশ বিলম্ব করলেন না। তিনি একখানা কুড়াল কাঁধে নিয়ে গাছটি কাটার জন্য রওয়ানা হলেন।

কিছুদূর যাওয়ার পর শয়তানের সাথে দরবেশের দেখা হল। শয়তান তখন বৃদ্ধ লোকের আকৃতি ধারণ করে এ পথ দিয়েই বিপরীত দিক থেকে আসছিল। শয়তান বলল-

ঃ হুজুর! আপনাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে। কোথায় রওয়ানা দিলেন?

ঃ অমুক গাছটি কাটতে যাচ্ছি। দরবেশের সহজ উত্তর।

ঃ গাছের সাথে আপনার কি সম্পর্ক? আপনি আবেদ মানুষ, ইবাদত করতে থাকুন। বাজে কাজে সময় নষ্ট করে লাভ কি?

www.smfoundationbd.com

ঃ এটাও একটি ইবাদত। আমি ইবাদত নিয়ে পড়ে থাকব, আর অন্যেরা আল্লাহর পরিবর্তে সৃষ্টির পূজা অর্চনা করবে এ কিছুতেই আমি বরদাশত করতে পারব না।

ঃ আমি এ গাছ কাটতে দিব না।

ঃ তুমি দেওয়া না দেওয়ার কে? গাছ আমি কাটবই।

ঃ বললাম তো, এ গাছ আপনি কাটতে পারবেন না। আমার বুকে এক বিন্দু রক্ত থাকতে আপনি তা কাটতে পারবেন না।

এভাবে আরো কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটির পর এক পর্যায়ে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়ে গেল। কেউ কাউকে ছাড়বার পাত্র নয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দরবেশই শয়তানের বুকে চেপে বসলেন।

এবার অবস্থা বেগতিক দেখে শয়তান অনুনয় বিনয় শুরু করল। এতে দরবেশের মন নরম হল। তিনি শয়তানকে ছেড়ে দিলেন। দরবেশের কাছ থেকে ছাড়া পেয়ে শয়তান যেন হাফ ছেড়ে বাঁচল। সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দরবেশকে আবার বুঝাতে লাগল। বলল-

হুজুর! এ কাজ তো আপনার উপর ফরজ নয়। আপনি এ গাছের পূজাও করেন না। আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে কোন নবীর দ্বারাও এ কাজ করিয়ে নিতে পারতেন।

দরবেশ বললেন, তোমার ওয়ায কালাম শুনতে আমি রাজি নই। তুমি যাই বল না কেন, গাছ কাটা থেকে কিছুতেই আমাকে বিরত রাখতে পারবে না।

আবার উভয়ের মধ্যে মোকাবেলা হল। শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের গ্লানি শয়তানকেই বহন করতে হল। সে কিছুতেই দরবেশের সাথে পেরে উঠল না। দরবেশ পূর্বের ন্যায় তার বুকের উপর চড়ে বসলেন।

এ পর্যায়ে শয়তান একটি নতুন কৌশলের আশ্রয় নিল। কারণ সে বুঝল, শক্তির জোরে কোন অবস্থাতেই দরবেশকে কাবু করা যাবে না। সে বলল, দরবেশ সাহেব! এবার একটি আপসের কথা শুনুন। আশা করি আপনি তা কবুল করবেন।

সে বলতে লাগল- জনাব! আপনি একজন গরিব লোক। অভাব অনটন সবসময় লেগেই থাকে। কখনো না খেয়ে উপোস থাকেন। ছেলে মেয়েরা কান্নাকাটি করে। তাদের কান্নাকাটি আপনাকে অস্থির করে তুলে।

www.smfoundationbd.com

এমতাবস্থায় আপনার আর্থিক স্বচ্ছলতা অনেক প্রয়োজন। আমি আপনার নিকট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, প্রতিদিন তিনটি করে স্বর্ণমুদ্রা আপনার মাথার নিকট রেখে আসব। আপনি তা দ্বারা নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে অন্যেরও অনেক উপকার করতে পারবেন। গাছ কেটে লাভ কি? একটি কেটে ফেললে তারা অন্য একটি লাগিয়ে নেবে।

শয়তানের কথা দরবেশের নিকট বেশ যুক্তিপূর্ণ মনে হল। তিনি চক্রান্তের বেড়াজালে আবদ্ধ হলেন। অবশেষে গাছ না কেটে বাড়ীতে ফিরে গেলেন।

শয়তানের কথামত দরবেশ দুদিন স্বর্ণমুদ্রা পেলেন। কিন্তু তৃতীয় দিন আর পেলেন না। তিনি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলেন, অধীর আগ্রহে পথ পানে চেয়ে রইলেন, কিন্তু স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে শয়তান এল না। এমনকি কোথাও তার চিহ্ন পর্যন্ত দেখা গেল না। এতে দরবেশ সাহেব ভীষণ রাগান্বিত হলেন এবং এক পর্যায়ে কুড়াল কাঁধে নিয়ে আবার গাছ কাটতে রওয়ানা দিলেন।

পথিমধ্যে সেই বৃদ্ধবেশী শয়তানের সাথে দরবেশের দেখা হল। সে বলল, হুজুর কোথায় রওয়ানা দিলেন?

দরবেশ বললেন, সেই গাছটি কাটতে যাচ্ছি। কারণ তুমি আমাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছ। দু'দিন স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তারপর তা বন্ধ করে দিয়েছ। সুতরাং যে কোন ভাবে আমি এ গাছ কেটেই ছাড়ব।

শয়তান বলল, আমি উহা কাটতে দিব না। আপনি কিভাবে গাছ কাটেন তা আমি দেখে নেব।

অবশেষে উভয়ের মধ্যে সেদিনের মতো আজও লড়াই বাঁধল। সেকি তুমুল লড়াই! প্রত্যেকেই আপন প্রতিপক্ষকে ধরাশায়ী করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। খরচ করছে দেহের সর্বশক্তি। শেষ পর্যন্ত ফলাফল আজ উল্টো দিকে গেল। বিজয় মাল্য শয়তানই লাভ করল। সে লড়াইয়ের এক পর্যায়ে দরবেশের বুকে চেপে বসল।

দরবেশ এবার নিরুপায়। তিনি শত চেষ্টা করেও শয়তানকে সরাতে পারলেন না। এতে তিনি বেশ আশ্চর্য হলেন। মনে মনে বললেন, সে দিন দুই দুইবার তাকে পরাজিত করে বিজয়ের মালা আমিই পরিধান করেছিলাম। আর আজ? আজ তো আমি প্রথমবারই ধরাশায়ী হলাম। আপ্রাণ চেষ্টা করেও তার সাথে কুলিয়ে উঠতে পারলাম না। কি থেকে কি হল কিছুই বুঝলাম না।

www.smfoundationbd.com

এসব চিন্তা করতে করতে দরবেশ চরম বিস্ময় নিয়ে শয়তানকে জিজ্ঞেস করলেন-

এবার তুমি কি করে বিজয়ী হলে?

শয়তান বলল, পরাজয়ের কারণ তো সুস্পষ্ট। কারণ পূর্বে আপনার রাগ ছিল আল্লাহর সন্তুষ্টি বিধানের জন্য আর আজ আপনার রাগ হল স্বর্ণমুদ্রা লাভের জন্য, কাজেই পরাজিত হয়েছেন।

প্রিয় পাঠক! এটা স্বতঃসিদ্ধ কথা যে, যে কাজ কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়, নিজস্ব স্বার্থ হাসিল কিংবা মানুষকে দেখানো উদ্দেশ্য হয় না, উহার পিছনে আল্লাহ পাকের সাহায্য থাকে। এজন্যেই প্রথম দিন দরবেশ বিজয়ী হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে দুনিয়ার কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য দ্বীনের কাজ আঞ্জাম দিলে তাতে আল্লাহর কোন মদদ ও সাহায্য থাকে না। তাই ঐ কাজ সফলতার মুখ না দেখাই স্বাভাবিক। তাই তো দরবেশ সাহেব দ্বিতীয় দিনের লড়াইয়ে জয় লাভ করতে পারেন নি। পারেন নি বিতাড়িত শয়তানকে পরাজিত করতে। তাই আসুন, আজ থেকে আমরা নিয়ত করি, দ্বীনের ছোট বড় যে কোন কাজ একমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই করব। নিজস্ব স্বার্থ উদ্ধার অথবা অপরের কাছ থেকে প্রশংসা কুড়াবার জন্য করব না।

হাদিসে কুদসীতে আছে, কেয়ামতের দিন সর্ব প্রথম যেসব লোকদের বিচার করা হবে তম্মধ্যে একজন হবেন শহীদ (যিনি আল্লাহর রাস্তায় জীবন বিলিয়ে দিয়েছেন) আল্লাহ পাক তাকে ডেকে স্বীয় প্রদত্ত যাবতীয় নেয়ামতের কথা স্মরণ করাবেন। সে উহা চিনে নিবে এবং স্বীকার করবে। অতঃপর আল্লাহ পাক তাকে বলবেন, তুমি ঐসব নিয়ামতের প্রতিদানে কি কাজ করেছ?

সে বলবে, আমি আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং শেষ পর্যন্ত নিজের জীবনটা আপনার রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছি। আল্লাহ পাক বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি তো এজন্য জিহাদ করেছিলে যে, লোকে তোমাকে বীর বাহাদুর বলবে, সাহসী বলে আখ্যা দিবে। আর তা তো তোমাকে বলাই হয়েছে। তারপর তাকে আদেশ শুনানো হবে এবং টেনে হেঁচড়ে অধমুখী করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

www.smfoundationbd.com

দ্বিতীয়তঃ বিচার হবে ঐ আলেমের যিনি এলেম শিখেছিলেন, অপরকে শিখিয়েছিলেন এবং কুরআন পাক পড়েছিলেন। তাকে ডেকে তার উপর প্রদত্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করানো হবে। তিনিও উহা স্বীকার করবেন।

তারপর আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এসব নিয়ামতের পরিবর্তে তুমি কি আমল করেছ? তিনি উত্তরে বলবেন, আপনার রাযী খুশির জন্য আমি নিজে এলেম শিক্ষা করেছি ও অপরকে শিক্ষা দিয়েছ। তদুপরি আপনার সন্তুষ্টি লাভের আশায় কালামে পাকও হাসিল করেছি।

তখন আল্লাহ পাক বলবেন, মিথ্যা কথা। তুমি তো এলেম এজন্যে শিখেছিলে যে, লোকে তোমাকে আলেম বলবে, আর কালামে পাক এজন্য হাসিল করেছিলে যে, লোকে তোমাকে ক্বারী বলবে। সুতরাং সেই মাকসুদ তো পূর্ণ হয়েছে। অতঃপর তাকে ফরমানে এলাহী শুনানো হবে এবং তাকেও নিম্নমুখী করে টেনে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয়তঃ বিচার হবে ঐ সম্পদশালীর, যাকে আল্লাহ পাক অগাধ ধন সম্পদের মালিক বানিয়েছেন। তাকেও আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করে নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হবে। সেও উহা স্বীকার করে নিবে।

আল্লাহ পাক পূর্বোক্ত দু'জনের ন্যায় তাকেও প্রশ্ন করবেন- ঐসব নিয়ামতের প্রতিদানে তুমি কি আমল করেছ?

জবাবে সে বলবে, হে খোদায়ে পাক! আপনার পছন্দনীয় এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে আমি দান করি নি। এসব দানের বেলায় বিন্দুমাত্রও ত্রুটি করি নি আমি।

তার কথা শেষ হওয়ার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলবেন, মিথ্যাবাদী! ঐসব তুমি এজন্যেই করেছিলে যে, লোকে তোমাকে দাতা বলবে, দানবীর বলে আখ্যায়িত করবে। তা তো বলাই হয়েছে। অতঃপর তাকেও নির্দেশ মোতাবেক সজোরে টেনে জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম, নাসায়ী, আহমদ)

মুহতারাম ভাই ও বোনেরা! ইসলামী শরীয়তে ইসলাহে নিয়ত তথা নিয়ত দুরস্ত করার গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা নিয়ত দুরস্ত না হলে কোন আমলই আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। জান দিয়ে, মাল খরচ করে

www.smfoundationbd.com

এমনকি আলেম হওয়ার মতো মহামর্যাদা লাভ করার পরও কেবল এখলাসের অভাবে জাহান্নামের প্রজ্জ্বলিত আগুনে জ্বলে পুড়ে ছারখার হতে হবে। লক্ষ রাকাত নামাজ পড়ে, হাজার হাজার রোযা রেখেও কোন সাওয়াব বা প্রতিদান আল্লাহর পক্ষ থেকে পাওয়া যাবে না।

পাঠকবৃন্দ! নিয়ত দুরস্ত করার মানে হল, প্রথমত কাজের পূর্বে উদ্দেশ্য ঠিক করা অর্থাৎ এ কাজটি আমি কেন কি উদ্দেশ্যে করছি তা নির্ধারণ করে নেওয়া। গাফলত বা অবহেলার সাথে লক্ষ্যহীন অবস্থায় কোন কাজ না করা। আর দ্বিতীয়তঃ উদ্দেশ্য স্থির হওয়ার পর তাকে আল্লাহর ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্ধারিত কষ্টি পাথরে ঘষে দেখা যে, এর দ্বারা তারা সন্তুষ্ট হবেন ,না অসন্তুষ্ট। এক কথায়, কাজটি হতে হবে আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পছন্দসই কাজ এবং তা করতে হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই। অন্যথায় আমাদের যাবতীয় চেষ্টা বিফলে যেতে বাধ্য। এ প্রসঙ্গে আরেকটি জরুরি কথা হল, ইসলামী শরীয়তে যে সব কাজ মোবাহ বা জায়েজ রাখা হয়েছে, যদি সেগুলোও ভাল নিয়তে পালন করা যায় তবে তাতেও সওয়াব লাভ হবে এবং তা ইবাদত হিসেবে গন্য হবে।

যেমন মনে করুন, ঘর নির্মাণ করে তাতে জানালা রাখার ব্যাপারে শরীয়তের কোন বিধি নিষেধ নেই। এটি একটি জায়েজ কাজ। সুতরাং কেউ যদি কোন নিয়ত না করে কেবলই বাতাস ও আলো আসার জন্য জানালা রাখে তবে উহা একটি মুবাহ ও জায়েজ কাজ হবে। এতে সওয়াব গোনাহ কিছুই হবে না।

কিন্তু এই জানালা রাখার সময় কেউ যদি এই নিয়ত করে নেয় যে, ঘরে অবস্থানকালে আমি জানালা পথ দিয়ে আযানের আওয়াজ শুনে মসজিদে যাব, এই জানালার আলোতে বসে আমি কুরআন হাদীস বা ধর্মীয় বই পুস্তক পাঠ করব তবে অবশ্যই এর দ্বারা সে বহু সওয়াব অর্জন করতে পারবে। অথচ এই নিয়ত করার কারণে তার আলো বাতাস কোনটাই বন্ধ হবে না।

ইমাম গাজালী (রহ.) নিয়তের বিষয়টিকে আরো পরিষ্কাররূপে বুঝানোর জন্য একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। তিনি বলেন, যদি কেউ শুধু উপভোগ ও সুন্দর পরিপাটির অংশ হিসেবে সুগন্ধি ব্যবহার করে তবে তা একটি মুবাহ কাজ হবে। এর দ্বারা না কোন গোনাহ হবে, না কোন সওয়াব পাওয়া যাবে। আর যদি কেউ নিজের বড়ত্ব ও অহংকার প্রদর্শনের

www.smfoundationbd.com

জন্য কিংবা পরপুরুষ বা পরনারীকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য সুগন্ধি ব্যবহার করে তবে এরূপ নিয়তের কারণে অবশ্যই সে গোনাহ্গার হবে। সাওয়াব পাওয়ার তো প্রশ্নই উঠে না।

আর যদি কেউ সুন্নত পালনের উদ্দেশ্য নিজের মন মস্তিস্ককে প্রফুল্ল রাখার মানসে, ইবাদত বন্দেগীতে মনোযোগ আনয়নের নিমিত্তে সর্বোপরি আপন দেহের দুর্গন্ধ দ্বারা অপরের যাতে কষ্ট না হয় সেই নিয়তে আতর, সুগন্ধি ইত্যাদি ব্যবহার করে তবে নিঃসন্দেহে উহা বিরাট সাওয়াবের কাজ হবে। এর বিনিময়ে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রাপ্ত হবে মহা পুরস্কার।

উপরের আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, শুধু নিয়তের কারণে একই কাজ কোন সময় পুণ্যহীন, কোন সময় পাপ আবার কোন সময় এর দ্বারা অপরিসীম সাওয়াব লাভ হয়। তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত প্রত্যেকটি কাজ করার পূর্বে স্মরণ করে করে নিয়তকে উত্তমরূপে ঠিকঠাক করা অতঃপর সেই কাজে হাত দেওয়া। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের তাওফিক দাও। আমিন।

[বিঃ দ্রঃ কোন কাজে কিরূপ নিয়ত করতে হবে তা জানার জন্য আল ইসহাক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত ফাযায়েলে নিয়ত ও নিয়ত করার তরীকা বইটি সংগ্রহ করা যেতে পারে।]

(অনুরূপ আরেকটি ঘটনার জন্য দেখুন সিরিজ-৬ পৃষ্ঠা-৯৭)

পাঁচ কাজ করলে আল্লাহর ওলী হওয়া যায়

১. আল্লাহওয়ালাদের সোহ্বত অবলম্বন করা।

২. সকল প্রকার জাহেরী ও বাতেনী গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা।

৩. গুনাহের উপকরণ থেকে দূরে থাকা।

৪. কোন আল্লাহওয়ালার পরামর্শ অনুযায়ী দৈনন্দিন কিছু যিকির করা।

৫. সকল কাজ সুন্নত মোতাবেক করা।

—আরেফ বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার সাহেব (দাঃবাঃ)

সূত্র ঃ ফাযায়েলে আমাল, ইহইয়াউ উলুমিদ্দীন

www.smfoundationbd.com

ভাল কাজের শুভ ফল

একজন সৎ লোক। অত্যন্ত খোদাভীরু। বছরের অধিকাংশ সময় রোজা রাখেন। রাতের শেষভাগে উঠে তাহাজ্জুদ পড়েন। সবার সাথে হাসিমুখে কথা বলেন। যথাসাধ্য মানুষের উপকার করার চেষ্টা করেন। বিপদে আপদে সাহায্য করেন। অপরের ব্যথায় ব্যথিত হন। এমনকি কোন জানোয়ারও যদি মসিবতে পতিত হয়, তবে তাও দূর করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যান। অন্যের উপকার করার প্রশ্নে আপন কর্মের পরিণতির কথাও চিন্তা করার সুযোগ পান না তিনি।

লোকটির নাম আবুল হামীর। শিকারের প্রতি তাঁর ছিল প্রচন্ড ঝোঁক। এ উদ্দেশ্যে প্রায়ই তিনি জঙ্গলে যান। তারপর স্বীয় অস্ত্রপাতি দিয়ে বিভিন্ন কৌশলে শিকার ধরে বাড়ি নিয়ে আসেন। এমন কখনোই হয় নি যে, তিনি শিকার ধরতে জঙ্গলে গেছেন, অথচ কিছু না নিয়ে খালি হাতে বাড়ি ফিরেছেন।

অভ্যাস মত একদিন তিনি শিকার ধরার উদ্দেশ্যে জঙ্গলে গেলেন। সেখানে গিয়ে শিকার তালাশ করতে লাগলেন। তাঁর সম্পূর্ণ মনোযোগ তখন শিকার খোঁজার প্রতিই নিবদ্ধ ছিল। কিন্তু হঠাৎ একটি সাপ সামনে পড়ায় তার মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সাপটি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে মানুষের মতোই সুন্দর করে কথা বলতে লাগল।

সাপটি বলল, ওহে আবুল হামীর! আল্লাহর ওয়াস্তে আমার প্রতি একটু দয়া কর। আল্লাহ তোমাকে দয়া করবেন।

সাপের মুখে কথা শুনে তিনি বিস্মিত হলেন। মনে মনে বললেন, সাপ

আবার কথা শিখল কবে থেকে? তিনি সাপ দেখে ভিতরে ভিতরে আতংকিত হলেও মুখে তা প্রকাশ না করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এমন কি বিপদে পড়েছ যে, আমার দয়া ও সাহায্য তোমার প্রয়োজন?

সাপটি বলল, আমার প্রাণঘাতি শত্রু আমাকে তাড়া করে ফিরছে। দেরি হলে এখুনি সে আমাকে ধরে হত্যা করে ফেলবে।

আবুল হামীর বললেন, তুমি কার উম্মত? সাপ উত্তরে বলল, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত।

সাপের কথায় আবুল হামীরের কোমল হৃদয় আরো কোমল হল। উহার ব্যথা কাতর কণ্ঠস্বর তার হৃদয়ে শক্তভাবে আঘাত হানল। মনে মনে বললেন, বিপদগ্রস্তের বিপদে সাহায্য করাই তো আমার কাজ। সুতরাং আল্লাহর এক সৃষ্টির আমার দ্বারা যদি কিছুটা হলেও উপকার হয় তাতে ক্ষতি কি?

এসব কথা ভাবতে ভাবতে পরিণামের কথা চিন্তা করার সুযোগ পেলেন না তিনি। সাপটিকে লুকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে সাথে সাথে তিনি স্বীয় চাদর বিছিয়ে দিয়ে বললেন- এর ভিতর প্রবেশ কর।

সাপটি বলল, শত্রু তো এর মধ্যে আমাকে দেখে ফেলবে।

ঃ আমি যা বলি তা শোন। তুমি আমার চাদরের ভিতর নির্ভয়ে প্রবেশ কর এবং আমার বুক বরাবর এসে পেঁচিয়ে বসে থাক।

ঃ আমার খুব ভয় হচ্ছে। মনে হয় শত্রু আমাকে এখানেও দেখে ফেলবে।

ঃ তাহলে আমি কি করতে পারি তুমিই বল।

ঃ আপনি যদি আমার মঙ্গলই কামনা করেন তবে দয়া করে আপনার মুখ খানা হা করুন। আমি সেখান দিয়ে প্রবেশ করে আপনার পেটের মধ্যে অল্পক্ষণের জন্য আত্মগোপন করে থাকব।

ঃ এবার তো তুমি আমাকে কঠিন পরীক্ষায় ফেললে। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া যদিও আমি কোন কিছুকে ভয় পাইনা তথাপি তোমার এ প্রস্তাবে আমার কেমন যেন ভয় হচ্ছে। আমার আশংকা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাকে ধ্বংস করে ফেল কি-না।

ঃ আমি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, সমস্ত ফিরিশতা এবং আকাশের সমুদয় বাসিন্দাদের সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনার কোনই ক্ষতি করব না। শত্রু চলে যাওয়ার পরপরই আমি বের হয়ে যাব।

www.smfoundationbd.com

ঃ ঠিক আছে। তবে তাই হোক।

এ বলে আবুল হামীর মুখ খুলে দিলেন। সাপটি ধীরে ধীরে মুখের ভিতর প্রবেশ করে পেটে চলে গেল।

অল্প কিছুক্ষণ পর একজন লোক তরবারি হাতে দৌড়ে এসে আবুল হামীরকে দেখে থমকে দাড়াল। বলল, আপনি কি একটি সাপকে এদিকে যেতে দেখেছেন?

আবুল হামীর বললেন, না, আমি তো কোন সাপ এখানে দেখিনি। উল্লেখ্য যে, আবুল হামীর যেখানে দাঁড়িয়ে লোকটির সাথে কথা বলছিলেন সেখানে সত্যিই তিনি সাপ দেখেন নি। কেননা, যে স্থানে তাঁর পেটের ভিতর সাপটি প্রবেশ করেছিল সেখান থেকে ইতোমধ্যেই তিনি সরে গিয়ে একটু দূরে অবস্থান করছিলেন। যাতে তার কথাটা মিথ্যে না হয়।

সাপের খোঁজ না পেয়ে লোকটি চলে গেল। আবুল হামীর আপন স্থানে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবছিলেন। খানিক পর সাপটি মাথা বের করে বলল, জনাব! একটু দেখুন তো, আমার শত্রু দৃষ্টিগোচর হয় কিনা? আবুল হামীর বললেন, না, তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। মনে হয় এতক্ষণে সে অনেক দূর চলে গেছে।

ঃ সত্যিই সে অনেক দূর চলে গেছে?

ঃ হ্যাঁ, সত্যিই। সে আর আমার দৃষ্টি সীমার মধ্যে নেই। তুমি এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ। সুতরাং দেরি না করে তাড়াতাড়ি বের হয়ে চলে এসো।

পেট থেকে বের হয়ে আসার প্রস্তাবে সাপটি যে জবাব দিল, তাতে আবুল হামীরের চোখ দুটো ছানাবড়া হয়ে গেল। তার অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। মনে মনে বললেন, উপকারের বদলা কি তবে এই?

সাপটি বলল, হে আবুল হামীর! আমি এবার তোমার নিকট দুটি প্রস্তাব করব। পছন্দ মতো তুমি যে কোন একটি বেছে নিবে।

ঃ প্রস্তাব দুটি কি? আবুল হামীর জানতে চাইলেন।

ঃ আমি দু'স্থানে ছোবল দেওয়া পছন্দ করি। একটি হল কলিজা আর অপরটি হল হৃদপিন্ড। এখন তুমিই বল কোনটি তোমার পছন্দ।

ঃ এ কি বলছ তুমি!

www.smfoundationbd.com

ঃ হ্যাঁ, আমি যা বলছি ঠিকই বলছি। তুমি বললে তোমার কলিজাকে টুকরো টুকরো করে দিতে পারি, অথবা তোমার হৃদপিন্ডকে ঝলসে দিতে পারি। তবে একথা সত্য যে, উভয় অবস্থায়ই তোমার দেহ প্রাণহীন হয়ে যাবে।

ঃ সুবহানাল্লাহ! এই কি তোমার ওয়াদা? আর এই কি তোমার কসমের ফল? তুমি না একটু পূর্বে লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে? যার ফলে তোমাকে আমি আশ্রয় দিয়েছিলাম। উপকারীর প্রতিদান কি তুমি এভাবেই দিতে চাও? এরূপ কথা মুখ দিয়ে বের করতে তোমার কি একটুও লজ্জা হল না?

ঃ আবুল হামীর! আমি তোমার চেয়ে অধিক বোকা কোন লোক এ পৃথিবীতে দেখি নি। তুমি হয়তো আমাকে চিনতে পার নি। তাই আমাকে অনুগ্রহ করতে এসেছ। আমি হলাম বনী আদমের চিরশত্রু- শয়তান। কেন যে তুমি আমার সাথে ভাল আচরণ করলে তা আমার বোধগম্য নয়।

ঃ ওহ! তুমি তাহলে শয়তান? যাক তোমার নিকট আমি শেষ বারের মতো জানতে চাই, তুমি কি আমাকে হত্যা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছ?

ঃ হ্যাঁ, এছাড়া আর কোন উপায় নেই।

ঃ আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমার যখন এ রকমই ইচ্ছা, তাহলে আমাকে ঐ পাহাড় পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ দাও, যাতে মৃত্যুর পর আমার লাশ গড়িয়ে লোকালয়ে যেয়ে পড়তে পারে।

ঃ ঠিক আছে, চল ঐ পর্যন্ত যাই। কিন্তু মনে রেখ, তোমার মৃত্যু নিশ্চিত। কোন শক্তিই তোমাকে আমার হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

আবুল হামীর জীবনের আশা ছেড়ে দিয়ে কম্পিত পদে পাহাড়ের দিকে যেতে লাগলেন। সেখানে যাওয়ার পর কায়মনোবাক্যে তিনি একটি দুআ পাঠ করলেন।

দুআটি বারবার পড়ার পর হঠাৎ একজন সুন্দর সুদর্শন লোক সেখানে আবির্ভূত হলেন। তাঁর দেহ সুগন্ধিযুক্ত ও পোষাক অত্যন্ত মার্জিত। তিনি আবুল হামীরকে সালাম দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ আপনাকে এতো চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন?

ঃ এক দুশমন আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। এজন্যেই আমি এতো চিন্তিত।

www.smfoundationbd.com

ঃ আপনার দুশমন এখন কোথায়?

ঃ পেটের ভিতর।

ঃ পেটের ভিতর দুশমন!

ঃ হ্যাঁ, পেটের ভিতর থেকেই সে আমাকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়েছে। আমি তার উপকার করেছিলাম। আর সেই উপকারের বদলা সে এভাবেই দিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

ঃ সে তো তাহলে বিশ্বাসঘাতক ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী।

ঃ হ্যাঁ, অবশ্যই। এমনটি আমি জীবনেও দেখি নি।

ঃ সে আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে যে পাপ করেছে, তার শাস্তি তাকে অবশ্যই পেতে হবে। আপনি এক কাজ করুন। মেহেরবানি করে মুখটি একটু খুলুন।

আবুল হামীর মুখ খুলে দিলেন। সাথে সাথে লোকটি যাইতুন পাতার মতো একটি পাতা তার মুখে দিয়ে বললেন, ইহা চিবিয়ে গিলে ফেলুন।

আবুল হামীর নির্দেশ পালন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তার পেটে পাক খেতে শুরু করল এবং সাপটি খন্ড বিখন্ড হয়ে পিছনের রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে এল। এতে তার অন্তরে যে ভয় ভীতি ছিল তা একেবারে দূরীভূত হয়ে গেল।

এবার আবুল হামীর লোকটিকে সম্বোধন করে বলল- ভাই! আপনার পরিচয় কি? আমার এ বিপদের সময় কোত্থেকে আপনি আসলেন? আপনার উসিলায় আল্লাহপাক আমাকে খুবই অনুগ্রহ করেছেন। মুক্তি দিয়েছেন সীমাহীন পেরেশানি থেকে। তাই দয়া করে বলুন- আপনি কে?

লোকটি মুচকি হেসে বললেন, আপনি কি সত্যিই আমাকে চিনতে পারেন নি?

আবুল হামীর বললেন, না ভাই, খোদার কসম, সত্যিই আপনাকে চিনতে পারি নি।

লোকটি বললেন- আমার নাম মারুফ। আমি চতুর্থ আসমানের ফিরিশতা। আপনি যখন চরম বিপদে নিপতিত হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে মহান আল্লাহর দরবারে কাতর স্বরে প্রার্থনা করছিলেন, তখন সাত আসমানের সকল ফিরিশতা আপনার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্যের

www.smfoundationbd.com

ফরিয়াদ করছিল। তখন আল্লাহ পাক বলেছিলেন, আমার বড়ত্ব ও মহত্বের কসম! আমার বান্দার সহিত যে আচরণ করা হয়েছে, তার সবই আমি দেখেছি। আমি অবশ্যই তাকে সাহায্য করব।

অতঃপর আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ দিয়ে বললেন, মারুফ! তুমি বেহেশত থেকে তুবা গাছের একটি পাতা নিয়ে আমার বান্দা আবুল হামীরের কাছে চলে যাও। অতঃপর উহা তাঁকে খাইয়ে দাও।

আমি সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর হুকুম পালন করলাম। এরপর কি হল তা তো আপনি স্বচক্ষেই দেখলেন।

ফিরিশতার কথা শেষ হলে আবুল হামীর এত বড় অনুগ্রহের জন্য মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন। তারপর ফিরিশতাকে বললেন, আমাকে একটু নসিহত করুন। ফিরিশতা বললেন, সর্বদা লোকদের সাথে সদ্ব্যবহার করবেন। মন্দ আচরণের ধারে কাছেও যাবেন না। মনে রাখবেন নেক কাজ পাপের কারণে আগত বিপদ আপদ থেকে মানুষকে হিফাযত করে। যিনি নেককার, পরহেযগার তার সম্মান ও মূল্যায়ন অনেক সময় লোকেরা না করলেও মহামহিম আল্লাহ ঠিকই করেন।

সম্মানিত পাঠক-পাঠিকা! নেক কাজ ও উত্তম আমল যে বিপদ আপদ ও মসিবত থেকে মানুষকে হেফাযত করে এর হাজারো নজির রয়েছে। তাই আসুন, আজ থেকে আমরা নেক কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করি। মানুষের উপকার করি। সর্বদা সবার সাথে উত্তম ব্যবহার করি। হাসি মুখে কথা বলি। ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে মুয়াক্কাদার পাশাপাশি নফল ইবাদতের প্রতিও যত্নবান হই। নিয়মিত ইশরাক, আউয়াবিন ও তাহাজ্জুদের পাবন্দি করি। প্রত্যহ কুরআন তিলাওয়াত করি। এক কথায় রাসূলুল্লাহ (সা.) ও হযরত সাহাবায়ে কেরামের রঙে রঙিন হই। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের তাওফিক দাও। আমিন।

(এ ধরণের আরও কয়েকটি ঘটনা জানার জন্য দেখুন- ৪ঃ১৩ ও ৪০ ও ৫০ ও ৯৩)

(সূত্র ঃ হুলিয়াতুল আউলিয়া। সহায়তায় ঃ হায়াতুল হাইওয়ান ৩ঃ৯৪)

www.smfoundationbd.com

একটি বিস্ময়কর মৃত্যু

হযরত শেখ ফরিদউদ্দীন (রহ.) ছিলেন একজন খ্যাতনামা বুযুর্গ। কর্মজীবনের শুরুভাগে তিনি আতরের ব্যবসা করতেন। এ জন্য নামের শেষে আত্তার (আতর ব্যবসায়ী) শব্দটি যুক্ত করে তাকে শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার বলে ডাকা হত। ইতিহাসের সোনালি পাতায় আজো তিনি এ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। তার প্রকৃত নাম মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইব্রাহীম (রহ.)।

হযরত শেখ ফরিদউদ্দীন আত্তার (রহ.) এর প্রচুর অর্থ সম্পদ ছিল। তাঁর আতরের দোকানটি ছিল বেশ বড় ও দেখার মতো। স্তরে স্তরে সাজানো আতরের সুন্দর শিশিগুলো যে কোন দর্শককেই মুগ্ধ করত। দেশী-বিদেশী হরেক রকম আতরের সুগন্ধে চারদিক বিমোহিত হত। ক্ষণিকের মধ্যে জুড়িয়ে যেত সকলের হৃদয়-মন।

হযরত ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.) তখনো দুনিয়ার মায়াজালে আবদ্ধ। অধিক অর্থ উপার্জন ও সহায় সম্পত্তি বাড়ানোর এক প্রবল নেশা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কি করে বেশী বেশী টাকা কামাই করা যায়, কিভাবে আপন এলাকায় শ্রেষ্ঠ ধনী হওয়া যায় দিন রাত ২৪ ঘন্টা তিনি এ চিন্তাই করেন। এ ফিকিরেই থাকেন। মোট কথা, টাকা পয়সার অভাব না থাকলেও আরো ধনী হওয়ার এক অতৃপ্ত ও লাগামহীন বাসনা তাঁর মনে মস্তিষ্কে জেঁকে বসেছিল। লেখাপড়া শেষে কর্ম জীবনে প্রবেশের পর দীর্ঘদিন যাবত এ ভাবেই চলছিল তার বন্ধনহীন জীবন।

www.smfoundationbd.com

একদিনের ঘটনা।

হযরত ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.) আপন দোকানে বসে আছেন। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হল। কোন ক্রেতা দোকানে আসছে না। সময় তার আপন গতিতে বয়ে চলল। ঘন্টার পর ঘন্টা অতিবাহিত হল। কিন্তু না, কোন খরিদদারকেই আজ দেখা যাচ্ছে না। সকলেই বিমুগ্ধ নয়নে একবার দোকানের ভিতর দৃষ্টি নিক্ষেপ করে নিজ নিজ কাজে চলে যাচ্ছে।

হযরত ফরিদ উদ্দীন (রহ.)-এর মন ভারাক্রান্ত হল। তিনি মনে মনে বললেন, অন্যান্য দিন এতক্ষণে হাজার টাকার আতর বিক্রি হয়ে যায়। চাহিদা মতো ক্রেতাদের অর্ডার সাপ্লাই করতে করতে হাঁপিয়ে উঠি। এদিক সেদিক তাকানোর ফুরসতও পাই না। কিন্তু আজ? আজ তো একটি ক্রেতাকেও এদিকে আসতে দেখলাম না। এভাবে চলতে থাকলে আমার ক্যাশে তো আজ একটি পয়সাও .....।

তাঁর চিন্তা এখনো শেষ হয় নি। ঠিক এমন সময় বিশাল দেহাকৃতির একজন দরবেশ দোকানে প্রবেশ করল। দরবেশকে দেখে হযরত ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.) এর চিন্তায় ছেদ পড়ল। তিনি দেখলেন, দরবেশ দোকানে প্রবেশ করেই এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন তালাশ করছেন। কখনো এ শিশির দিকে আবার কখনো ও শিশির দিকে তাকাচ্ছেন। কিন্তু মুখে কিছুই বলছেন না। দীর্ঘক্ষণ বারবার এভাবে তাকানোর পর হযরত ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.) একটু বিরক্তির ভাব নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ ভাই! আপনি কি দেখছেন এবং কি তালাশ করছেন?

ঃ না, কিছুই তালাশ করছি না। এমনিতেই দেখছি। দরবেশের নিরুত্তাপ জবাব।

ঃ ভাব দেখে তো মনে হচ্ছে আপনি নিশ্চয় কিছু খোঁজ করছেন।

ঃ জনাব! আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমি কিছুই খোঁজ করছি না। খোঁজ করার কোন প্রয়োজনও আমার নেই।

ঃ তবে কি আপনি কিছু ক্রয়ের ইচ্ছা করছেন?

ঃ না, তাও নয়।

হযরত ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর শেষ প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত জবাব দিয়ে দরবেশ পুনরায় আলমারীতে রক্ষিত চিত্তাকর্ষক শিশিগুলোর দিকে

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন। তন্ময় হয়ে দেখছেন তিনি। যেন সে দেখার শেষ নেই।

এখনো পর্যন্ত একটি পয়সার আতর বিক্রি না হওয়ায় এমনিতেই হযরত ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.)-এর মনটি ভাল নেই। তদুপরি কোথাকার এ দরবেশের অপ্রত্যাশিত যন্ত্রণা তার হৃদয়-মনকে আরো ভারাক্রান্ত করে তুলল। মনে হল, দরবেশের প্রতিটি দৃষ্টি যেন তার শরীরে তীরের ফলার মত বিঁধছে। গোটা দেহ যেন শির শির করে উঠছে।

এবার ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.) ক্রোধ মিশ্রিত কণ্ঠে বললেন-

ঃ জনাব! আপনার কি অন্য কোনো কাজ নেই?

ঃ কাজ তো অবশ্যই আছে। তবে.....

ঃ তবে আবার কি? কাজ থাকলে সময় নষ্ট না করে আপন কাজে চলে যান। এতেই আপনার কল্যাণ।

ঃ আপনি আমার কল্যাণের চিন্তা করছেন! আমিও তো আপনার কল্যাণ কামনা করি।

ঃ আমার কল্যাণ আপনাকে চাইতে হবে না। দরবেশ সাহেব! এত পেঁচাপেঁচি না করে আপনার আগমনের মূল কারণটি খুলে বলবেন কি? কেনইবা আপনি শিশিগুলোর দিকে এভাবে গভীর দৃষ্টিতে তাকাচ্ছেন?

ঃ আমি শিশিগুলোর দিকে বার বার তাকিয়ে এ ব্যাপারটিই চিন্তা করছি যে, আপনি কিভাবে মরবেন এবং আপনার প্রাণ পাখি কিভাবে বের হবে?

ঃ বুঝলাম না আপনার কথা।

ঃ বুঝলেন না? আমি বলতে চাচ্ছি আপনার মন-প্রাণ সব এখন শিশির ভিতর আবদ্ধ। আপনি এখন চিন্তা-চেতনা, শক্তি-সামর্থ্য সবই ব্যবসা ও জাগতিক উন্নতির পেছনে খরচ করছেন। কিভাবে কোটিপতি হবেন, কিভাবে অঢেল সম্পত্তির মালিক হবেন –এ চিন্তায়ই সর্বদা বিভোর থাকেন। দুনিয়ার মহব্বত ও ভালবাসা আপনার হৃদয়ের প্রতিটি তন্ত্রীতে একাকার হয়ে মিশে গেছে। আখেরাতের সুখ-শান্তি ও জাহান্নাম থেকে বাঁচার কোন ফিকির আপনার মধ্যে নেই। সুতরাং আমার ভয় হচ্ছে কিভাবে আপনি দুনিয়ার মায়া-মমতা ত্যাগ করে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন!

দরবেশের এ কথাগুলো হযরত ফরিদউদ্দীন আত্তার (রহ.) এর

www.smfoundationbd.com

মনঃপুত হল না। কারণ তখনো তিনি একজন দুনিয়া প্রেমিক ব্যবসায়ী ছিলেন। তাই তিনি ক্ষুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন-

ঃ ভাই! আপনি আমার প্রাণ বিয়োগের চিন্তা করছেন? আমার প্রাণ বিয়োগ নিয়ে আপনার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। বরং আপনি কিভাবে মরবেন সেই চিন্তায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখুন। মনে রাখবেন, আপনার প্রাণ যেভাবে বের হবে, আমার প্রাণও সেভাবেই বের হবে।

ঃ জনাব! এ মুহূর্তে মৃত্যু হলেও আমার কোন সমস্যা নেই। কারণ আমি মুক্ত, স্বাধীন। আমার কোন চিন্তা নেই। আমার না দোকানের ঝামেলা আছে, না ব্যবসার ঝঞ্ঝাট আছে। আমার কোন সম্পদ নেই। নেই টাকা পয়সা ও বিত্ত-বিভবের প্রতি কোনরূপ আকর্ষণ। ভাই! আপনি বলেছেন আমার মৃত্যু যেভাবে হবে আপনার মৃত্যুও সেভাবে হবে। কথাটি যেন ঠিক থাকে।

এ বলে তিনি কাঁধের ঝুলিটি মাথার নিচে রেখে জমিনে শুয়ে পড়লেন। তারপর উচ্চস্বরে কালিমায়ে শাহাদাত পড়তে লাগলেন। যার অর্থ হল-

"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। আমি আরোও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।"

কালেমা শেষ হওয়ার সাথে সাথে তার চোখ দুটো আস্তে করে বন্ধ হল। ঠোঁট দুখানা মৃদু কেঁপে উঠল। তারপর নীরব হয়ে গেল চিরদিনের মত।

মৃত্যুর এ বিস্ময়কর দৃশ্যটি হযরত ফরিদউদ্দীন আত্তার (রহ.) এর হৃদয়ে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তাঁর বুক থরথর করে কেঁপে উঠে। শিউরে উঠে তাঁর শরীর। বিবর্ণ হয়ে উঠে মুখমন্ডল। তিনি নির্বাক। বিস্ময়ে স্তম্ভিত- এ যে কল্পনার অতীত!

দরবেশের মৃত্যুর পর অনেকক্ষণ যাবত তিনি চিন্তার অথৈ সাগরে হাবুডুবু খেতে থাকেন। ভাবেন, সত্যিই তো আমি দুনিয়ার মোহে আবদ্ধ হয়ে আছি। দিবা-নিশি কেবল কাজ কারবারে মগ্ন আছি। সারাক্ষণ শুধু টাকা পয়সা আর অর্থ সম্পদ বাড়ানোর ফিকিরে আছি। সেই সকালে সামান্য নাস্তা খেয়ে দোকানে আসি, আবার রাত ১১টা ১২টায় বাসায় ফিরি। জিকির তিলাওয়াত করার সুযোগ পাই না। ইশরাক, আউয়াবিন আর তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা, মসজিদে গিয়ে ফরজ নামাজটুকু আদায়

www.smfoundationbd.com

করারও অবসর পাই না। জীবনে টাকা-পয়সা তো অনেক কামাই করলাম। নিশাপুর এলাকার বড় কয়েকজন ঐশ্বর্যশালীদের মধ্যে আমিও একজন। কিন্তু এত বিশাল সম্পত্তির মালিক হয়ে আমার লাভটা কি হল? যখন এত কিছু ছিল না, ছিল না অর্থ কড়ির এত ছড়াছড়ি তখন তো একটু আরাম করে ঘুমুতে পারতাম। দু'মুঠো খাবার খেতে পারতাম পরম শান্তির সাথে। কিন্তু এখন! এখন তো ঠিকমত খাওয়া-দাওয়ার সুযোগ পাই না। ঘুমানোর অবসর হয় না। উপরন্ত মৃত্যুর সাথে সাথে এসব সহায় সম্পত্তি সবকিছু ফেলে খালি হাতে আমাকে কবরে চলে যেতে হবে। স্ত্রী-পুত্র আত্মীয় স্বজন ২/৪ মাস হয়তো স্মরণ রাখবে। এরপর তারাও আমাকে ভুলে যাবে। কেউ আমার কথা স্মরণ করারও সুযোগ পাবে না। হ্যাঁ, নিশ্চয় আমি ভুলের মধ্যে আছি।

এতটুকু চিন্তা করে হযরত ফরিদ উদ্দীন আত্তার (রহ.) দরবেশের নিরব নিথর চেহারার দিকে তন্দ্রাচ্ছন্নের মত তাকিয়ে থাকেন। দু'চোখে তাঁর অপলক চাহনি। নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা বুঝা যাচ্ছে না। তিনি দেখলেন একটি স্বর্গীয় হাসির আভা ফুটে উঠেছে দরবেশের সমস্ত মুখমন্ডল জুড়ে। মনে হয় একজন জীবন্ত মানুষ মুচকি হাসছে।

দরবেশের এই হাস্যোজ্জ্বল দীপ্তিময় মুখ পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে আবার তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হলেন। এবার ভাবতে লাগলেন পরকাল নিয়ে, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন নিয়ে- দুনিয়ার জীবন নিয়ে নয়। এ সময় কেমন যেন বিহবল মনে হচ্ছিল তাঁকে। ললাটে ফুটে উঠেছিল গভীর চিন্তার রেখা। সমস্ত মুখ ছেয়ে ফেলেছিল দুশ্চিন্তার এক কালো ছায়া। তিনি ভাবলেন, আমি গোটা জীবন শুধু দুনিয়ার পিছনে দৌড়ালাম। কিন্তু মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবন নিয়ে তো কোন দিন ভাবলাম না। সুখ-দুঃখ যে অবস্থায়ই থাকি না কেন, এ জীবন তো একদিন শেষ হয়েই যাবে। কেউ আমাকে রাখতে পারবে না। কিন্তু যেখানে আমাকে চিরকাল থাকতে হবে, যে জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই, আদি আছে অন্ত নেই, সে জীবনের জন্য তো কিছুই করলাম না। অথচ আল্লাহর এ বান্দা কতই না নির্ভেজাল অবস্থায় এ ধরা থেকে বিদায় নিলেন। কত সুন্দর করে হাসতে হাসতে পরপারে পাড়ি জমালেন। তাঁর কালেমা পাঠের সুমধুর আওয়াজ যেন এখনো আমার কানে ঝংকৃত হচ্ছে। ওহ, কত সুন্দর তার জীবন! কত চমৎকার তাঁর মরণ!

দরবেশ! ধন্যবাদ তোমাকে। মোবারকবাদ তোমাকে। হৃদয়ের গভীর

www.smfoundationbd.com

থেকে উৎসারিত সশ্রদ্ধ সালাম তুমি গ্রহণ কর.। কারণ তুমি আজ ফরিদ উদ্দীনের হৃদয় কপাট খুলে দিলে। নিজে মরে গিয়ে তাকে দেখালে এমন এক পথ, যে পথের সন্ধান ফরিদ উদ্দীন এতদিন পায় নি। দরবেশ! সুখি হও তুমি। সুখময় হউক তোমার অনন্ত জীবন।

মোট কথা, এ আকস্মিক ও আশ্চর্যজনক মৃত্যু হযরত ফরিদ উদ্দীনের অন্তরে এমনই তোলপাড় সৃষ্টি করল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ দরবেশের কাফন দাফন সমাধা করে জীবনের গতিপথ পাল্টে ফেললেন। নিজের যাবতীয় অর্থকড়ি মানুষকে বিলিবন্টন এবং বিশাল কায়কারবার অন্যদের হাতে সোপর্দ করে পরকালের পাথেয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়লেন। অবশেষে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত বুযুর্গের সান্নিধ্যে থেকে তরিকত ও মারেফাতের শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে জগজ্জোড়া খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হলেন।

প্রিয় ভাই ও বোনেরা! দরবেশের এ মৃত্যু যদিও আমরা স্বচক্ষে দেখি নি, তথাপি এরূপ একটি মৃত্যুর কথা কল্পনা করে আমরাও কি পারি না দুনিয়ার ব্যস্ততা কিছুটা কমিয়ে আখেরাতের পাথেয় সংগ্রহের চেষ্টা করতে? পারি না দিবারাত্রির ২৪ ঘন্টা সময়কে কয়েকটা ভাগে বন্টন করে কমপক্ষে একটি ভাগ কেবল পরকালের পুঁজি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকতে? হ্যাঁ পারি। অবশ্যই পারি। এটা মোটেও কোন কঠিন কাজ নয়। এ জন্য প্রয়োজন শুধু আপনার দৃঢ় সংকল্প ও আন্তরিক প্রচেষ্টা। আর এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আপনি গুরুত্বের সাথে নিম্ন বর্ণিত কাজগুলো করতে পারেন।

<u>প্রথম কাজ ঃ</u> প্রতি মাসে ৩ দিন সময় যে কোন উপায়ে বের করে তাবলীগ জামাতে লাগিয়ে দিন। একটানা ৩ দিন না পারলে পার্ট টাইম হলেও চলবে। মনে রাখবেন, আপনি যত বেশী তাবলীগ জামাতে সময় দিতে পারবেন আপনার ঈমান ততই মজবুত হতে থাকবে। আর ঈমান মজবুত হলে আমল করা সহজ হবে এটা একটি চিরন্তন সত্য কথা।

<u>দ্বিতীয় কাজ ঃ</u> নিয়মিত সাপ্তাহিক গাশ্‌ত ও দৈনিক ফাযায়েলের তালিমে শরিক হবেন। এতে আপনার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে আমলের আগ্রহ পয়দা হবে।

<u>তৃতীয় কাজ ঃ</u> প্রতিদিন কমপক্ষে ২/৪ পৃষ্ঠা ধর্মীয় বই পুস্তক পাঠ করবেন। এতে ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধি হওয়ার পাশাপাশি ধর্মীয় জীবন যাপনের

www.smfoundationbd.com

স্পৃহাও বাড়বে। উল্লেখ্য যে, আমি "যে গল্পে হৃদয় কাড়ে" (সিরিজ-৫) এর ৩১নং পৃষ্ঠায় ৩৪টি ধর্মীয় বইয়ের নাম দিয়েছিলাম। এখানে আরো কয়েকটি বইয়ের নাম দিলাম। যথা ঃ

৩৫। ফুয়ুযে আকাবির- মাওঃ মুফতি শফীকুল ইসলাম (দাঃ বাঃ)
৩৬। মাজালিসে হাকীমুল উম্মত-মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.)
৩৭। আল্লাহ ওয়ালাদের সুহবত -ডাঃ মাওঃ তকী উদ্দীন নদভী
৩৮। মিনহাজুল আবেদীন- ইমাম গাজালী (রহ.)
৩৯। হক ও বাতিলের চিরন্তন দ্বন্দ্ব- শাহ আহমদ শফী (দাঃ বাঃ)
৪০। জীবন সূর্য ডোবে যখন- মাওঃ মোঃ ইউনুস
৪১। ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ- মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন
৪২। কবরের প্রথম রাত- মাওলানা নুমান আহমদ
৪৩। ফাযায়েলে নিয়ত ও নিয়ত করার তরীকা- মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল্লাহ
৪৪। সৈয়দ আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) জীবন ও কর্ম- মাওঃ মুহাম্মদ সালমান
৪৫। দীপ্ত প্রত্যয়-ডঃ তাহা হুসাইন।
৪৬। অশ্লীলতার সয়লাবে মুসলিম উম্মাহ- মাওলানা মুহাম্মদ নেয়ামত উল্লাহ
৪৭। ইসলামী তাহযীব-
৪৮। মজনু দরবেশ- মোঃ আসাদুজ্জামান
৪৯। বিচিত্র সৃষ্টির মাঝে আমি আল্লাহকে দেখেছি- মাওলানা শাব্বীর আহমদ শিবলী
৫০। মাওয়ায়েজে সিরাজিয়া- মাওলানা মুহাম্মদ ইকবাল
৫১। ফাযায়েলে আযকার-মাওলানা আব্দুল ওয়াহাব (রহ.)
৫২। টেলিভিশন দেখার ধ্বংসাত্মক পরিণাম-হাফেজ মাওলানা সগীর আহমাদ
৫৩। কাফনের লেখা- অধ্যক্ষ মিন্নাত আলী)

<u>চতুর্থ কাজ ঃ</u> কোন হক্কানী পীরের হাতে বাইয়াত হয়ে তার পরামর্শ মোতাবেক চলা।

মুহতারাম পাঠক-পাঠিকা! আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা প্রাথমিকভাবে উপরের কাজগুলো করতে পারি তবে অবশ্যই ধীরে ধীরে আমরা আখেরাত মুখী হতে পারব। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের তাওফিক দাও। আমিন।

(অনুরূপ আরও কয়েকটি ঘটনার জন্য দেখুন- ১ঃ২২, ৩ঃ৪৬, ৬ঃ৩৯ ও ৮৬, ৮ঃ৯১)

সূত্র ঃ ইসলাহী খুতুবাত -আল্লামা তকী উসমানী (দাঃবাঃ)

www.smfoundationbd.com

৬
১৮৭

হৃদয়ের মূল্য

তখন দিল্লীর শাসক ছিলেন বাদশাহ নাসীরুদ্দীন। তিনি ছিলেন ন্যায় পরায়ণ ও খোদাভীরু শাসক। আল্লাহর ভয় তাঁর অন্তরে ছিল সদা জাগ্রত। তাঁর শাসনামলে সরকারি কোষাগারে কোটি কোটি টাকা রক্ষিত ছিল। ছিল সোনা দানা ও হীরা জহরত। তিনি ইচ্ছা করলে এসব অর্থ সম্পদ নিজ প্রয়োজনে খরচ করতে পারতেন। পারতেন মোটা অংকের বেতন নির্ধারণ করতে। কিন্তু কোনটিই তিনি করেন নি। তিনি রাষ্ট্রীয় পয়সাকে যেমন নিজের পয়সা বলে কখনোই ভাবেন নি, তেমনি বেতন অযীফা হিসেবেও এক পয়সা গ্রহণ করেন নি। বরং আজীবন তিনি নিজ হস্তে উপার্জিত পয়সা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ করতেন।

সে সময় ভারতবর্ষে কোন ছাপাখানা ছিল না। ছিল না কম্পিউটারের সাহায্যে সহজে লেখা কম্পোজ করার সর্বাধুনিক ব্যবস্থা। এজন্য কিতাব-পত্র, পুস্তক-পুস্তিকা সবই হাতে লিখতে হত। এতে লেখকদের যেমন কষ্ট হত তেমনি তারা পারিশ্রমিকও পেতেন প্রচুর পরিমাণে। বড় বড় জ্ঞানী ব্যক্তিরাও তখন এ পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।

আরবি এবং উর্দু ভাষায় লেখককে কাতিব বলা হয়। দিল্লির বাদশাহ নাসীরুদ্দীনও ছিলেন একজন দক্ষ কাতিব ও পন্ডিত ব্যক্তি। তিনি আরবি ও ফারসি কিতাবসমূহ নিজ হস্তে লিখে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর চলাফেরা ছিল একেবারেই সাদাসিধে। দরিদ্র ও অসহায় লোকদের মতোই জীবন যাপন করতেন তিনি। সরকারি কোষাগারে হাতের ছোঁয়া পর্যন্ত

www.smfoundationbd.com

লাগাতেন না। উপরন্তু তিনি অত্যন্ত নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। কখনো কারো মনে কষ্ট দেওয়ার কল্পনাও করতে পারতেন না।

একবারের ঘটনা।

বাদশাহ নাসীরুদ্দীন আপন কক্ষে বসে আছেন। কি যেন চিন্তা করছেন আপন মনে। হঠাৎ বাইরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। সেই সাথে সাক্ষাত লাভের সবিনয় প্রার্থনা। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ কে?

ঃ আমি আপনার অমুক সহকর্মী। আপনার সাথে একটু সাক্ষাতের প্রয়োজন।

বাদশাহ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তারপর লোকটিকে স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে এলেন।

আগন্তুক লোকটি বসতেই দেখল, বাদশাহের সামনে তার স্বহস্তে লিখা একটি কিতাব। লোকটি কিতাবখানা হাতে নিল। তারপর কথার ফাঁকে ফাঁকে পাতা উল্টিয়ে একটু একটু পড়তে লাগল। এভাবে অতিবাহিত হল অনেক সময়। এক পর্যায়ে সে কিতাবের মধ্যে কলমী কিছু ভুলের কথা বলে বাদশাহকে সেগুলো শুধরে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করল। বাদশাহ নাসীরুদ্দীন বিলম্ব করলেন না। সাথে সাথে কলম হাতে নিয়ে চিহ্নিত স্থানগুলো সংশোধন করে নিলেন। তাতে লোকটি বেশ খুশি হল। তার চোখ মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সমস্ত হৃদয়জুড়ে বয়ে গেল শান্তির সুবাতাস।

একটু পর। লোকটি আপন কাজ শেষ করে চলে গেল। বাদশাহ নাসীরুদ্দীন আবার হাতে কলম নিলেন। তারপর সেই সংশোধিত স্থানগুলো পূর্বের ন্যায় করে নিলেন।

বাদশাহকে এমনটি করতে দেখে তার উজির যারপর নাই বিস্মিত হলেন। অনেক চিন্তা ভাবনার পরও তিনি বাদশাহের এহেন কর্মের রহস্য উদঘাটন করতে পারলেন না। অবশেষে কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন-

ঃ জাহাপনা! আপনি একি করলেন? তার কথামত সংশোধন করলেন।

www.smfoundationbd.com

সে চলে যাওয়ার পর আবার তা কেটে পূর্বের ন্যায় করে নিলেন।

ঃ তুমি কি কিছুই বুঝতে পার নি?

ঃ না, আমি কিছুই বুঝতে পারি নি। আমার কাছে সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই একটা রহস্য বলে মনে হচ্ছে। দয়া করে এই রহস্যের জট খুলে অধমকে কৌতূহলমুক্ত করার জন্য সবিনয় অনুরোধ করছি।

ঃ উজীর সাহেব! এখানে রহস্যের কিছুই নেই। আসল কথা হল, তার চিহ্নিত স্থানগুলোতে বাস্তবে কোন ভুল ছিল না। কিন্তু যে ব্যক্তি আমার প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে আমার ভুল সম্পর্কে আমাকে অবহিত করে, তার মনে আমি কি করে ব্যথা দেই? তাই প্রকৃত পক্ষে সেখানে কোন ভুল যদিও ছিল না, তবুও তার সন্তুষ্টির জন্যেই আমি এমনটি করেছি।

সম্মানিত পাঠক ভাইগণ! একটু খেয়াল করে দেখেছেন কি বাদশাহ নাসীরুদ্দীন কতটা মহানুভব ছিলেন? একজন মানুষ মনে একটু ব্যথা পেতে পারে কেবল এই আশংকায় তিনি শুদ্ধকে ভুল বানিয়ে আবার শুদ্ধ করে লিখেছেন। অথচ আমরা মানুষের মনে অহরহ কষ্ট দিয়ে চলছি। কখনো চিন্তা করে দেখছি না যে, মানুষের মনে আঘাত দেওয়া, তার মন ভেঙ্গে ফেলা কত ভয়ানক ও জঘন্য পাপ। এক হাদিসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার মুখ ও হাতের অনিষ্ট থেকে মুসলমানগণ নিরাপদে থাকে। অর্থাৎ যার কথাবার্তা ও আচার আচরণ দ্বারা অন্য কেউ কষ্ট পায় না সেই খাঁটি মুসলমান- আল্লাহর প্রিয় বান্দা। তাই আসুন মানব হৃদয়ের মুল্য বুঝি এবং এ মুহূর্ত থেকে পাক্কা এরাদা করি যে, আমি আমার মুখ ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাউকেই কষ্ট দিব না। কাউকে কটু কথা বলব না। গীবত করব না। চোগলখুরী করব না। গালি দিব না। ঝগড়া করব না। কারো উপর জুলুম করব না। বরং সবার সাথে হাসি মুখে সদাচরণ করে যাব।

[এরূপ আরেকটি ঘটনা পাবেন যে গল্পে হৃদয় গলে (১ম খন্ড) পৃষ্ঠা-১১]

সূত্র ঃ মাসিক উমুভ্ (উর্দু)

www.smfoundationbd.com

৭

১৮৮

দুটি হৃদয়স্পর্শী ঘটনা

প্রথম ঘটনা ঃ উপমহাদেশের প্রখ্যাত শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) 'মউত কি ইয়াদ' নামক গ্রন্থে একটি চমৎকার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আমার মনে হয় সর্ব শ্রেণীর মানুষের শিক্ষা গ্রহণের জন্য এই একটি ঘটনাই যথেষ্ট। (হৃদয় গলে সিরিজের পাঠক ভাই-বোনদের জন্য এবার এ ঘটনাটিসহ আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা লিখে দিলাম। আশা করি এ থেকে সকলেই উপকৃত হব।)

অঢেল সম্পদের মালিক এক ধনাঢ্য ব্যক্তি। টাকা-পয়সা, ধন-ঐশ্বর্য কোনো কিছুর অভাব নেই। আরাম আয়েশের এমন কোন বস্তু নেই যা তার সংগ্রহে ছিল না। বিশাল বিত্তশালী হওয়ার কারণে যখন যা মনে চাইত তাই করত সে। দুর্বল লোকেরা তার ভয়ে থর থর করে কাঁপত।

লোকটির চাকর নওকরের যেমন অভাব নেই, তেমনি অভাব নেই বন্ধু-বান্ধবেরও। অবৈধ পয়সা দিয়ে ইতোমধ্যেই সে বেশ কয়েকটি আলীশান প্রাসাদ নির্মাণ করেছে। প্রাসাদের ভিতর বাইরের কারুকার্য সকলকেই মুগ্ধ করে। সর্বশেষ নির্মিত প্রাসাদটি ছিল সবচেয়ে বড় ও অত্যধিক বিলাস বহুল। সম্মুখে রয়েছে জানা অজানা রং বেরংয়ের ফুলের বাগান। এ প্রাসাদটির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণরূপে শেষ করে একদিন সে বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয় স্বজনদের দাওয়াত করল। তৈরি করল নানা রকমের মুখ রোচক খাবার। আর সবশেষে রাখল সুন্দরী কণ্ঠশিল্পীদের নাচ-গানসহ বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আর বিভিন্ন পর্বে দেশী-বিদেশী মদ্য পানের আয়োজন তো আছেই।

নির্ধারিত সময়ে খাওয়া দাওয়া শুরু হল। বিলাসী ধনকুবের স্বর্ণ নির্মিত সিংহাসনে উপবিষ্ট। মনে তার অসীম আত্মতৃপ্তি। অহংকার সীমাহীন। উঁচু সিংহাসনে বসে সবকিছু দেখাশুনা করছে। এক সময় খাওয়া দাওয়ার পালা শেষ হল।

সিংহাসনে বসে আরাম প্রিয় লোকটি একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে তাকায়। তার চোখের ইশারায় চাকর নওকররা নিজ নিজ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে। কেউ তাকে বাতাস করছে। কেউ মেহমানদের খেদমত করছে, আবার কেউ বা তার হাত পা দাবিয়ে দিচ্ছে। এক কথায়, তার ইঙ্গিত আর অঙ্গুলি হেলনে উঠা বসা করছে শত শত আদম সন্তান।

এ চমকপ্রদ দৃশ্য দেখে বিলাসী লোকটির হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়। তার সমস্ত অন্তর জুড়ে বইতে থাকে খুশির বন্যা। গর্বে ফুলে উঠে বুকের পাটা। ভাবে সে, এ জীবনে যত সম্পদ উপার্জন করেছি দীর্ঘকাল যাবত আমার কোন ভাবনারই প্রয়োজন হবে না। ওহ, আমার মতো সম্পদশালী ক'জন আছে!

বিলাস প্রিয় অত্যাচারী লোকটি যখন চরম উদ্ধত ভাব নিয়ে এসব কথা চিন্তা করছিল ঠিক তখনই প্রাসাদের প্রধান ফটকে বিকট এক আওয়াজ হল। এ আওয়াজ উপস্থিত সকলেই শুনতে পেল। কিন্তু খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ করে গৃহকর্তা সহ সবাই এতক্ষণে সুন্দরী ললনাদের সুমধুর কণ্ঠের গান আর নৃত্যের মধ্যে এতটাই বিভোর হয়ে পড়েছিল যে, কোথায় কি আওয়াজ হল সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করার মত মানসিকতা তাদের ছিল না। শুধু প্রহরীদের একজন এগিয়ে গিয়ে দেখল, ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত একজন জীর্ণ শীর্ণ ভিক্ষুক ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রহরী ভিক্ষুককে আচ্ছামত তিরস্কার করে বলল, এতবড় আওয়াজ কেন করলে? তুমি কি জান না যে, আজ এ বাড়িতে বিশেষ অনুষ্ঠান আছে? বহু দূর দূরান্ত থেকে মেহমান এসেছে? ডিস্টার্ব করার অন্য কোন সময় পেলে না বুঝি? যাও! এখুনি এখান থেকে সরে যাও। নইলে অপমান করে তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হব।

প্রহরীর কথায় ভিক্ষুক মোটেও বিরক্ত হল না। সে বিনয়ের সাথে বলল-

ঃ তোমার গৃহকর্তাকে আমার নিকট পাঠিয়ে দাও। তার সাথে আমার কিছু জরুরি কথা আছে।

ভিক্ষুকের কথা শুনে চাকর অবাক না হয়ে পারল না। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে কিছুক্ষণ সে ভিক্ষুকের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বিদ্রূপের হাসি হেসে বলল-

ঃ তুমি কি চেন আমার গৃহকর্তা কে, কি তার পরিচয়? যার হাতের ইশারায় হাজারো লোক উঠা-বসা করে, আর তোমার মতো ভিক্ষুক কিনা এসেছো তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে! হাসি পায় তোমার আচরণে।

এবার শান্ত ভিক্ষুক আরো শান্ত হল। সে প্রহরীর তিরস্কার গায়ে না মেখে আগের মতোই নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল-

ঃ তোমাকে যা বলি তা শোন। আমি তোমার মনিবের সাথে দুটি কথা বলতে চাই- এ সংবাদটুকু তুমি তার কাছে পৌঁছে দাও।

প্রহরী কথা না বাড়িয়ে মনিবের নিকট সংবাদ পৌঁছে দিল। বলল, আপনার সাথে এক ভিক্ষুক সাক্ষাৎ করতে চায়।

এ আনন্দঘন পরিবেশে যে কোন লোকের সাক্ষাৎই বিরক্তকর। তার উপর আবার ভিক্ষুক। সংবাদ শুনে মনিবের রাগ চরমে ওঠে। কঠিন হয়ে ওঠে গোটা মুখমন্ডল। দৃষ্টিতে ঝরে পড়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। তিনি ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় গর্জন করে বলেন, একজন তুচ্ছ ভিক্ষুকের এত বড় স্পর্ধা! মুখের উপর দু'একটি ঘা লাগিয়ে এই ধৃষ্টতার মজা দেখিয়ে দিলে না কেন? বুঝিয়ে দিলে না কেন আমার সাথে সাক্ষাতের স্বাদ কত তিক্ত?

এমন সময় ভিক্ষুক আবার ফটকে প্রচন্ড শব্দে আঘাত করল। আঘাতের তীব্রতা এতই বেশী ছিল যে, গোটা আলিশান প্রাসাদ কেঁপে উঠল। প্রহরী পুনরায় দৌড়ে এসে ফটকে উপস্থিত হল। ভিক্ষুক তাকে বলল, তোমার কর্তাকে গিয়ে বল, আমার নাম মালাকুল মউত। আমি তার প্রাণ সংহারের জন্য এসেছি।

চাকর চমকে উঠল। সে তড়িঘড়ি করে মনিবকে বলল, আলীজা! লোকটির বাহ্যিক বেশ ভিক্ষুকের মতো হলেও সে মূলতঃ ভিক্ষুক নয়। সে

www.smfoundationbd.com

নাকি মালাকুল মউত- আজরাইল (আ.)। আপনার জীবন প্রদীপ চিরদিনের জন্য নিভিয়ে দেয়ার জন্যেই সে এসেছে।

মালাকুল মউতের নাম শুনার সাথে সাথে ভয়ার্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠলেন মনিব। থরথর করে কেঁপে উঠে তার হৃদপিন্ড। বিবর্ণ হয়ে উঠে মুখ মন্ডল। যার আলিশান প্রাসাদে এখনো পুরোদমে নাচগানের আসর চলছে, যিনি ছিলেন আজকের আসরের মধ্যমনি, যার চোখের ইশারায় শত শত লোক কঠিন থেকে কঠিনতর কর্ম সম্পাদন করে- সেই মনিবেরই আজ বিদায়, চির বিদায়। এ যে কল্পনারও অতীত!

মালাকুল মউতের সামনে যেতে গৃহকর্তার সাহস হল না। তিনি এক চাকরকে বললেন, তুমি গিয়ে তাকে বল, আজ যেন তার পরিবর্তে অন্য কারও প্রাণ সংহার করা হয়।

ইত্যবসরে ভিক্ষুকবেশী মৃত্যুদূত নিজেই প্রবেশ করে মালিককে বলল, ভিক্ষুক মনে করে আমাকে তুমি বেশ অবজ্ঞা করেছিলে, তাই না? যা হোক, তোমার মৃত্যুর সময় একেবারেই নিকটবর্তী। সুতরাং করণীয় কিছু থাকলে এখনই সেরে ফেল। আমি কিন্তু তোমার জান না নিয়ে আজ ফিরছি না।

গৃহকর্তা এবার অতীত জীবনে ফিরে গেল।

সে দেখল তার গোটা জীবন অন্যায় অপকর্মে পরিপূর্ণ। এমন কোন দুষ্কর্ম নেই যা সে করেনি। কোন দিন সে এক ওয়াক্ত নামাজ পড়ে নি। একটি রোযা রাখে নি। হজ্জ করার সামর্থ থাকা সত্ত্বেও হজ্ব করে নি। আর যাকাত দিবে তো দূরের কথা, এর প্রয়োজনীয়তাও সে অনুভব করে নি। তার লোভ লিপ্সা অনেক মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছে। অনেকে নিয়েছে চির বিদায়। কত সুন্দরী নারী ইজ্জত হারিয়েছে তার হাতে, তারও কোন হিসেব নেই। কত গরিব অসহায় মানুষ তার নির্মম অত্যাচারে নিষ্পেষিত হয়েছে তারও কোন ইয়ত্তা নেই। আজকের এই বিদায়ের মুহূর্তে সবই তার মনে পড়ছে।

এসব কথা কিছুক্ষণ চিন্তা করে গৃহকর্তা চরম আক্ষেপ করতে লাগল। এক পর্যায়ে সিন্দুক থেকে যাবতীয় দিনার দিরহাম ও হীরামুক্তা বের করে মাটিতে রেখে আফসোসের স্বরে বলল, হে দুনিয়ার সম্পদ! তোমার উপর আল্লাহর লানত হোক। তুমিই আমাকে আল্লাহর ইবাদত থেকে বিরত

www.smfoundationbd.com

রেখেছ। তোমার কারণেই আজকে আমি খালি হাতে কবরে যাচ্ছি। তোমার জন্যই আল্লাহকে ডাকার সুযোগ পাই নি আমি।

এ সময় আল্লাহ তাআলা সম্পদের বাকশক্তি খুলে দিলেন। সম্পদ বলতে লাগল, হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে কেন অযথা অভিশাপ দিচ্ছ? অথচ আমার কারণেই তুমি বড় বড় রাজা-বাদশাদের সাক্ষাৎ লাভ করতে। আমার কারণেই তুমি সুন্দরী নারী দেহ ভোগ করতে। আমার উসিলাতেই তুমি রাজার হালে চলাফেরা করতে। আমাকে পেয়ে তুমি ডুবে গিয়েছিলে অপকর্মের মহাসমুদ্রে। কিন্তু এতে আমার বিন্দুমাত্রও দোষ নেই। কেননা, তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ভাল কাজেও ব্যয় করতে পারতে। হে আল্লাহর দুশমন! তুমি কি দেখ নি, তোমার এলাকার বহু লোক আমার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। তারা আমাকে তোমার মতো অন্যায় পথে খরচ করে নি। খরচ করেছে ভাল পথে। তারা আমার দ্বারা অসহায় লোকদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব করেছে। মসজিদ মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। এতিম বিধবাদের সাহায্য করেছে। জনকল্যাণমূলক কাজ করেছে। কেউ পানির জন্য কূপ খনন করেছে। কেউ চলাচলের জন্য রাস্তা তৈরী করে দিয়েছে। মোট কথা তারা আমাকে অন্যায় ও অবৈধ পথে খরচ না করে সৎপথে ব্যয় করেছে। ফলে শুধু জনগণের নিকটই নয়, মহান আল্লাহর দরবারেও তারা মহা সম্মানের অধিকারী হয়েছে। আর তুমি! তুমি তো আমাকে যেনা-ব্যভিচার মদ-জুয়া, অট্টালিকা নির্মাণ ও নারী দেহ ভোগের পিছনে খরচ করেছ অথচ তখন আমার বাধা দেয়ার কোন শক্তি ছিল না। মনে রেখ, তুমি যদি আমাকে আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত পথে ব্যয় করতে, তবে কস্মিন কালেও তোমার অবস্থা এমন হতো না। সুতরাং আবারো বলছি, আমাকে দোষ দিও না। তোমার এ অন্যায় ইচ্ছার জন্য তুমিই দায়ী।

সম্পদ তার বক্তব্য শেষ করল। হযরত আযরাঈল (আ.) বিলাসী ধনকুবেরকে আর ভাবার সুযোগ দিলেন না। সঙ্গে সঙ্গে তার জান কবয করে নিয়ে গেলেন।

<u>দ্বিতীয় ঘটনা ঃ</u> হযরত ইয়াজিদ রুকাশী (রহ.) বলেন, বনি ইসরাঈলের এক অত্যাচারী নিজের ঘরে স্ত্রীর সাথে আমোদ প্রমোদে লিপ্ত ছিল। এমন সময় ঘরে এক অপরিচিত লোক প্রবেশ করল এবং

www.smfoundationbd.com

অত্যাচারী লোকটি ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, কে তুমি? কার অনুমতি নিয়ে এখানে প্রবেশ করেছ? তোমার তো দেখছি অনেক সাহস।

উত্তরে সে বলল, এই ঘরের যিনি প্রকৃত মালিক তিনিই আমাকে এখানে আসার অনুমতি দিয়েছেন।

ঃ কি বললে তুমি?

ঃ হ্যাঁ, আমি যা বলেছি, ঠিকই বলেছি। এই ঘরের প্রকৃত মালিকই আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন।

ঃ বুঝে শুনে কথা বলো। এই ঘরের মালিক তো আমি।

ঃ তুমি মালিক বটে, তবে প্রকৃত মালিক তুমি নও। প্রকৃত মালিক তো মহান আল্লাহ। আর শোনো, শুধু তুমি নও, অহংকারী দাম্ভিক রাজা বাদশাহের দরবারে যেতেও আমার কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না। আমি হলাম ঐ ব্যক্তি, পৃথিবীর কোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই যার গতিরোধ করতে পারে না।

আগন্তুকের কথাবার্তা শুনে গৃহকর্তা ভয় পেয়ে গেল। সে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে অসহায় ভাবে বলল, তবে কি তুমি মালাকুল মাউত?

ঃ হ্যাঁ, আমি মৃত্যুদূত-মালাকুল মউত। তুমি আমাকে ঠিকই চিনতে পেরেছ। আমার হাত থেকে দোর্দন্ত প্রতাপশালী কোন সম্রাট- মহারাজও বাঁচতে পারে না। তুমিও বাঁচতে পারবে না।

ঃ আমার উপর একটু দয়া কর। একটু সময় দাও আমাকে। যেন আমার বিষয় সম্পত্তির উপর একটি অসিয়ত নামা লিখে দিতে পারি। লোকটি করুণ কণ্ঠে কথাটি বলল।

ঃ তোমাকে আর সুযোগ দেয়া হবে না। তোমার সময় সুযোগ সব শেষ হয়ে গেছে।

একথা শুনে গৃহকর্তার মুখ একেবারেই ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে ভীত সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বলল, আমাকে তাহলে কোথায় নিয়ে যাবে তুমি? উত্তরে মালাকুল মউত বলল, তোমার নেক আমল তোমাকে যেদিকে নিয়ে যায় সেদিকেই তোমাকে নিয়ে যাওয়া হবে এবং আখেরাতের বসবাসের জন্য তুমি যে ঘর নির্মাণ করেছ তাতেই তোমাকে রাখা হবে।

www.smfoundationbd.com

লোকটি এবার আরো বিচলিত হয়ে বলল, আমি জীবনে কোনো নেক আমল করি নি এবং আখেরাতের জন্যও কোন ঘর নির্মাণ করি নি।

ফিরিশতা বললেন, তবে তো তোমাকে ঐদিকে নিয়ে যাওয়া হবে যা এ আয়াতে বলা হয়েছে-

"সেই অগ্নি এমন জ্বলন্ত হুলকা যা চামড়া পর্যন্ত খসিয়ে ফেলবে" অতঃপর ফিরিশতা বিন্দুমাত্র বিলম্ব না করে তার জান নিয়ে চলে গেলেন।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! মৃত্যু মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলার এক অলঙ্ঘনীয় বিধান। কেউ এ থেকে বাঁচতে পারবে না। বাঁচার কোন উপায়ও নেই। সুতরাং বুদ্ধিমান ঐ ব্যক্তি যিনি সর্বদা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকেন।

পাঠকবৃন্দ! এ পৃথিবীতে দু'ধরনের লোক আছে। তম্মধ্যে এক ধরণের লোক হল নেককার, পরহেযগার ও আল্লাহ ওয়ালা। আর আরেক ধরণের লোক হল বদকার, গোনাহগার ও আল্লাহর নাফরমান বান্দা। পারলৌকিক জীবনে এ দু'শ্রেণীর লোকের অবস্থা যেমন ভিন্ন হবে, তেমনি দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণের সময়ও তাদের অবস্থা হবে সম্পূর্ণ বিপরীত। নেককার লোকদের মৃত্যু যতটা আছান ও সহজে হবে, বদকার, নাফরমান ও কাফের মুশরেকদের মৃত্যু ঠিক ততটা কঠিন ও ভয়াবহ হবে। সুতরাং মৃত্যুর বিভীষিকাময় পরিস্থিতি থেকে বেঁচে সহজ ও সুন্দর মৃত্যু চাইলে নেককার ও আল্লাহ ওয়ালা হওয়ার কোন বিকল্প নেই।

একদিন হযরত ইব্রাহিম (আ.) মালাকুল মউত হযরত আযরাইল (আ.)কে বলেছিলেন- ভাই! আপনি যে রূপ ধারণ করে গোনাহগার ও অপরাধীদের জান কবয করেন, সে রূপটি আমাকে একটু দেখাবেন কি?

আযরাঈল (আ.) বললেন, হযরত! এ এক ভয়ংকর অবস্থা। এ অবস্থা দেখার শক্তি আপনার নেই। আপনি কিছুতেই তা বরদাশত করতে পারবেন না।

হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন- না, আমি পারব। আপনি মেহেরবানি করে আমাকে দেখিয়ে দিন।

হযরত আযরাঈল (আ.) বললেন, ঠিক আছে। আপনি তাহলে অন্য দিকে মুখ ফিরান। হযরত ইব্রাহীম (আ.) তাই করলেন। অতঃপর হযরত

আযরাঈল (আ.) আপন রূপ পরিবর্তন করে বললেন, এবার তাকিয়ে দেখুন। হযরত ইব্রাহীম (আ.) মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, দানবরূপী কালো কুৎসিত এক ব্যক্তি বিশাল আকৃতি নিয়ে দন্ডায়মান। চুলগুলো অনেক লম্বা। পোষাক থেকে বিশ্রী দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। হযরত ইবরাহীম (আ.) আযরাঈল (আ.) এর এই ভয়াবহ রূপ দর্শনে বেহুঁশ হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। দীর্ঘক্ষণ পর তার হুঁশ ফিরে এল। এবার তিনি দেখলেন, হযরত আযরাঈল (আ.) তাঁর আসল আকৃতিতে ফিরে গেছেন।

হুঁশ ফিরে আসার পর হযরত আযরাঈল (আ.) হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে সম্বোধন করে বললেন, হুজুর! কেমন দেখলেন আমাকে?

হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, যদি গোনাহগার লোকদের জন্য আর অন্য কোন শাস্তি ও মুসিবতের ব্যবস্থা না হত, তবে আপনার এই ভয়ংকর আকৃতিই তার শাস্তির জন্য যথেষ্ট হত।

অতঃপর হযরত ইব্রাহীম (আ.) হযরত আযরাঈল (আ.) কে বললেন, এবার আপনি অনুগ্রহ করে আপনার ঐ রূপটিও প্রদর্শন করুন যে রূপে আপনি নেককার মুমিনদের জান কবয করে থাকেন।

হযরত ইবরাহীম (আ.) এর আবেদনে হযরত আযরাঈল (আ.) রূপ পরিবর্তন করলেন। এবার তাকে দেখা গেল একজন সুন্দর-সুদর্শন বলিষ্ঠ যুবকের ন্যায়। তার পোশাক খুবই মূল্যবান ও উন্নতমানের। দেহ থেকে ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধি চতুর্দিক বিমোহিত করে তুলেছে। চেহারায় বেশ আভিজাত্যের ছাপ। উজ্জ্বল দীপ্ত মুখমন্ডল। মনে হল, এমন সুন্দর সুপুরুষ ও শান্তি প্রিয় মানুষ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই।

হযরত আযরাঈল (আ.) এর দ্বিতীয় রূপ দেখে হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন, আল্লাহর প্রিয় ও নেককার বান্দারা যদি আপনার এই সুদর্শন আকৃতি ও শুভ্র জোসনার মতো নির্মল মুখখানা দর্শন ছাড়া অন্য কোন আনন্দদায়ক জিনিস নাও পায়, তবে এটাই তাদের মনের তৃপ্তি ও আনন্দ লাভের জন্য যথেষ্ট হবে।

এক হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, সেই সত্তার কসম করে বলছি যার হাতে আমার জান, মৃত্যুর কষ্ট হাজার স্থানে তরবারির আঘাত অপেক্ষাও বেশী মারাত্মক।

www.smfoundationbd.com

হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউস (রহ.) বলেন, মউত দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কষ্ট অপেক্ষা অধিক মারাত্মক। করাত দিয়ে চিরার চেয়েও ভয়াবহ। কেচি দিয়ে কর্তন করা অপেক্ষা বেশী কষ্টদায়ক এবং উত্তপ্ত পাত্রে বসিয়ে নিচ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দেয়ার কষ্টের চেয়েও অনেক কষ্টকর।

জালেম অত্যাচারীদের মৃত্যু যন্ত্রণার বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান রাব্বুল আলামীন সূরা আনআমের ৯৩ নং আয়াতে বলেন-

(হে মুহাম্মদ!) আপনি যদি জালিমদেরকে মৃত্যু যাতনায় হাবুডুবু খাওয়া অবস্থায় দেখতেন! ফেরেশতারা তখন হস্ত প্রসারিত করে বলতে থাকে, তোমাদের জান বের করে দাও। আজ তোমাদেরকে অপরাধের প্রতিফল হিসেবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেওয়া হবে।

অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক বলেন, (হে নবী!) আপনি যদি কাফেরদের মৃত্যুর (ভয়াবহ) অবস্থা প্রত্যক্ষ করতেন! এ সময় ফিরিশতারা তাদের মুখমন্ডল ও পৃষ্ঠদেশের উপর সজোরে আঘাত করে এবং বলে, (সামনে গিয়ে) আগুনে দগ্ধ হওয়ার কঠিন শাস্তি আস্বাদন কর। (সূরা আনফাল ঃ ৫০)

কাফিরের মৃত্যু ঃ হাদীস শরীফে আছে, যখন কোন কাফিরের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন আকাশ হতে কালো কুশ্রী ও কদাকার চেহারার কিছু সংখ্যক ফিরিশতা তার নিকট আসে। তাদের সাথে থাকে ছালার চট। ভয়ংকর আকৃতির এ ফিরিশতাগুলো মুমূর্ষু ব্যক্তির শেষ সীমা পর্যন্ত স্থানে স্থানে বসে যায়। অতঃপর মৃত্যুদূত হযরত আযরাঈল (আ.) লোকটির মাথার কাছে বসে বড়ই তাচ্ছিল্যের সাথে বলতে থাকেন- ওরে পাপাচার দুরাত্মা! আল্লাহর অসন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে আয়।

আযরাঈল (আ.) এর কণ্ঠ চিরে বেরিয়ে আসা এই জলদ গম্ভীর আদেশ শুনে ভয়ে লোকটির আত্মা দেহের অভ্যন্তরে ছুটাছুটি করতে থাকে। (কিন্তু কোথাও গিয়ে সে বাঁচতে পারে না) শেষ পর্যন্ত মালাকুল মউত তার দেহ থেকে আত্মাটিকে এমন কষ্ট দিয়ে বের করে আনেন যেমন কাঁটাযুক্ত শলাকায় জড়ানো ভেজা পশমী সূতাকে জোরে টেনে পৃথক করা হয়। অতঃপর সঙ্গে আসা ফিরিশতারা রূহটিকে চটের মধ্যে পেঁচিয়ে নেয়। সে চট থেকে এরূপ মারাত্মক দুর্গন্ধ ছড়াতে থাকে যেরূপ পচা গলা লাশ থেকে বেরিয়ে থাকে। অতঃপর আত্মাটিকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়ার সময়

ফেরেশতাদের যে কোন দলের সাথে সাক্ষাৎ হওয়ার সাথে সাথে তারা জিজ্ঞেস করেন, কোন বদকারের এই অপবিত্র আত্মা? তখন উত্তরে বলা হয়, এটা অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা।

এরপর ফিরিশতারা তাকে নিয়ে প্রথম আকাশে পৌঁছে যায়। সেখানে গিয়ে আসমানের দরজা খুলতে বলা হয়। কিন্তু তার জন্য দরজা খোলা হয় না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন-

তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয় না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করে। (অর্থাৎ কাফেরদের জান্নাতে প্রবেশ অসম্ভব) সূরা আরাফ-৪

তারপর আল্লাহ তাআলা বলেন এর নাম সিজ্জীনে রক্ষিত দফতরে লিখে নাও যা ভূগর্ভে অবস্থিত। তখন তার রূহকে সেখান থেকেই ভূগর্ভে নিক্ষেপ করা হয়।

হযরত ইবরাহীম তাইমী (রহ.) বলেন, দুটি জিনিস আমার থেকে দুনিয়ার স্বাদ কেড়ে নিয়েছে। তম্মধ্যে একটি হল মৃত্যু আর অপরটি হল আল্লাহর সামনে দন্ডায়মান হওয়ার ভাবনা।

নাফরমান তথা আল্লাহর অবাধ্য বান্দাদের মৃত্যু ঃ হাদীস শরীফে আছে যখন কোন ফাসেক-পাপাচারী ও নাফরমানের মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা হযরত আযরাঈল (আ.) কে বলেন, আমার অমুক দুশমনের নিকট যাও। তার জান নিয়ে আস। আমি তাকে সব ধরণের সুযোগ দান করেছি, চতুর্দিক থেকে নেয়ামতের বৃষ্টি বর্ষণ করেছি, কিন্তু এসব নিয়ামতের কথা সে বেমালুম ভুলে গিয়ে আমার নাফরমানিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছে। সে আমার কথামত চলে নি। আমার রাসূলের তরিকা মত জীবন যাপন করে নি। তার মনে যা চেয়েছে তাই সে করেছে। আমার আদেশ নিষেধের কোন পরওয়াই সে করে নি। অতএব আজকে তাকে ধরে নিয়ে এসো। আমি তাকে শাস্তি দেব।

আল্লাহ পাকের নির্দেশ পেয়ে হযরত আযরাঈল (আ.) অত্যন্ত কুশ্রী কদাকার অবস্থায় তার সামনে উপস্থিত হন। তখন তার চোখ থাকে ১২টি। হাতে থাকে জাহান্নামের আগুনের তৈরী লোহার মোটা ডান্ডা। সাথে থাকে পাঁচশত (আযাবের) ফিরিশতা।

এসব ফিরিশতাদের প্রত্যেকের কাছে থাকে তামার টুকরো ও আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত চাবুক। আযরাঈল (আ.) এসে প্রথমেই সেই মুমূর্ষু নাফরমান বান্দাকে ডান্ডা দ্বারা পিটাতে থাকেন। এতে ডান্ডার গায়ে লাগানো কাঁটাগুলো তার শরীরের প্রতিটি শিরা উপশিরায় বিদ্ধ হয়। এ সময় সঙ্গে আসা অন্যান্য ফিরিশতারাও বসে থাকে না। তারাও হাতের চাবুক দ্বারা দেহের বিভিন্ন অংশে প্রচন্ড জোড়ে আঘাত করতে থাকে। ফলে এক সময় সে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। হযরত আযরাঈল (আ.) তার রূহকে পায়ের আঙ্গুল থেকে বের করে পায়ের গোড়ালীতে আটকে রেখে আবার পিটাতে শুরু করেন। অতঃপর উহাকে গোড়ালী থেকে বের করে প্রথমে হাঁটুতে ও পরে দেহের বিভিন্ন অংশে আটকে রাখে। এ সময় অন্যান্য ফিরিশতারা তামা ও জাহান্নামের কিছু অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থুতনীর নিচে রেখে দেয়। এবার মালাকুল মউত তাকে সম্বোধন করে বলে, হে অভিশপ্ত আত্মা! বেরিয়ে এসো এবং ঐ জাহান্নামের দিকে চল যার সম্পর্কে মহান রাব্বুল আলামিন বলেছেন,

"সেদিন নাফরমানরা থাকবে প্রখর বাষ্পে, উত্তপ্ত পানিতে এবং এরূপ কালো ধোঁয়ার ছায়ায় যা শীতলও নয় আরাম দায়কও নয়।" (সূরা ওয়াকেয়া ঃ ৪২)

দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর আত্মা দেহকে সম্বোধন করে বলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে নিকৃষ্ট বদলা দান করুন। কারণ তুমি অতি দ্রুত আল্লাহর নাফরমানির কাজে অগ্রসর হতে আর বাধ্যতার কাজে চরম অবহেলা করতে। ফলে তুমি নিজে যেমন ধ্বংস হলে তেমনি আমাকেও ধ্বংস করে ছাড়লে।

রুহের কথা শেষ হওয়ার পর দেহও রূহকে লক্ষ্য করে অনুরূপ কথাবার্তা বলে থাকে। শুধু তাই নয় জমিনের যেসব স্থানে ঐ ব্যক্তি অন্যায় অপরাধ ও খোদার নাফরমানি করেছে, সেসব স্থানও তাকে লানত দিতে থাকে। আর এদিকে শয়তানের চেলা চামুন্ডারা দৌড়ে গিয়ে ইবলিসকে সুসংবাদ শুনায় যে, আজ অমুককে জাহান্নামে পৌঁছে দিয়ে এসেছি। (আল্লাহ পাক সবাইকে জাহান্নাম থেকে হেফাজত করুন।)

মুমিনের মৃত্যু ঃ হযরত বারা ইবনে আজিব (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীসের শেষাংশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিনের মৃত্যুর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন-

www.smfoundationbd.com

হে আমার সাহাবীরা! কোন মুমিন বান্দার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলে আকাশ থেকে একদল ফিরিশতা অবতরণ করেন। তাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তারা জান্নাতি কাফন ও বেহেশতি সুগন্ধি নিয়ে আগমন করে। মুমূর্ষু ব্যক্তি যতদূর দেখতে পায় ততদুর পযর্ন্ত তারা সুশৃংখলভাবে বসে পড়ে। তারপর হযরত আযরাঈল (আ.) আসেন এবং তার শিয়রের নিকট বসে পড়েন। তিনি বলেন, হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও সন্তুষ্টির দিকে বেরিয়ে এসো।

এ নির্দেশ প্রাপ্ত হয়ে মুমূর্ষু ব্যক্তির আত্মা আসানির সাথে বেরিয়ে আসে যেমন মশক (অর্থাৎ চামড়ার তৈরী পানির পাত্র) থেকে পানির ফোঁটা বেরিয়ে আসে। হযরত আযরাইল (আ.) তখন আত্মাটিকে তার হাতে নিয়ে নেন। তারপর বহুদূর পর্যন্ত বসে থাকা অপেক্ষমান ফিরিশতারা তার হস্ত থেকে রূহটি নিয়ে জান্নাতী কাফনের মধ্যে জড়িয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে আকাশের দিকে ছুটে চলে যায়।

ফিরিশতারা যাওয়ার সময় অন্যান্য ফিরিশতার দল তাদেরকে জিজ্ঞেস করে, এটা কোন পবিত্র আত্মা! প্রতি উত্তরে ফিরিশতারা মৃত ব্যক্তির নাম ও তার পিতার নাম উল্লেখ করে। এভাবে চলতে চলতে প্রথম আসমানে পৌছার পর দরজায় করাঘাত করার সাথে সাথে দায়িত্বশীল ফিরিশতারা আসমানের দরজা খুলে দেয়। এমনিভাবে সাত আসমান অতিক্রম করা হয়। প্রতিটি আসমানের ফিরিশতা তাকে পরবর্তী আসমান পর্যন্ত পৌছে দেয়। সপ্তম আসমানে পৌছার পর আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, আমার এ বান্দার নাম ইল্লিয়ীন অর্থাৎ আরশের নিচে রক্ষিত দফতরে লিপিবদ্ধ করে তাকে জমিনে ফিরিয়ে দাও। কারণ মানুষকে আমি মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, তাতেই তাদেরকে ফিরিয়ে দেব এবং পুনরায় সেখান থেকেই আমি তাদেরকে বের করব। মহান আল্লাহর নির্দেশে তার আত্মাকে তার দেহে আবার ফিরিয়ে দেয়া হয়।

অন্য এক হাদীসে আছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তাআলা যখন কোন বান্দার প্রতি খুশি হন তখন তিনি মৃত্যুর ফিরিশতা হযরত আযরাইল (আ.) কে বলেন, হে মালাকুল মাউত! তুমি আমার অমুক বান্দার রূহ কবয করে নিয়ে এসো। আমি তাকে আরাম

দিব। সুখে শান্তিতে রাখব। তার পরীক্ষা হয়েছে। পরীক্ষায় সে পাশ করেছে। আমার সকল আদেশ নিষেধ পালন করেছে।

এ নির্দেশের পর মালাকুল মাউত সে বান্দার নিকট হাজির হন। তার সাথে থাকে পাঁচশত (রহমতের) ফিরিশতা। যারা এই মৃত্যুপথযাত্রী আল্লাহর অনুগত বান্দাকে এমন নতুন নতুন সুখবর শুনান যা ইতোপূর্বে অন্য কেউ শুনেনি। তাদের নিকট সুগন্ধযুক্ত রাইহানের ডাল ও জাফরানের ফুল থাকে। এ সময় তারা দুই কাতারে লাইন ধরে শৃংখলার সাথে দাঁড়িয়ে থাকেন। হযরত তামীম দারী (রা.) থেকে বর্ণিত অপর এক হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, (আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দার যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় হয় তখন) তিনি মালাকুল মউতকে বলেন, তুমি আমার অমুক বন্ধুর নিকট যাও। তার রূহ নিয়ে এসো। আনন্দ বেদনা, সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায় আমি তার পরীক্ষা নিয়েছি। আমি যেমন চেয়েছি তেমনি সে কৃতকার্য হয়েছে। যাও, তাকে নিয়ে এসো, যেন সে দুনিয়ার বিপদ আপদ থেকে মুক্তি পেয়ে আরাম আয়েশ লাভ করতে পারে।

তখন মালাকুল মউত পাঁচশত ফিরিশতার একটি দল নিয়ে তার নিকট আগমন করেন। যাদের কাছে একটি করে জান্নাতি কাফন থাকে। তাছাড়া প্রত্যেকের হাতে থাকে রাইহান ফুলের তোড়া। প্রতিটি ফুলের তোড়া বিশ রকম বিশিষ্ট হয়। আবার প্রতিটি রং এ থাকে ভিন্ন ধরনের নতুন নতুন খুশবু। এ সময় মালাকুল মউতের হাতে রক্ষিত একটি সাদা রেশমি রুমাল থেকে মিশকের ঘ্রাণ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। মালাকুল মউত রুমালটি নিয়ে লোকটির মাথার কাছে বসেন। আর অন্যান্য ফিরিশতারা চতুর্দিক থেকে তাকে ঘিরে ফেলে। এক পর্যায়ে তারা মুমূর্ষু ব্যক্তির প্রতিটি অঙ্গে হাত বুলিয়ে দেন এবং মিশক বিশিষ্ট রুমালটি তার থুত্নীর নিচে রাখেন। এ সময় জান্নাতের নয়নাভিরাম দৃশ্য তার সম্মুখে তুলে ধরা হয় এবং এর নতুন নতুন নেয়ামতরাজীর কথা বলে তার মন এমনভাবে ভুলানো হয় যেমন শিশুদের কান্নার সময় পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন জিনিস দিয়ে তার মন ভুলিয়ে থাকে। ফলে আল্লাহর এ প্রিয় বান্দার আত্মা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বাইরে বের হয়ে আসার জন্য এমন চঞ্চল হয়ে উঠে যেমন চঞ্চল হয়ে উঠে পিঞ্জিরার ভিতর থেকে পাখি বের হওয়ার জন্য।

www.smfoundationbd.com

তখন হযরত আযরাইল (আ.) তাকে সম্বোধন করে বলেন, চলুন কন্টকহীন কুল বৃক্ষ, কাঁদি ভরা গাছ, সম্প্রসারিত ছায়া, সদা প্রবহমান পানি এবং প্রচুর ফলমূলের দিকে যা কোনদিন শেষও হবে না, নিষিদ্ধও হবে না। (সূরা ওয়াকিয়া ঃ ২৮-৩৩)

মোটকথা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের মৃত্যুর সময় ফিরিশতারা তাদের সাথে এমন ভদ্র আচরণ ও নম্র কথা বলেন যেরূপ মা তার শিশুর সাথে বলে থাকে। ফলশ্রুতিতে সে আত্মা দেহ থেকে এত সহজে বেরিয়ে যায় যেমন আটা থেকে চুল বেরিয়ে আসে।

যখন রূহ দেহ থেকে আলাদা হয় তখন সব ফিরিশতা তাকে সালাম দেয় এবং জান্নাতের সুসংবাদ শুনায়। এমতাবস্থায় রুহ দেহকে লক্ষ্য করে বলে, আল্লাহ তাআলা তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়িত করতে, তার ইবাদত আনুগত্যে দ্রুত এগিয়ে যেতে। আর তার অবাধ্যতায় ছিলে অলস ও ধীরগতিসম্পন্ন। অতএব আজকের দিনটি তোমার জন্য মোবারক। তুমি নিজে যা থেকে মুক্তি পেলে আমাকেও তা থেকে মুক্তি দিলে।

অনুরূপভাবে দেহও রূহকে সম্বোধন করে এ জাতীয় কথা বলে। জমিনের যেসব অংশে এ ব্যক্তি অধিকাংশ সময় ইবাদত করতেন, সেগুলো তার বিচ্ছেদে ক্রন্দন করে। শুধু তাই নয়, তার মৃত্যুতে আকাশের ঐসব দরজাও কাঁদতে থাকে যেগুলো দিয়ে তার আমল আকাশে উত্থিত হতো এবং তার রিযিক অবতীর্ণ হতো।

সুপ্রিয় পাঠক! জন্মিলে মরিতে হয় এটি একটি চিরন্তন সত্য কথা। মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করতে হবে প্রতিটি প্রাণীকেই। আমার আফসোস লাগে ঐসব লোকের জন্য যারা মৃত্যুকে নিশ্চিত জেনেও এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে না। দুনিয়া একটি ধোকার ঘর এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কিন্তু এতদসত্ত্বেও বহু মানুষ মৃত্যুর কথা, কবরের কথা, আখেরাতের কথা ভুলে গিয়ে পার্থিব সাজ সরঞ্জাম ও রং তামাশায় বিভোর রয়েছে। রাত দিন ধন সম্পদ সঞ্চয় ও টাকা পয়সা উপার্জনের ফিকিরে মশগুল। মৃত্যুর কথা, মৃত্যুর বিভীষিকাময় পরিস্থিতির কথা ভুলেও স্মরণ করছে না। অথচ তার খবরও নেই যে, তার নাম জীবিতদের তালিকা থেকে কেটে মৃতদের

তালিকায় লিখা হয়ে গেছে। এমনকি তার কাফনের কাপড়ও দোকানে এসে গেছে। প্রিয় পাঠক! এটা কত বড় বিস্ময়ের ব্যাপার যে, যে কোন মুহূর্তে মৃত্যু আসতে পারে একথা নিশ্চিত করে জানা সত্ত্বেও মানুষ দুনিয়ার সুখ সম্ভোগ নিয়ে ব্যস্ত আছে। কোন ব্যক্তি যদি জানে যে, তার নামে ওয়ারেন্ট জারি হয়ে গেছে, পুলিশের লোকেরা তকে হন্যে হয়ে খুঁজছে, তবে কি সে আরামের সাথে নিদ্রা যেতে পারবে? পারবে কি সে খুশি আনন্দ আর ভোগ বিলাসে ডুবে থাকতে? না না, কখনোই তা পারবে না। বরং সে তো নিজেকে বাঁচানোর জন্য আহার নিদ্রা ত্যাগ করে যাবতীয় চেষ্টা তদবির চালিয়ে যাবে। অনুরূপ ভাবে আমরা যখন জানি যে, মৃত্যুর ফিরিশতা হযরত আযরাঈল (আ.) আমাদের অপেক্ষায় অপেক্ষমান, তদুপরি মৃত্যুর শাস্তিও অত্যন্ত ভয়ংকর তা সত্ত্বেও মৃত্যুর ব্যাপারে একেবারে উদাসীন থাকা, এর জন্য তৈরী গ্রহণ না করা চরম বোকামি ও ধৃষ্টতা নয় কি? তাই আসুন, কেবল পার্থিব জীবনকে সুন্দর ও সুখময় করে গড়ে তোলার ধান্ধায় না থেকে, ভোগ বিলাস ও দুনিয়ার চাকচিক্যের পিছনে না পড়ে আজ থেকেই আমরা প্রতিদিন মৃত্যুর কথা স্মরণ করি এবং এর জন্য যথাযথ প্রস্তুতিও গ্রহণ করি। আজ এবং এ মুহূর্ত থেকে ইরাদা করি, আমি আমার চব্বিশ ঘন্টা সময়কে শুধু দুনিয়ার পিছনে ব্যয় করব না। বরং আখেরাতের জন্যও ব্যয় করব। সব সময় মাথার মধ্যে মৃত্যুর চিন্তা, পরকালের চিন্তা রাখব, তবেই পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করা সহজ হবে। হে করুণাময় আল্লাহ! তুমি তোমার অপরিসীম মেহেরবানীতে আমাদের সকলকে পরিপূর্ণ ঈমান ও তোমার পছন্দসই আমল নিয়ে মৃত্যুবরণ করার তাওফিক দাও। আমিন।

(এ জাতীয় আরেকটি ঘটনা আছে সিরিজ-৯ঃ৯৬)

সূত্র ঃ মউদ কি ইয়াদ

www.smfoundationbd.com

দরূদের বরকত

আল্লাহ পাক পরম করুণাময়। অসীম দয়ালু। মানব দানবসহ সকল সৃষ্টির মাঝে যত দয়া মায়া ও স্নেহ মমতা ছিল, আছে বা থাকবে তার সবগুলোকে যদি একত্রিত করা হয় তবে উহা আল্লাহ তাআলার দয়া মায়ার একশভাগের এক ভাগও হবে না। আল্লাহ পাকের দয়ার কোন শেষ নেই, সীমা নেই। তিনি যেমন অসীম তেমনি তার দয়াও অসীম। এই বিশ্ব জগতের প্রতিটি প্রাণী তারই অপার অনুগ্রহে বেঁচে আছে। তার করুণা ও অনুগ্রহ ছাড়া কোন কিছুর অস্তিত্ব লাভ যেমন সম্ভব নয়, তেমনি টিকে থাকাও সম্ভব নয়।

আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তার বান্দাদেরকে অত্যন্ত ভালবাসেন। এজন্য বিপদ-আপদ কিংবা কোন সমস্যায় পতিত হয়ে তারা যখন আল্লাহকে কায়মনোবাক্যে ডাকে তখন তিনি সাড়া দেন। উদ্ধার করেন বিপদ মুসিবত থেকে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহপাক বলেছেন, আমি আহবান কারীর আহবানে সাড়া দেই, যখন সে আমাকে আহবান করে। (সূরা বাকারা ঃ ১৮৭)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা আমাকে ডাক। আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিব। যারা অহংকার বশতঃ আমার ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা অবশ্যই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (সূরায়ে মুমিন ঃ ৬০)

হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, নিশ্চয় দুআ আকাশ ও পৃথিবীর মাঝামাঝি স্থানে ঝুলে থাকে, যে পর্যন্ত না নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা হয়। (মিশকাত)

www.smfoundationbd.com

উল্লেখিত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল, বান্দা যখন আল্লাহকে ডাকে বা তার কাছে কোন আবেদন পেশ করে তখন আল্লাহ পাক সেই ডাকে সাড়া দেন এবং আবেদন পূর্ণ করেন। তবে দুআ তথা আল্লাহর নিকট কোন কিছু চাওয়ার পূর্বে যদি দরূদ শরীফ পাঠ করে নেওয়া হয়, তবে আল্লাহর নিকট তা দ্রুত মঞ্জুর হয় এবং প্রয়োজন অনুপাতে বান্দা তা পেয়ে যায়। বিংশ শতাব্দির শুরু ভাগে ঘটে যাওয়া নিম্ন বর্ণিত হৃদয়স্পর্শী ঘটনা দ্বারা এ কথাটিই পাঠকবৃন্দের সম্মুখে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে বলে আশা রাখি।

হাসমত উল্লাহ নামের এক সুন্দর সুদর্শন ছেলে। নোয়াখালী জেলার সদর থানার অন্তর্গত চর কাউনিয়া গ্রামে তার জন্ম। তাদের বাড়ি ছিল নদীর তীরে। নদীটির নাম ডুলুয়া নদী। কাল প্রবাহে নদীটি এখন বার্ধক্যে উপনীত হলেও এক সময় এর ছিল দুরন্ত যৌবন। বর্ষাকালে নদীটি ভয়ংকর রূপ ধারণ করত। এর করাল গ্রাসে পতিত হয়ে কত ধনী ফকির হয়েছে, কত লোক বাড়ি ঘর হারিয়ে পথে নেমেছে তার হিসাব ক'জনে জানে?

অন্যান্য বহু পরিবারের মতো এই নদীর রাক্ষুসে থাবা থেকে হাসমত উল্লাহর পরিবারও বাঁচতে পারে নি। নদীর প্রচন্ড ঢেউয়ের আঘাতে অল্প কয়েকদিনের মধ্যে তাদের বাড়ি ঘর জমিজমা সবকিছু নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। অবশেষে কোন উপায়ান্তর না দেখে জীবন বাঁচানোর তাগিদে তারা রামগতি থানার চর কাদিরা গ্রামে বসবাস করতে শুরু করে।

সেই থেকে হাসমত উল্লাদের পরিবারের অভাব অনটন লেগেই থাকে। কোন দিন তিন বেলা খাবার জুটে না। কখনো না খেয়ে উপোস থাকতে হয়। কখনো নির্ভর করতে হয় অন্যের দয়ার উপর।

টানাটানির এই সংসারে লেখাপড়া করার সুযোগ পায় নি হাসমত উল্লাহ। অবশ্য কিছুদিন সে মক্তবে গিয়ে সূরা কিরাত সহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায়ের নিয়মাবলি শিখে নিয়েছিল। সেই সাথে মুখস্থ করে নিয়েছিল রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ শরীফ পাঠ করার ফজীলতগুলোও।

হাসমত উল্লাহ এখন সতের আঠার বছরের যুবক। পেটের দায়ে সে গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি আহমদ মোক্তারের ছেলে ছোট মিয়ার মহিষ

www.smfoundationbd.com

পালক হিসেবে নিযুক্ত হয়। সে প্রতিদিন মহিষগুলো নিয়ে অন্যান্য রাখালদের সাথে নদীর ওপারে যায়। সারাদিন এগুলোকে ঘাস পানি খাওয়ায়। তারপর আবার বিকেলে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। আজ দীর্ঘদিন যাবত এভাবেই চলছে হাসমত উল্লাহর জীবন।

একদিনের ঘটনা।

তখন বৈশাখ মাস। প্রতিদিনের মতো আজো সে মহিষের পাল নিয়ে নদীর ওপারে গেছে। সাথে আছে অন্যান্য রাখাল ও তাদের মহিষগুলো। কোন কোন রাখাল মহিষ নিয়েই কেবল আসেনি গরু ছাগলও নিয়ে এসেছে। চরবসু নামক চারণ ভূমিতে জানোয়ারগুলো ছেড়ে দিয়ে নিজেরা বিভিন্ন খেলাধুলায় মত্ত। খেলাধুলার প্রতি হাসমত উল্লাহ তেমন ঝোঁক না থাকলেও আজকে সবার সাথে খেলায় যোগ দিয়েছে সে।

অনেকক্ষণ যাবত খেলাধুলা চলছে। সকলেই আনন্দে আত্মহারা। এমন সময় হঠাৎ আকাশে কালে মেঘ দেখা দেয়। গোটা এলাকা অন্ধকারে ছেয়ে যায়। কাল বৈশাখী ঝড়ের আশংকায় সবার বুক কেঁপে উঠে। সবাই নিজ নিজ জানোয়ারগুলোকে নিরাপদ স্থানে নেওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ আগে খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। রাখালরা সবাই একত্রে জড় হয়। এখন কি করা যায়, কিভাবে জানোয়ারগুলোকে বাঁচানো যায় এ নিয়ে সংক্ষিপ্ত পরামর্শ হয়। সিদ্ধান্ত হয়, প্রত্যেকেই যার যার মহিষ, গরু ও ছাগলের পাল নিয়ে নদী পার হয়ে শান্তির হাটের পূর্ব উত্তর দিকের উঁচু স্থানে চলে যাবে।

ভুলুয়া নদীতে এখন প্রচন্ড ঢেউ। বড় বড় ঢেউগুলো বিকট শব্দ করে নদীর কিনারে আছড়ে পড়ছে। এ মুহূর্তে যে কোন সাহসী লোকও নদীতে নামতে ভয় পাবে। কিন্তু কোন উপায় নেই। জীবন রক্ষা করতে চাইলে এবং জানোয়ারগুলোকে বাঁচাতে হলে এক্ষুণি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তা পার হওয়া ছাড়া আর কোন গত্যন্তর নেই। কেননা এতক্ষণে ঝড়ের আলামত সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ হয়ে গেছে। পরামর্শ মোতাবেক এক এক করে সকলেই নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাথে নেয় নিজ নিজ জানোয়ার। জীবনের মায়ায় কেউ এক মুহূর্ত দেরী করে না।

ভুলুয়া নদীটি বেশ প্রশস্থ। নদীতে জোয়ার ও বর্ষাকাল হওয়ার সুবাদে সেই প্রশস্ততার পরিমাণ কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুদিনে যে নদী দশ মিনিটে অনায়েসে পার হওয়া যেত, তা এখন ত্রিশ মিনিটে পার হতেও কষ্ট হয়।

নদীতে নামার সাথে সাথে প্রত্যেক রাখাল আপন আপন মহিষের পিঠে চড়ে বসে। রাখালদের মধ্যে হাসমত উল্লাহ ছিল সবার ছোট। অন্যদের মতো সেও একটি মোটা তাজা মহিষের পিঠে আরোহণ করে। তারপর চেষ্টা করে নিজ নিজ জানোয়ারগুলোক নিয়ন্ত্রণে রাখার।

যত তাড়াতাড়ি নদী পার হওয়া যায় ততই তাদের মঙ্গল। তাই প্রত্যেক রাখাল অতি দ্রুত চলার জন্য জানোয়ারগুলোকে লাঠি উঁচিয়ে তাগাদা দিয়ে যাচ্ছিল।

হাসমত উল্লাহ যে মহিষটির পিঠে সওয়ার হয়েছিল, সেটি কেবল হৃষ্টপুষ্টই ছিল না, শান্ত স্বভাবেরও ছিল। এজন্য নদী পার হওয়ার সময় উহার উপরই সে সওয়ার হতো। তাই আজকের এই বিপদ মুহূর্তে উহাকেই সে বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছে।

এতক্ষণ হাসমত উল্লাহ সুন্দরভাবেই নদী পাড়ি দিচ্ছিল। তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছিল না তার। প্রভুভক্ত জানেয়ারের ন্যায় মহিষটিও তাকে নিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিল তীব্র গতিতে। কিন্তু নদীর মাঝামাঝি যাওয়ার পর মহিষটির মেজাজ যেন কেমন বিগড়ে গেল। সে তার পিঠে উপবিষ্ট লোকটিকে নিচে নামানোর জন্য এলোপাতাড়ি ভাবে শিং দিয়ে আঘাত করতে লাগলো। শুধু তাই নয়, একবার এদিকে আরেকবার ওদিকে যাওয়ার কারণে উহাকে নিয়ন্ত্রণ করাও হাসমতউল্লাহর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

হাসমতউল্লাহ পিঠ থেকে নেমে মহিষের লেজ আঁকড়ে ধরল। কারণ এতক্ষণে সে মহিষের মনোভাব ভাল করেই বুঝতে পেরেছিল। কিন্তু এবার যেন মহিষটি আরো বেপরোয়া হয়ে উঠল। লেজ ছাড়ানোর জন্য সে গ্রহণ করলো নতুন এক কৌশল। হাসমতউল্লাহ ভেবে পায় না, কেন মহিষটি আজ এমন করছে। কেন তার চেহারায় আজ ফুটে উঠেছে ভয়ংকর রূপ।

লেজ আঁকড়ে ধরার পর মহিষটি এবার ডুবের পর ডুব দিতে থাকে।

www.smfoundationbd.com

হাসমত উল্লাহ লেজ ছাড়ে না। কারণ সে জানে, এ মুহূর্তে লেজ ছেড়ে দিলে মৃত্যু ছাড়া ভাগ্যে আর কিছুই জুটবে না। মহিষটি একেক ডুবে কয়েক মিনিট পর্যন্ত পানির নিচে থাকে। কোন কোন ডুবে সময়ের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়। ইহা মহিষের পক্ষে সহ্যের সীমায় থাকলেও হাসমত উল্লাহর পক্ষে সীমা ছাড়িয়ে গেল। শ্বাস বন্ধ হয়ে জীবন বায়ূ বের হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। নাকে মুখে সমানভাবে পানি ঢুকতে লাগল। কাউকে যে সাহায্যের জন্য চিৎকার দিয়ে ডাকবে সে শক্তিটুকুও সে হারিয়ে ফেলল। এদিকে অন্যান্য রাখালরা নদীর ওপারে প্রায় পৌঁছে গেল।

বিপদের উপর বিপদ। হাসমত উল্লাহ যখন নদীর মধ্যভাগে জীবন মরণের খেলায় মেতে উঠেছিল ঠিক তখনই সেখানে তীব্রবেগে ধেয়ে আসে কাল বৈশাখীর প্রচন্ড ঝড়। এবার হাসমত উল্লাহ মহান আল্লাহর দিকে পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করল। মন থেকে ঝেড়ে ফেলল সকল ভয় ও আশংকা। মনে মনে বলল, আল্লাহ যদি আমাকে বাঁচাতে চান তবে কেউ আমাকে মারতে পারবে না। এ দুর্যোগময় পরিস্থিতিতেও আমি বেঁচে যাব। সুতরাং এখন আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

হাসমতউল্লাহ জানত, দরুদ শরীফ পড়ে নবীর ওসিলা দিয়ে দুআ করলে আল্লাহ পাক সেই দুআ কবুল করেন। তাই সে বড়ই মহব্বতের সাথে কয়েকবার দরুদ শরীফ পাঠ করল। তারপর বলল-

ওগো রাহমানুর রাহীম করুণাময় খোদা! আমি তোমার পাপী বান্দা। তোমার প্রিয় রাসূলের এক অধম উম্মত। গোটা দেহ আমার গোনাহে জর্জরিত। আমি এখন কি অবস্থায় আছি তা তুমি ভাল করেই দেখছ। হে দয়ার আধার! আমি তোমার রাসূলের উপর কয়েকবার দরুদ শরীফ পাঠ করেছি। এবার তার উসিলায় আমি তোমার নিকট এ বিপদ থেকে মুক্তি চাই। কিভাবে তুমি আমাকে মুক্তি দিবে তা তুমিই জান খোদা।

আল্লাহ পাকের কুদরত বুঝা বড় দায়। দরূদ সহ দুআ শেষ হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহ পাকের রহমতের দরিয়া উথলে উঠল। মহিষ পূর্বের ন্যায় পানিতে ডুব দিয়ে দীর্ঘক্ষণ থাকলেও হাসমত উল্লাহর কোন কষ্ট অনুভব হয় না। প্রয়োজনীয় অক্সিজেন পানির নিচেও সে পেয়ে যাচ্ছে।

কোত্থেকে কিভাবে তার নিকট অক্সিজেন পৌঁছেছে সেটা সে নিজেও জানে না। মহিষ যতক্ষণ পানিতে ডুবে থাকে ততক্ষণ তার কষ্ট তো হয়ই না, উপরন্তু অন্তরে বিরাজ করে এক অনাবিল শান্তির সাইমুম হাওয়া।

এখনো ঝড়ের তীব্রতা হ্রাস পায় নি। প্রবল বাতাসের ঝাপটায় মহিষটি দিকভ্রান্ত হয়ে নদীর পশ্চিম তীরে না উঠে দক্ষিণে ভাগুয়ার দোনা হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পৌঁছে। হাসমত উল্লাহ ঝড়ের তান্ডব লীলায় ও শীতের প্রচন্ড প্রকোপে দুর্বল হয়ে পড়লেও মহিষের লেজ ছাড়ে নি। আল্লাহর অপরিসীম দয়া ও কুদরত যে, একদিন দু'দিন নয় দীর্ঘ চারদিন তিন রাত পর কয়েক জন মাঝি মহিষের লেজ ধরা অবস্থায় তাকে বঙ্গোপসাগরের কিনারা থেকে উদ্ধার করে। অতঃপর খোঁজ খবর নিয়ে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে এ ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে তার দয়া ও কুদরতের প্রতি অটল বিশ্বাস এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ পাঠের ফজীলত অনুধাবন করে তার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

সূত্র ঃ আলোচ্য ঘটনাটি লক্ষ্মীপুর জেলার টুমচর ইসলামিয়া ফাজিল মাদরাসার ছাত্র মোঃ নূরুল আমীন শামীম তার পিতা থেকে শুনে আমার নিকট পাঠিয়েছেন। ঘটনার মূল চরিত্র হাসমত উল্লাহ তারই আপন দাদা। এ ঘটনা ১৯৩৪ অথবা ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের।

স্মরণীয় কথা

বুযুর্গদের হাসি-কান্না পরকালের জন্য হয়,
কখনো খুশি কখনো নাখোশ দুনিয়ার জন্য নয়।

—লেখক

৯
১৯০

এরই নাম কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত লোকমান (আ.) এর আলোচনা এসেছে। তিনি ছিলেন মহাজ্ঞানী ও পন্ডিত ব্যক্তি। কেউ কেউ তাঁকে নবীও বলেছেন। নিম্নে তাঁরই জীবন থেকে নেওয়া ছোট্ট একটি শিক্ষণীয় ঘটনা মুসলিম ভাই-বোনদের উপহার দিচ্ছি।

একটি ফলের বাগান। অনেক বড়। কয়েক একর জমিন নিয়ে এর বিস্তৃতি। বাগানের মালিক বেশ পয়সাওয়ালা। বাগানে আসার তেমন একটা সুযোগ হয় না তার। মালিকের কিছু কর্মচারী আছে, মালী আছে। তারাই বাগান দেখাশুনা করে। পানি দেয়। পরিচর্যা করে। আগাছা কেটে পরিষ্কার রাখে। ফল গাছের ফাঁকে ফাঁকে রয়েছে হরেক রকমের শাক সবজি।

বাগানের মালীদের মধ্যে হযরত লোকমান (আ.) ছিলেন অন্যতম। অন্যান্য মালীরা তাঁকে মানত, শ্রদ্ধা করত। প্রয়োজনে পরামর্শ নিত। বাগানের ক্ষতি হয় এ ধরণের কাজ থেকে সবাই বিরত থাকত।

বহুদিন যাবত মালিক বাগানে আসেন না। আসার প্রয়োজনও বোধ করেন না। কারণ মালীদের উপর তাঁর প্রচন্ড আস্থা ছিল। ছিল অগাধ বিশ্বাস। তিনি মনে করতেন, কখনো তারা বাগানের অনিষ্ট সাধন করবে না। উপরন্তু আমাকে ঠকানোর মতো জঘন্য মনোবৃত্তিও তাদের নেই। তারা সর্বান্তকরণে আমার ও বাগানের কল্যাণই কামনা করে।

একদিন হঠাৎ মালিকের মনে চাইল বাগানটি ঘুরে দেখার। তিনি বাগানে আসলেন। দেখলেন, মালীদের সর্দার লোকমান (আ.) বাগানেই আছেন। ফলের ভারে গাছের শাখাগুলো নুয়ে আছে। বাগানের সর্বত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কোথাও কোন ময়লা আবর্জনা নেই। মালীদের নিপুণ হস্তের ছোঁয়ায় গোটা বাগান একটি দর্শনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে। এ

অভাবনীয় চমৎকার দৃশ্য মালিককে খুবই মুগ্ধ করে।

কিছুক্ষণ বাগানে হাঁটা হাঁটির পর মালিক একখানা গাছের ছায়ায় বসে পড়লেন। তার মাথার উপর তখন তাজা ফল ঝুলছে। আর খানিক দূরে রয়েছে কাকড়ী নামক মজাদার সবজি। বড়ই অপরূপ সে দৃশ্য!

মালিক কতক্ষণ জিরিয়ে নিলেন। তারপর হযরত লোকমান (আ.) কে ডেকে বললেন, হাঁটতে হাঁটতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমাকে একটি কাকড়ি খাওয়াও। (কাকড়ি হল এক প্রকার সুস্বাদু সবজি যা দেখতে অনেকটা শসার মতোই তবে একটু চিকন ও বেশ লম্বা) হযরত লোকমান (আ.) দ্রুত নির্দেশ পালন করলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে একখানা কাকড়ি এনে মালিকের হাতে দিলেন।

আজ মালিকের মনে নিজের বাগানের কাকড়ি নিজেই কেটে খাওয়ার সাধ জাগল। তাই মালীদের কাউকে তা কাটতে দিলেন না। নিজেই কেটে টুকরো টুকরো করে সর্বপ্রথম এক টুকরো কাকড়ি লোকমান (আ.) কে খেতে দিলেন।

হযরত লোকমান (আ.) কাকড়ির টুকরাটি সানন্দে গ্রহণ করলেন এবং মুখে দিয়ে সশব্দে মজা করে খেতে লাগলেন। মালিক তার খাওয়া দেখে ভাবলেন, হয়তো এ কাকড়িটি বেশ মিষ্টি ও মজাদার হবে। তাই তিনিও দেরি না করে এক টুকরো মুখে দিলেন।

কাকড়ির টুকরো মুখে দেওয়ার সাথে সাথে মালিকের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তার সুন্দর দীপ্ত মুখমন্ডল ছেয়ে গেল কালো অন্ধকারে। কারণ এ কাকড়িটি ছিল বড়ই তিক্ত ও স্বাদহীন।

মালিক অবাক হলেন। অস্ফুট স্বরে বললেন, লোকমানের খাওয়া দেখে বুঝা গেল, কাকড়িটি বেশ মজাদার হবে। কিন্তু আমার নিকট তো খুবই তিক্ত লাগল।

লোকমান (আ.) মালিকের মনোভাব বুঝতে পারলেন। বললেন, হুজুর! কি হয়েছে? কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

ঃ অসুবিধা হচ্ছে না মানে? আমার তো পেটের নাড়ি ভুঁড়ি বের হওয়ার উপক্রম হয়েছিল।

www.smfoundationbd.com

ঃ কেন? কি হয়েছে আপনার?

ঃ লোকমান! জীবনে আমি অনেক সবজি খেয়েছি। কিন্তু এমন তিক্ত ও বিস্বাদ সবজি কখনোই বোধ হয় খাই নি। অথচ তোমাকে দেখেছি, সেই সবজিরই এক অংশ বেশ মজা করে খেয়েছ। ঘটনা কি বুঝলাম না। তবে কি একই জিনিসে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ! নাহ! তাও তো হতে পারে না। আসল ব্যাপারটা খুলে বল তো।

ঃ হুজুর! ব্যাপার মূলতঃ কিছুই নয়। একই সবজিতে ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ কেন আসবে? আসলে আপনার টুকরোটি যেমন তিক্ত ছিল আমার টুকরাটি তাই ছিল।

ঃ তবে কেন তুমি বললে না যে, এটা ভীষণ তেতো।

ঃ জনাব! আমি বলতাম। বলার জন্য তৈরিও হয়েছিলাম। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবলাম, যে খোদার পক্ষ থেকে জীবনে হাজারো মিষ্টি ও সুস্বাদু জিনিস লাভ করেছি, সেই খোদার পক্ষ থেকে যদি গোটা জীবনে দু'একবার তিক্ত বস্তু পাই তবে সে ব্যাপারে অভিযোগ করা কি শোভনীয় হবে?

সম্মানিত পাঠ-পাঠিকা! হযরত লোকমান (আ.) এর এই জ্ঞানগর্ভ জবাবে আমাদের জন্য বিরাট শিক্ষা রয়েছে। শুধু এই একটি কথার উপর যদি মানুষ আমল করতে পারত, তবে গোটা দুনিয়ার অশান্তির তীব্রতা অনেকটাই কমে যেত। পরিবার, সমাজ, দেশ তথা সমগ্র বিশ্ব জুড়ে প্রবাহিত হত শান্তির ফল্গুধারা।

যেমন, দাম্পত্য জীবনে স্ত্রী যদি মনে করে যে, আমার ভরণ পোষণের জন্য স্বামী কত কষ্ট স্বীকার করেন, আমার কত মান অভিমান সহ্য করেন তিনি। সুতরাং মাঝে মধ্যে একটু আধটু কঠোর ব্যবহার করলে তেমন কি আসে যায়? তেমনি যদি স্বামীও ভাবে যে, স্ত্রী আমার কত সেবা করে, আমার জন্য রান্না করে, আমার কাপড় চোপর ধুয়ে দেয়, বিপদে আপদে সান্ত্বনা প্রদান করে, সুতরাং দু'একবার যদি সে আমার মন বিরোধী কোন কথা বলেও ফেলে, তাতে এমন কি আসে যায়?

অনুরূপভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীরা যদি মালিকের পক্ষ থেকে দুচারটি শক্ত কথার সম্মুখীন হয়, আর তারা মনে করে যে, মালিক তো সব

সময় আমাদের আদর করেন, খোঁজ খবর নেন, বিপদ-মুসিবতে সাহায্য সহযোগিতা করেন, তবেই তো মালিকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সুযোগ সৃষ্টি হবে না। এমনিভাবে মালিকও যদি মনে করে যে, এসব কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলেই তো আমি আজ বড়লোক, আমার আজ গাড়ি-বাড়ি হয়েছে, জায়গা-জমিন হয়েছে। সুতরাং মাঝে মধ্যে দু একজন কর্মচারী যদি একটু উল্টাপাল্টা করে ফেলে কিংবা কোন জিনিস অসতর্কতার দরুন নষ্ট করে ফেলে তবে এমন কি আসে যায়? তারা আমার বড় মুহসেন- বড় উপকারী। সুতরাং তাদের সামান্য অসদাচরণ যদি বরদাশত করতে না পারি, তবে আমি কিসের কৃতজ্ঞ হলাম!

মুহতারাম পাঠক! আসুন, হযরত লোকমান (আ.) এর এ ছোট্ট মূল্যবান কথাটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি এবং তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি। হে আল্লাহ! তুমি তাওফীক দাও। আমীন।

সুউচ্চ দৃষ্টি, সুমিষ্ট ভাষা
আর হৃদয়ের দহন ও উত্তাপ
হে কাফেলার রাহবার! এই
হলো তোমার পাথেয়।

-আল্লামা ইকবাল।

সূত্র ঃ পছন্দীদাহ ওয়াকিয়াত।

www.smfoundationbd.com

১০
১৯১

ভয়ংকর সাপ

তখন ছিল হযরত সাহাবায়ে কেরামের যুগ।

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন বেশ আগেই। সেই সাথে পরজগতে পাড়ি জমিয়েছেন অনেক সাহাবীও। তথাপি এখনও হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.)সহ প্রচুর সংখ্যক সাহাবী বেঁচে আছেন।

একদিনের কথা।

এক ব্যক্তি ইন্তেকাল করল। যথারীতি তাকে কাফন পরানো হল। জানাযা দেওয়া হল। তারপর দাফনের জন্য তার শবদেহ নেওয়া হল কবরস্থানে। এখনই তাকে কবরে রাখা হবে।

প্রায় ঘন্টা খানেক পূর্বে কবর খনন শেষ হয়েছে। খনন শেষে খনন কারীরাও জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য চলে গিয়েছিল। লাশ দাফনের জন্য সবাই এখন কবরস্থানে উপস্থিত।

ইতোমধ্যে একটি বিরাট আকৃতির বিষধর সাপ কবরে চলে এসেছে। ভয়ংকর রূপ ধারণ করে গোটা কবর জুড়ে বসে আছে সে। লোকজন কবরের মধ্যে সাপ দেখতে পেয়ে ভীষণ ভয় পেল। সাহসী লোকেরা উহাকে সরানোর জন্য অনেক চেষ্টা চালাল। কিন্তু কিছুতেই সরানো গেল না। অগত্যা বাধ্য হয়ে তারা অন্য স্থানে কবর খনন করল।

খনন শেষে লোকজন উপরে আসার সাথে সাথে সেই সাপটির ন্যায় অনুরূপ আরেকটি সাপ সেখানেও দেখা গেল। ছোবল হানার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছে- সাপের ভাবসাব দেখে এমনটিই বুঝা গেল।

এবার লোকজন তৃতীয় আরেকটি কবর খুঁড়ল। কিন্তু সেখানেও দেখা গেল একই অবস্থা। পূর্বের ন্যায় আরেকটি সাপ ফণা তুলে বসে আছে। পরপর তিনটি কবরে একই অবস্থা প্রত্যক্ষ করে উপস্থিত লোকজন ভয়ে আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়ল।

www.smfoundationbd.com

লাশ এখন কি করা যায় এ নিয়ে তারা চিন্তিত হল। ভয় ও শংকার সুস্পষ্ট ছাপ ফুটে উঠল সকলের চেহারায়। শেষ পর্যন্ত তারা দৌড়ে গেল হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এর কাছে। সবিস্তারে খুলে বলল পূর্ণ ঘটনা। সব কিছু শুনে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন- এ সাপ হল তার কৃতকর্মের বাস্তবরূপ। আল্লাহর কসম, তোমরা জমিনের যেখানেই কবর খনন কর না কেন, এ সাপ সে কবরে থাকবেই। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখে লোকেরা তাকে খননকৃত তিনটি কবরের একটিতে সমাধিস্থ করল। তারা লাশ রাখতে বাধ্য হল সেই ভয়ংকর সাপের উপরেই।

পরবর্তীতে মৃত ব্যক্তির বিবিকে এ ঘটনা শুনানো হলে সে বলল, আমার স্বামী গমের ব্যবসা করতেন। প্রায়ই তাকে দেখতাম অধিক লাভের জন্য গমের সাথে যব মিশিয়ে তিনি তা বাজারে বিক্রি করতেন। আমার মনে হয় তার এ অপকর্মই মৃত্যুর পর সাপ হয়ে তার সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পাঠকবৃন্দ! জীবিকা নির্বাহের জন্য আমরা বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করে থাকি। কেউ ব্যবসা করি, কেউ চাকরি করি, কেউ শিক্ষকতা করি আবার কেউ বা অন্য কোন পেশা অবলম্বন করি। এক্ষেত্রে আমাদের ভালভাবে স্মরণ রাখা দরকার যে, প্রত্যেক মুসলমানের নিজ নিজ পেশা সংক্রান্ত মাসআলা মাসায়েল জানা অপরিহার্য। অন্যথায় যে কোন ভুল ভ্রান্তি হলে এর দায় দায়িত্ব আমাদেরকেই বহন করতে হবে। সম্মুখীন হতে হবে কঠিন থেকে কঠিনতর শাস্তির। আলোচ্য ঘটনাটি ব্যবসা সংক্রান্ত হওয়ার কারণে ব্যবসায়ী ভাইদের অনুরোধ করে বলছি, আপনারা ব্যবসা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসআলাসমূহ জানার জন্য মজলিশে দাওয়াতুল হক বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত, মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন কর্তৃক রচিত আহকামে জিন্দেগী নামক অতি মূল্যবান বইখানা ৩১৩ পৃষ্ঠা থেকে ৩৪৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পাঠ করে নিতে পারেন।

প্রিয় পাঠক! গমের সাথে যব মিলিয়ে বিক্রি করার দরুন যদি ভয়ংকর সাপের ছোবল খেতে হয় তবে আজকে যারা সরিষার তৈলের সাথে সয়াবিন মিশিয়ে, উঁচু মানের দ্রব্যের সাথে নিচু মানের দ্রব্য মিশিয়ে, ভালোর সাথে মন্দ

www.smfoundationbd.com

মিশিয়ে বেশী টাকা কামাই করছেন, কবর জগতে ও কিয়ামতের ময়দানে তাদের অবস্থাটা কত মারাত্মক ও ভয়াবহ হবে তা একটু ভেবে দেখেছেন কি? মনে রাখবেন, আজ আপনি মানুষকে ফাঁকি দিয়ে যাই করছেন না কেন, একদিন কিন্তু এর প্রায়শ্চিত্ত আপনাকে করতেই হবে। জবাবদিহি করতে হবে পুঙ্খানুপুঙ্খানু ভাবে। তাই আসুন, ভেজাল ব্যবসা পরিত্যাগ করি, সততার সাথে ব্যবসা করি। যে কোন অবস্থায় মিথ্যা, প্রতারণা ও ধোকা প্রদান থেকে বিরত থাকি। এতেই আমাদের মঙ্গল ও কামিয়াবী রয়েছে। অন্যথায় ধ্বংস আমাদের অনিবার্য।

আরেকটি কথা। অনেকেই বলে থাকেন, হুজুর! বর্তমান জমানায় মিথ্যা না বলে ব্যবসায় টিকে থাকা সম্ভব নয়। লাভ হবে দূরের কথা, কিছুদিন পর পুঁজিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এর জবাবে আমি বলব, এটি একটি ভুল কথা। কারণ আপনি যখন সততার সাথে ব্যবসা করবেন, তখন বাহ্যিক দৃষ্টিতে লাভ কম হলেও মূলতঃ এর মধ্যেই বরকত হবে। এর দ্বারা আপনার যাবতীয় প্রয়োজন সুন্দর করে পুরা হবে। তাছাড়া কিছুদিন পর লোকজন যখন জেনে যাবে যে, আপনি মিথ্যা কথা বলেন না, ভেজাল ব্যবসা করেন না, ক্রেতাদেরকে ঠকান না, প্রতারণার সাথে ব্যবসা করেন না, তখন লোকজন অন্যের দোকান থেকে মাল না কিনে আপনার দোকান থেকেই মাল কিনবে। এতে আপনার বেচা-কেনার পরিমাণ বাড়তে থাকবে এবং লাভের পরিমাণও বেশী হবে। মোট কথা, সততা ও সত্যবাদিতার কারণে আল্লাহ তাআলাই এর মধ্যে বরকত দিবেন। এই ব্যবসাকে তিনিই আপন দয়ায় টিকিয়ে রাখবেন ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবেন, ব্যবসায় লাভ লোকসান দেওয়ার মালিক কিন্তু আল্লাহই। সুতরাং তার কথামত ব্যবসা করলে তাতে শেষ পর্যন্ত লাভবান হওয়া যাবে একথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের বুঝার তাওফীক দাও।

সূত্র ঃ হায়াতুল হায়াওয়ান ১ ঃ ২২

www.smfoundationbd.com

১১
১৯২

সবচেয়ে বড় পাপ

বনি ইসরাইলের এক মহিলা।

একদিন সে হযরত মূসা (আ.) এর দরবারে আগমন করল। তারপর বড়ই করুণ কণ্ঠে বলল, হে আল্লাহর নবী! আমি একটি বিরাট পাপ করে ফেলেছি। অবশ্য এজন্য আমি খোদার নিকট কাকুতি মিনতি করে তওবাও করেছি। জানি না তিনি আমার তওবা কবুল করেছেন কি না। তবে আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, আপনি যদি আমার পক্ষ হতে তওবা কবুল হওয়ার জন্য আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানান, তবে অবশ্যই আমার তওবা কবুল হবে।

হযরত মূসা (আ.) বললেন, তুমি এমন কি পাপ কাজ করেছ যার কারণে তুমি এত ভীত হয়ে পড়েছ?

মহিলা উত্তরে বলল, আমার পাপ বড় সাংঘাতিক ধরণের পাপ। কারণ আমি কেবল ব্যভিচার করেই ক্ষান্ত হই নি, এর ফলে যে সন্তান জন্ম নিয়েছিল তাকেও আমি নিজ হাতে গলা টিপে হত্যা করেছি। তাই আমি ঐ পাপের দরুণ অস্থির হয়ে পড়েছি।

মহিলার কথা শুনামাত্র হযরত মূসা (আ.) এর চেহারা ক্রোধে রক্ত বর্ণ ধারণ করল। মুখমন্ডলে গভীর উদ্বিগ্নতা ফুটে উঠল। উজ্জ্বল দীপ্ত চোখ দুটোতে যেন বিদ্যুত চমকাচ্ছে। শিরায় শিরায় তখন উষ্ণ রক্তের প্রবাহ। দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হয় তাঁর। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললেন, দূর হও এখান থেকে। তোমার পাপে কি আমরাও ধ্বংস হবো?

হযরত মূসা (আ.) এর রাগের মাত্রা বুঝতে পেরে মহিলা তৎক্ষনাৎ সেখান থেকে চলে গেল। সে এখনো তার বাড়িতে পৌঁছতে পারেনি, ঠিক এমন সময় হযরত জিবরাইল (আ.) ওহী নিয়ে হযরত মূসা (আ.) এর নিকট আগমন করলেন। বললেন-

ওগো আল্লাহর নবী! আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আপনাকে প্রশ্ন করেছেন যে, ঐ মহিলার চেয়েও বড় পাপী এবং তার কাজের চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ জগতে আছে কি?

মূসা (আ.) জবাবে বললেন, ঐ মহিলার চেয়ে বড় গোনাহগার এবং তার কর্মের চেয়ে মন্দ কর্ম আর কি হতে পারে?

জিবরাইল (আ.) বললেন, হ্যাঁ, ঐ মহিলার চেয়ে খারাপ এবং তার কাজের চেয়েও নিকৃষ্ট কাজ আছে। শুনে রাখুন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ছেড়ে দেয়, সে ঐ যেনাকার এবং অন্যায়ভাবে সন্তান হত্যাকারিনী মহিলার চেয়েও নিকৃষ্ট।

প্রিয় মুমিন মুসলমান ভাই ও বোনেরা! হযরত মুসা (আ.) এর জমানায় মাত্র দু'ওয়াক্ত নামাজ ফরজ ছিল। সেই দু'ওয়াক্ত নামাজ তরককারী ব্যক্তি যদি একজন বদকার ও আপন সন্তান হত্যাকারী মহিলার চেয়ে নিকৃষ্ট হয়, তবে আমাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ফরজ হওয়া সত্ত্বেও আমরা যদি তা পরিত্যাগ করি, তাহলে আমরা কত জঘন্য ও নিকৃষ্ট তা সহজেই অনুমান করা যায়।

আজ কাল দেখা যায়, যদি কোন মেয়ে লোক যেনা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তার স্বামী চরম অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে তালাক পর্যন্ত দিয়ে দেন। কিন্তু বহু মুসলমান এমনও রয়েছেন যাদের স্ত্রীরা আদৌ নামাজ পড়ে না, অথচ এজন্য তাদের মনে মোটেও আফসোস নেই। তারা এ বিষয়টিকে অতি সহজভাবে মেনে নেয়। তারা মনে করে নামাজ না পড়লে তেমন কি আর এসে যায়। নাউযুবিল্লাহ।

প্রিয় ভাইগণ! এর একমাত্র কারণ এই যে, আমরা আমাদের হককে আল্লাহর হকের চেয়ে বড় মনে করি। মনে রাখবেন, বেনামাযী স্ত্রী যেনাকারী স্ত্রীর চেয়ে কোন অংশেই কম জঘন্য নয়। বারবার বুঝানো সমঝানো এবং আন্তরিক চেষ্টা চালানোর পরও যদি সে নামাজ পড়তে শুরু না করে তবে এরূপ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করাও সওয়াবের কাজ। তবে একথাও ঠিক যে, বেনামাযী স্ত্রীকে পরিত্যাগ না করে যদি তাকে সাথে নিয়ে আল্লাহর রাস্তায় (মাসতুরাত জামাতে) বের হয়ে নামাযী বানানো যায়, তাহলে নিঃসন্দেহে স্বামী আরো বেশী সওয়াবের অধিকারী হবেন।

তাই আসুন আমরা নিজেরাও নামাজ পড়ি। সাথে সাথে নিজের স্ত্রী পুত্রসহ এলাকার সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে নামাজী বানানোর চেষ্টা করি। শেষ রাত্রে উঠে রুনাযারীও করি। হে অনন্ত অসীম দয়ালু প্রভূ! তুমি আমাদের তাওফিক দাও। আমীন। ছুম্মা আমিন।

সহায়তায় ঃ ফাযায়েলে নিয়ত ও নিয়ত করার তরীকা ঃ ৫৮

www.smfoundationbd.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

আকাবিরে দেওবন্দ কেমন ছিলেন?

[আকাবির শব্দটি আরবী "আকবার" শব্দের বহুবচন। 'আকবার' মানে অধিক বড়, শ্রেষ্ঠতর ইত্যাদি। সুতরাং আকাবিরে দেওবন্দ বলতে ঐতিহাসিক বিশ্ব বিশ্রুত ইসলামি বিদ্যাপীঠ দারুল উলূম দেওবন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট মনীষীদেরকেই বুঝায়। অন্য কথায়, দারুল উলূম দেওবন্দ যাদের চিন্তার ফসল, এর প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায় যারা ছিলেন প্রাণ পুরুষ এবং এখান থেকে যেসব সেবক ও সংস্কারক জন্ম নিয়েছেন তাঁদের সবাই হলেন আকাবিরে দেওবন্দ। চলমান অধ্যায়ে তাঁদের জীবনী নয় বরং জীবনের এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করা হবে যদ্বারা শিরোনামে উল্লেখিত প্রশ্নের জবাব অত্যন্ত পরিষ্কার রূপে পাঠকদের সামনে পরিস্ফুট হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। পূর্ববর্তী সিরিজে উক্ত বিষয় সম্পর্কে ১৮টি ঘটনা স্থান পেয়েছিল। এখানে আরও ১৭টি ঘটনা উল্লেখ করা হল। বর্ণিত ঘটনাগুলো থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরাও যেন অনুরূপ জীবন গঠনে সচেষ্ট হতে পারি- মহান আল্লাহর দরবারে এই প্রার্থনাই করি। -লেখক]

১

১৯

দাওয়াত ও তাবলীগের অপূর্ব কৌশল

একটি অনাবাদী মসজিদ। দীর্ঘদিন যাবত এতে নামায হয় না। ভারতের জালালাবাদ নামক এলাকায় এর অবস্থান। একদিন মাওলানা মুজাফফর হুসাইন কান্দলভী (রহ.) উক্ত মসজিদের পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি একা। সাথে কোন সফরসঙ্গী ছিল না।

বিরান মসজিদ দেখে মাওলানার খুব দুঃখ হল। মনে মনে বললেন, আহা! খোদার ঘর মসজিদ। কত অযত্নে অবহেলায় পড়ে আছে। নামাজ পড়ার মতো একটি লোকও নেই। একটু চেষ্টা করে দেখি, এর জন্য দু একজন নামাযী তৈরী করা যায় কিনা।

মসজিদের নিকটে ছিল একটি কূপ। মাওলানা নিজ হাতে কূপ থেকে পানি তুলে অজু করলেন। মসজিদ ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার করলেন। তারপর এক ব্যক্তিকে দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করলেন, ভাইজান! এখানে কোন নামাযী লোক আছে কি?

সে বলল, আমি মুসলমান নই। ঐ সুন্দর বাড়িটি খান সাহেবের। তিনি মুসলমান। অবশ্য কখনো তাকে নামাজ পড়তে দেখি নি। মদ আর নারী নিয়েই সব

www.smfoundationbd.com

সময় ব্যস্ত থাকেন। তিনি এলাকার প্রভাবশালী লোক। আমার মনে হয় তিনি মসজিদে যেতে শুরু করলে তাঁর দেখাদেখি আরও অনেকে নামাযী হয়ে যাবে।

মাওলানা মুজাফফর সাহেব লোকটিকে ধন্যবাদ দিয়ে বিদায় দিলেন। তারপর অনুমতি নিয়ে ধীরে ধীরে খান সাহেবের বাড়িতে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন, খান সাহেব মদের নেশায় বুঁদ হয়ে পড়ে আছেন। পাশে বসা রয়েছে একজন অনিন্দ্য সুন্দরী নর্তকী।

মাওলানা দৃষ্টি সংযত করলেন। খান সাহেব মাওলানাকে দেখে উঠে বসলেন। তিনি স্বাভাবিক হলে মাওলানা সাহেব অত্যন্ত দরদ মাখা কণ্ঠে কিছু কথা আরজ করলেন। অবশেষে বললেন, ভাই খান সাহেব! আপনি এলাকার মান্যবর ব্যক্তি। প্রভাব প্রতিপত্তির কোন কমতি নেই। আপনি যদি মেহেরবানী করে নামাজ পড়তে শুরু করতেন তবে এলাকার অনেকেই নামাজ পড়তে শুরু করে দিত। সাথে সাথে এ বিরান মসজিদটিও আবাদ হয়ে যেত।

খান সাহেব বললেন, আমার দ্বারা অজু করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এ দুই বদভ্যাস (মদ ও নারী) পরিত্যাগ করাও বোধ হয় আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

খান সাহেবের স্পষ্ট বক্তব্য শুনে মাওলানা সাহেব খানিক চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, আপনি অজু ছাড়াই নামাজ পড়বেন। আর খারাপ অভ্যাস ত্যাগ করতে না পারলে কি আর করা, তা সহই আপনি নামায পড়তে শুরু করুন।

মাওলানার কথায় খান সাহেব খুশি হলেন। ভাবলেন, মদ আর নারীসঙ্গ বর্জন ব্যতীত অজু না করেই যদি নামাজ পড়া যায় তবে অসুবিধা কি? নামাজের সময় হলে চট করে তা আদায় করে নেব। তারপর আবার মদ ও মেয়ে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ব। তাই তিনি মাওলানার সাথে ওয়াদা দিয়ে বললেন, ঠিক আছে, আজ থেকেই আমি নামাজ শুরু করব।

মাওলানা সাহেব খান সাহেবের বাড়ী থেকে বের হয়ে একটু দূরে গিয়ে দু রাকাত নামায পড়লেন। তারপর দুআর মধ্যে অনেক কান্নাকাটি করলেন। দুআ শেষ করার পর এক ব্যক্তি প্রশ্ন করল, হযরত! আজ আপনি এমন দুটি কাজ করলেন, যা ইতিপূর্বে কখনো আপনার মধ্যে দেখি নি। প্রথম বিষয়টি হল, আপনি খান সাহেবকে মদ্যপান ও ব্যভিচার করার অনুমতি দিলেন। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হল, দুআর মধ্যে দীর্ঘক্ষণ অনেক বেশী কান্নাকাটি করলেন।

মাওলানা সাহেব উত্তরে বললেন, ভাই! আমি কেঁদে কেঁদে মহান আল্লাহর কাছে এ কথাই বারবার বলেছি যে, হে করুণাময় খোদা! তোমার এ বান্দার

www.smfoundationbd.com

ব্যাপারে আমার চেষ্টা আমি শেষ করেছি। নামাজের জন্য তার কাছ থেকে ওয়াদা নিয়েছি। হে দয়াময় আল্লাহ! বাকী কাজটুকু তুমি করে দাও। তার অন্তর তো তোমারই হাতে। তুমি তাকে হেদায়েত দাও। যাবতীয় অন্যায় থেকে ফিরে আসার তাওফিক দাও।

মাওলানা সাহেবের দুআ আল্লাহ পাক কবুল করলেন। ফলে জোহরের সময় হলে খান সাহেবের নামাজের কথা মনে হল। তিনি নামাযের জন্য মানসিকভাবে তৈরী নিলেন। তারপর মনে মনে বললেন, আজ যেহেতু প্রথম দিন, তাই নামাজের পূর্বে গোসল করে নেই। আগামীকাল থেকে অজু ছাড়াই নামাজ পড়ব। [উল্লেখ্য যে, গোসলের পর অজু করার প্রয়োজন পড়ে না]

যে কথা সে কাজ। খান সাহেব সুন্দর করে গোসল করলেন। পাক পবিত্র হলেন। উত্তম কাপড় পরিধান করলেন। তারপর মসজিদে গিয়ে নামাজ পড়লেন। নামাজ শেষে বাড়িতে না এসে মসজিদের পার্শ্ববর্তী নিজস্ব বাগানে ঘুরাঘুরি করলেন এবং পূর্বের পবিত্রতা দিয়ে আসর মাগরিব ও ইশার নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে বাসায় গিয়ে দেখলেন, অন্যান্য দিনের মতো আজও নর্তকী উপস্থিত। কিন্তু সে দিকে নজর না দিয়ে তিনি খানা খাওয়ার জন্য সোজা অন্দর মহলে প্রবেশ করলেন। সেখানে যাওয়ার পর যখন স্ত্রীর দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকালেন, তখন তার প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেন। তাই বাইরে এসে নর্তকীকে সম্বোধন করে পরিষ্কার বলে দিলেন, তুমি আর কোন দিন আমার বাড়িতে আসবে না।

প্রিয় পাঠক! এভাবেই মাওলানা মোজাফফর হোসাইন কান্দলভী (রহ.) এর হেকমতপূর্ণ দাওয়াত ও দুআর ফলে বিপদগামী খান সাহেব সঠিক পথের সন্ধান পেলেন। তিনি যদি খান সাহেবের অন্যায় কর্মের কারণে তাকে অবজ্ঞা ভরে দূরে সরিয়ে দিতেন কিংবা কৌশলের আশ্রয় নিয়ে তার শর্ত মেনে না নিতেন, তবে হয়তো খান সাহেবের ভাগ্যে হেদায়েত জুটত না। আসল কথা হল, আল্লাহ পাক যেমনিভাবে ঐসব বুযুর্গকে দাওয়াত ও তাবলিগের প্রবল আগ্রহ দান করেছিলেন, তেমনি এ মহান দায়িত্ব আদায়ের জন্য বিভিন্ন প্রকার হিকমতও প্রদান করেছিলেন।

(সূত্র ঃ আরওয়াহে ছালাছা, পৃষ্ঠা-১৫০)

www.smfoundationbd.com

২

২০

অপরের আরামের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহ.) ছিলেন অত্যন্ত পরিশ্রমী ব্যক্তি। সারাদিন পড়াশুনা, পাঠদান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত থেকে অসাধারণ পরিশ্রম করা সত্ত্বেও নিয়মিত রাত দু'টায় উঠে যেতেন এবং ফজর পর্যন্ত যিকির আযকারে লিপ্ত থাকতেন। রমজান মাস এলে তার মেহনতের মাত্রা আরো বৃদ্ধি পেতো। এ মাসে তিনি রাতের বেলায় কখনোই ঘুমাতেন না। গোটা রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত বন্দেগি ও জিকির অযিফায় মগ্ন থাকতেন। তিনি এত দীর্ঘ সময় নিয়ে তারাবিহের নামাজ আদায় করতেন যে, সেহরির কিছু সময় পূর্বে তা শেষ হত। এজন্য কয়েকজন হাফেজ নির্ধারিত ছিল। তারা প্রত্যেকেই কয়েক পারা করে তারাবিহের নামাজে শুনাতো। এভাবে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করার ফলে হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) এর পা ফুলে যেত এবং এর মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পা ফুলে যাওয়ার সুন্নত আদায় করার সৌভাগ্য নসিব হত।

এভাবে অল্প ঘুম স্বল্প খাবার ও দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করার দরুন শারীরিকভাবে তিনি অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রমজানে সারারাত ব্যাপী তারাবিহ আদায়ের রুটিন একদিনের জন্যও বাদ দেন নি। আজ হযরতের শরীর নেহায়েত দুর্বল। অথচ আগের মতোই গোটা রাত দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ার জন্য তিনি প্রস্তুত। ভক্ত জনেরা দারুন উদ্বিগ্ন। উদ্বিগ্ন বাসার মহিলারাও। এমতাবস্তায় কি করা যায় তা নিয়ে সবাই আলোচনা করল। পরামর্শ করল। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারাবীহের এক ইমাম হাফেজ কেফায়েতুল্লাহকে ডেকে বলা হল, হযরতের শরীর খুবই দুর্বল। তোমার চেহারায়ও ক্লান্তির ছাপ দেখা যাচ্ছে। তাই নামাজ সংক্ষেপ করে পড়িও। স্বীয় কষ্ট ও ক্লান্তির কথা বলে হযরতকে একথা বুঝাতে চেষ্টা কর যে, আজ একটু তাড়াতাড়ি নামাজ শেষ করে দিব।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) অন্যের আরামের প্রতি খুবই খেয়াল রাখতেন। তাই হাফেজ সাহেবের কথায় সহজেই রাযি হয়ে গেলেন। সুতরাং অন্যান্য দিনের তুলনায় আজকের নামাজ বেশ আগেই শেষ হল। নামায শেষ হওয়ার পর হাফেজ সাহেব ভেতরে আর হযরত শাইখুল হিন্দু (রহ.) বাইরে শুয়ে

www.smfoundationbd.com

পড়লেন। বাহ্যিক দৃষ্টিতে হযরতকে শুয়ে পড়তে দেখা গেলেও মূলতঃ তিনি ঘুমান নি। তিনি শুয়ে শুয়ে বোধ হয় একথাই চিন্তা করছিলেন যে, হাফেজ সাহেবদের মূল্য আল্লাহ পাকের দরবারে কত বেশী! তারা আল্লাহর কালামকে কত যত্নের সাথে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বক্ষে ধারণ করে রাখেন। আমাদের হাফেজ সাহেব আজ ক্লান্ত। শরীরটা তাঁর ভাল নেই। এমতাবস্থায় একটু হাত পা টিপে দিলে বেশ আরামের সাথে ঘুমুতে পারবেন। এতে তার ক্লান্ত দেহটা অনেকটা চাঙ্গাও হয়ে উঠবে।

এতটুকু চিন্তা করার পর হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) বিলম্ব করলেন না। ধীর পদে হেঁটে গিয়ে হাফেজ সাহেবের পাশে বসে তার হাত, পা ও মাথা দাবাতে শুরু করলেন। ফলে হাফেজ সাহেবের নিদ্রা আরো গভীর হল। তিনি পরম তৃপ্তিতে আরামের সাথে ঘুমুতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ হাফেজ সাহেবের অনুভব হল, কে যেন আস্তে আস্তে বড়ই সতর্কতার সাথে পা টিপে দিচ্ছে। তিনি সামান্য চোখ মেলে লোকটিকে চিনতে চেষ্টা করলেন। যখন বুঝলেন, স্বয়ং শাইখুল হিন্দ (রহ.) তার খেদমত করছেন, তখন তিনি অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে এক লাফে দাঁড়িয়ে গেলেন। বললেন, হযরত! এ আপনি কি করছেন? আপনি আমার পা দাবিয়ে দিচ্ছেন? জবাবে হযরত শাইখুল হিন্দু (রহ.) বিনম্র স্বরে বললেন, ভাই! এতে তো ক্ষতির কিছুই নেই। তুমি ক্লান্ত, শরীর খারাপ। পা টিপে দিলে একটু আরামের সাথে ঘুমুতে পারবে। সুবহানাল্লাহ! এ ছিল আমাদের পূর্ববর্তী মনীষীদের আখলাক। অন্যের আরামের প্রতি এরূপ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই তারা রাখতেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সকল মুসলমানকে এমন আখলাক নসিব করুন। অপরের সুখ-শান্তি ও আরামের প্রতি সদা-সর্বদা খেয়াল রাখার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সহায়তায় ঃ নূরাণী কাফেলা পৃঃ ৪২

৩

২১

বিরোধীদের সাথেও সুমধুর ব্যবহার

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। এবং একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। (হুজুরাত/১১) উক্ত আয়াতের উপর আকাবিরে দেওবন্দ তথা আমাদের পূর্বসূরী উলামায়ে কেরাম শুধু মুখে নয়, বাস্তবেও আমল করে দেখিয়েছেন।

www.smfoundationbd.com

জনাব আমীর শাহ ছিলেন দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা কাসেম নানুতবী (রহ.) এর বিশিষ্ট খাদেম। একবার কোন এক প্রয়োজনে তিনি খোরজাহ নামক স্থানে গিয়েছিলেন। তখন সেখানে হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.)ও উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের কারণে বেশ কিছু লোক জমা হলো। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসল। এক পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হল।

উক্ত এলাকায় মৌলভী ফজলে রাসূল নামে এক ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি ছিলেন চরম বেদআতী। কেবল বেদআতী নয় বেদআতীদের ইমাম। তিনি নিজেই নতুন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করে উহাকে ইসলামী বিধান ও সাওয়াবের কাজ বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতেন। এতে সাধারণ লোকজন বিভ্রান্ত হত। সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হত।

এক পর্যায়ে আলোচনা করছিলেন, আমীর শাহ খান সাহেব। হযরত কাসেম নানুতবী (রহ.) পাশে উপবিষ্ট। আলোচনার সময় উক্ত বেদআতি মৌলভীর কথা আসল। যেহেতু তিনি বেদআতি ছিলেন, বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, তাই তার নাম উচ্চারণ করার সময় হঠাৎ খান সাহেবের মুখ থেকে ফজলে রাসূলের পরিবর্তে ফসলে রাসূল বেরিয়ে এল। ফজলে রাসূল মানে রাসূলের অনুগ্রহ। আর ফসলে রাসূল মানে রাসূলকে উম্মত থেকে বিচ্ছিন্নকারী।

নামের বিকৃতি ও অশুদ্ধ উচ্চারণ শুনে কাসেম নানুতবী (রহ.) স্থির থাকতে পারলেন না। তিনি ভীষণ রাগান্বিত হয়ে খান সাহেবকে প্রশ্ন করলেন, লোকেরা তাকে কি বলে ডাকে? তুমি যেভাবে লোকটির নাম উচ্চারণ করেছ তার প্রকৃত নাম কি এটিই? জবাবে খান সাহেব বললেন, জ্বী না হুজুর, তার আসল নাম ফজলে রাসুল। ফসলে রাসূল নয়। তিনি বললেন, তাহলে তুমি ফসলে রাসূল বলছো কেন? খান সাহেব বললেন, হুজুর অনিচ্ছায় মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে। হযরত থানভী (রহ.) এ ঘটনার উপর মন্তব্য করতে গিয়ে পূর্বে বর্ণিত আয়াতটির উদ্ধৃতি দিয়ে বললেন, এ সকল মহান বুযুর্গ এ আয়াতের উপর পরিপূর্ণরূপে আমল করতেন, এমনকি বিরোধী সম্প্রদায়ের বেলায়ও।

(আরওয়াহে ছালাছা পৃঃ ১৭৫)

www.smfoundationbd.com

৪

২২

পরহেযগারীর অনন্য নযির

দারুল উলূম দেওবন্দের দ্বিতীয় মুহতামিম হযরত মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব (রহ.) ছিলেন একজন উঁচু স্তরের আল্লাহর ওলি। তিনি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার আলেম না হলেও প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। তিনি হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গণি মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহ.) এর পক্ষ থেকে খেলাফত প্রাপ্ত হন এবং প্রায় ১৯ বছর যাবৎ দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। হযরত মাওলানা কাসেম নানূতবী (রহ.) তার সম্পর্কে বলেন, মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব এবং মাওলানা রশীদ আহমদ গাংগুহী (রহ.) এর মধ্যে পার্থক্য এতটুকুই যে, হযরত গংগুহী আলেম, আর তিনি আলেম নন। অন্যথায় আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে উভয়েই একই স্তরের বুযুর্গ ছিলেন। নিম্নোক্ত ঘটনাটি সেই মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব (রহ.) কে কেন্দ্র করেই।

মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব একটি গাভী পালতেন। গাভীটি দেখা শুনার জন্য একজন খাদেম ছিল। একদিন খাদেম গাভীটি মাদরাসার মাঠে বেঁধে রেখে কোন এক কাজে বাইরে চলে গিয়েছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি এসে দেখল মুহতামিম সাহেবের গাভীটি মাদরাসার মাঠে ঘাস খাচ্ছে। সে হযরতকে ভাল নজরে দেখত না। মনে মনে বিদ্বেষ পোষণ করত। এবার মাঠে গাভী দেখে সে সুযোগ পেয়ে গেল। মনে মনে ভাবল, তাকে দু'চার কথা বলার এই তো মোক্ষম সুযোগ। এ সুযোগ কিছুতেই হাত ছাড়া করা যায় না।

লোকটি প্রথমে মাওলানা রফীউদ্দীন (রহ.) বর্তমানে কোথায় অবস্থান করছেন তা লোকদের জিজ্ঞেস করে জেনে নিল। তারপর তার কাছে গিয়ে আপত্তি করে বলল, মাদরাসার মাঠ কি আপনার ব্যক্তিগত? এর ঘাস কি আপনার গাভী পালনের জন্য? বুযুর্গী কি একেই বলে?

সে এক শ্বাসে কথাগুলো বলে শেষ করল। মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব (রহ.) তার কথার কোন জবাব দিলেন না। রাগও করলেন না। বরং সঙ্গে সঙ্গে গাভীটি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসায় দান করে দিলেন। লোকটি হযরতের তাকওয়া ও পরহেযগারীর নমুনা দেখে আশ্চর্য হল এবং আপন ভুল বুঝতে পেরে নিজেই নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে চলে গেল।

www.smfoundationbd.com

প্রিয় পাঠক! এক্ষেত্রে হযরতের উযর ছিল একেবারেই স্পষ্ট। কেননা তিনি নিজে ইচ্ছে করে ঘাস খাওয়ান নি। কিন্তু যেহেতু এসকল মহান বুযুর্গ তাকওয়া ও পরহেযগারীর উঁচু স্তরে আরোহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাই মাদরাসার মাঠের সামান্য ঘাস খাওয়ার কারণে তিনি প্রিয় গাভীটিই উহাতে দান করে দিলেন। উপরন্ত তিরস্কারকারীকেও কিছু বললেন না। সুবহানাল্লাহ!

(আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে # আমরা যাদের উত্তরসূরী পৃঃ ৩৮)

৫

২৩

উঁচু পর্যায়ের চিন্তা ভাবনা

হযরত মাওলানা সাইয়েদ আসগর হুসাইন সাহেব (রহ.) ছিলেন হাদীসের সুপন্ডিত এবং অনেক উঁচু পর্যায়ের আলেম। স্বল্পভাষী এ মনীষী দারুল উলূম দেওবন্দে আবু দাউদ শরীফ পড়াতেন। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানে এখনো এমন হাজারো ছাত্র রয়েছেন যাঁরা তাঁর নিকট এ কিতাবখানা পড়েছেন। আমি এখন এ মহান বুযুর্গেরই একটি শিক্ষণীয় ঘটনা পাঠক-পাঠিকাদের সামনে তুলে ধরছি।

পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি আল্লামা তাকী উসমানী (দামাত বারাকা তুহুম) তার মুহতারাম পিতা মুফতি মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহ.) থেকে ঘটনা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মাওলানা সাইয়েদ আসগর হুসাইন সাহেব (রহ.) এর অন্দর মহল ও বৈঠকখানা কাঁচা মাটির তৈরী ছিল। প্রতি বছর বর্ষার সময় এর মেরামত ও লেপানোর প্রয়োজন হত। এতে অনেক টাকা ব্যয় হত। একবার আমার পিতা মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) সাইয়েদ সাহেব (রহ.) কে বললেন, হযরত! প্রতি বছর আপনার ঘর মেরামত ও লেপানো বাবদ যে টাকা খরচ হয়, যদি তা না করে কিছু টাকা অতিরিক্ত খরচ করে পাকা ইট দিয়ে ঘরখানা তৈরী করে নেন, তবে তিন বৎসরের মেরামতের খরচেই তা হয়ে যাবে। উপরন্ত এর দ্বারা আপনি স্থায়িভাবে একটি পরিশ্রম থেকেও মুক্তি পাবেন।

সাইয়েদ সাহেব (রহ.) একথা শুনে বললেন, আপনার কথাতো খুবই যুক্তিসংগত। আমল করার উপযোগীই বটে। আমি বুড়ো হয়ে গেছি কিনা, সেজন্য বোধ হয় সেদিকে আমার খেয়ালই যায় নি। অতঃপর কিছু সময় নীরব থেকে তিনি আসল কথাটি বললেন, ভাই! তুমি লক্ষ্য করলে দেখবে, আমার

www.smfoundationbd.com

বাড়ীর আশে পাশের লোকদের অধিকাংশই গরিব। তাদের ঘরগুলো কাঁচা। ঘর পাকা করার মতো সামর্থ তাদের নেই। এমতাবস্থায় আমি যদি নিজের বাড়ি পাকা করি তাহলে তারা মনে মনে আফসোস করে বলবে, "আহা! আমাদের যদি টাকা থাকত, তবে আমরাও মাওলানা সাহেবের মতো ঘর পাকা করে নিতাম।" আর আমার এত টাকা পয়সাও নেই যে, সকলের ঘর পাকা করে দেব।

সম্মানিত পাঠক! একটু চিন্তা করে দেখুন, এসব মনীষীরা মানুষ ও প্রতিবেশীদের প্রতি কতটা খেয়াল রাখতেন। আর আমাদের কারো কারো অবস্থা এই যে, পকেটে কয়েকটা টাকা এলে, ঘর বাড়ি পাকা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, ভাবি, এতে আমার সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, লোকজন সম্পদশালী বলে ধারণা করবে, সকলেই সমীহ করে চলবে ইত্যাদি।

হযরত মুফতি শফী সাহেব (রহ.) এ ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, সাইয়েদ সাহেবের উপরোক্ত বক্তব্যের পরেই বুঝতে পারলাম, এসব মনীষীরা এত উঁচু পর্যায়ের চিন্তা-ভাবনা করেন, যে স্তরে সকলের চিন্তা পৌঁছতে পারে না। সুতরাং যতদিন না তার প্রতিবেশীদের বাড়ি পাকা হয়েছে ততদিন তিনি নিজের বাড়ি পাকা করেন নি।

(নুকুশ ও তায়াছছুরাত পৃঃ ৪০)

৬

২৪

আজীব রসিকতা

রামপুরের এক সম্ভ্রান্ত পরিবার। শুধু সম্ভ্রান্ত নয় শ্রেষ্ঠও। এই শ্রেষ্ঠত্বের কারণ কেবল দ্বীনদারীর কারণে নয়, পার্থিব কারণেও। আকাবিরে দেওবন্দের সবার সাথেই এই পরিবারের সম্পর্ক ছিল। হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান রামপুরী ছিলেন সেই পরিবারেরই সন্তান। পরবর্তীতে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের মুহতামিম (প্রিন্সিপাল) হযরত মাওলানা কারী তাইয়্যেব সাহেব (রহ.) এর শ্বশুর হওয়ারও সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। নিম্ন বর্ণিত ঘটনাটি সেই মাহমুদ হাসান রামপুরী সাহেবের ছাত্র জীবনের একটি ঘটনা।

মাওলানা মাহমুদ হাসান রামপুরী সাহেব যখন ইলমে দ্বীন তথা ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করার জন্য দারুল উলূম দেওবন্দে আসেন তখন দেওবন্দের একটি ক্ষুদ্র মসজিদ সংলগ্ন কামরায় তাঁর থাকার ব্যবস্থা হল। এ মসজিদটি তখন ছোট

www.smfoundationbd.com

মসজিদ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.) সেখান দিয়েই দেওবন্দ মাদরাসায় যাতায়াত করতেন। একদিন তিনি ঐ এলাকা অতিক্রম করার সময় মাওলানা মাহমুদ সাহেবকে তথায় দাঁড়ানো দেখলেন। তিনি পূর্ব থেকেই তাঁকে চিনতেন। কিন্তু এখানে কেন, কিভাবে এবং কখন এসেছে তা তার জানা ছিল না। তাই তাঁকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন- মাহমুদ! কবে এসেছো? বিশেষ কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছো কি? তিনি জবাবে সব কিছু বিস্তারিত খুলে বললেন। সাথে সাথে এও জানালেন যে, আমি এ মসজিদের একটি কামরায় রাত্রি যাপন করি।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) তাঁর থাকার কামরায় প্রবেশ করলেন। দেখলেন, শোয়ার জন্য মেঝের উপর কেবল একটি বিছানা পাতা আছে মাত্র। খাট-চৌকি কিছুই নেই। একেবারেই সাদাসিধে অবস্থা। এ দৃশ্য দেখে তখন তিনি চলে এলেন ঠিকই কিন্তু মনে মনে ভাবতে লাগলেন, মাহমুদ তো রামপুরের জমিদারের সন্তান, নিশ্চয় সে মেঝের উপর শুয়ে অভ্যস্থ নয়। সম্ভবতঃ এখানে তার কষ্ট হচ্ছে। এসব কথা ভাবতে ভাবতে তিনি বাড়িতে পৌছলেন। তারপর দেরি না করে কাউকে কিছু না বলে নিজেই মাথায় করে একটি চৌকি নিয়ে ছোট মসজিদের দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর বাড়ি ছোট মসজিদ থেকে অনেক দূরে ছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি বাজার ও অলিগলি পেরিয়ে অনেক কষ্ট করে ছোট মসজিদের কাছে এসে পৌছলেন। মাওলানা মাহমুদ সাহেব তখন মসজিদ থেকে বের হচ্ছিলেন। এ সময় তিনি শাইখুল হিন্দ (রহ.)কে দেখতে না পেলেও শাইখুল হিন্দ (রহ.) তাকে দেখে ফেললেন। এবার তিনি ভাবতে লাগলেন, যদি সে আমাকে চৌকি বহন করতে দেখে এবং শুনে যে, এ চৌকি তার জন্যই আনা হয়েছে, তখন সে নিশ্চয় লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে। মনে মনে ভাববে যে, শাইখুল হিন্দ (রহ.) আমার জন্য স্বয়ং এত কষ্ট করলেন। কাজেই মাওলানা মাহমুদ সাহেবকে দেখা মাত্রই তিনি চৌকি নিচে নামিয়ে তাকে ডেকে এনে রসিকতার স্বরে বললেন, নাও মিয়া! নিজের চৌকি নিজের কামরায় নিয়ে যাও। আমিও শাইখের ছেলে, কারো চাকর তো নই।

প্রিয় পাঠক-পাঠিকা! আলোচ্য ঘটনার দুটি দিক অত্যন্ত লক্ষণীয়। প্রথমতঃ হযরত শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান (রহ.) এত বড় আলেম ও বুযুর্গ হওয়া সত্ত্বেও একজন ছাত্রের কষ্টের কথা চিন্তা করতঃ নিজে মাথায় করে চৌকি নিয়ে এলেন। একজন মানুষের হৃদয় কতটা পরিষ্কার ও নিরহংকার হলে এমনটি করা যায় তা সহজেই অনুমান করা যায়। দ্বিতীয়ত 'আমিও শাইখের ছেলে, কারো চাকর তো নই'- এ উক্তি দ্বারা যদিও বাহ্যত নিজের বড়ত্ব প্রকাশ হয়, কিন্তু

www.smfoundationbd.com

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) যে অহংকার ও বড়ত্ব প্রকাশের জন্য কথাটি বলেন নি, বরং বলেছেন- কৌতুক করে, ছাত্রটিকে লজ্জা থেকে বাঁচানোর জন্য–এ কথা বোধ হয় সকল পাঠকই বুঝতে পেরেছেন। বস্তুত এ কথাটিও হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) এর হৃদয়ের বিশালতাকে সুন্দরভাবে প্রমাণ করে।

(সূত্র ঃ আকাবেরে দেওবন্দ কেয়া থে।)

৭

২৫

স্মৃতি শক্তির প্রখরতা

হযরত মাওলানা ক্বারী তাইয়েব সাহেব (রহ.) বলেন, খিলাফত আন্দোলন চলাকালে একদিন এক আলোচনা সভা শুরু হয়। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল ইমারাতে শরইয়্যাহ বা জনগণের পক্ষ থেকে বিচারক নির্ধারণ। বক্তারা উক্ত বিষয়ের পক্ষে বিপক্ষে দলীল প্রমাণসহ স্বাধীন মতামত পেশ করতে থাকেন। এরই ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে মৌলভী সুবহানাল্লাহ খান আপন বক্তব্যের সমর্থনে পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরামের লিখিত কিতাবাদি থেকে এমন কিছু কথা উদ্ধৃতি হিসেবে পেশ করেন, যা অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতের বিরোধী ছিল। সভা শেষ হলে খান সাহেব তা লিখে নিয়ে দেওবন্দ মাদরাসায় আসলেন এবং উলামায়ে কেরামের মজলিসে তা পেশ করলেন। এ সময় দারুল উলূম দেওবন্দের সকল আকাবির হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) এর কক্ষে অবস্থান করছিলেন। তাঁরা খান সাহেবের পেশকৃত উদ্ধৃতি দেখে হয়রান হয়ে গেলেন। ডুবে গেলেন চিন্তার অথৈ সাগরে। কি করবেন তাঁরা কিছুই ভেবে পাচ্ছিলেন না। কারণ তাঁরা এসব উদ্ধৃতি গ্রহণও করতে পারছিলেন না, আবার প্রত্যাখ্যানও করতে পারছিলেন না। গ্রহণ করতে পারছিলেন না এজন্য যে, এসব উদ্ধৃতি বেশীর ভাগ উলামায়ে কেরামের মতের পরিপন্থী ছিল। আর প্রত্যাখ্যান করতে পারছিলেন না এজন্য যে, এসব উদ্ধৃতি এমন এক মহান ব্যক্তিত্বের কিতাব থেকে আনা হয়েছে যিনি সকলের নিকট এক বাক্যে গ্রহণীয়। উপরন্ত এসব উদ্ধৃতি এত পরিষ্কার ও স্পষ্ট ছিল যে, এর গ্রহণযোগ্য এমন কোন ব্যাখ্যা করারও অবকাশ ছিল না, যা অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতের অনুরূপ হয়।

এ সময় হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) জরুরত সারার জন্য বাথরুমে গিয়েছিলেন। তিনি যখন অজু করে ফিরে আসলেন, তখন তার সামনে

www.smfoundationbd.com

আলোচ্য সমস্যাটি তুলে ধরা হল। হযরত শাহ সাহেব (রহ.) চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী হাসবুনাল্লাহ (অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট) বললেন। তারপর ভালমতো বসে উদ্ধৃতিটি হাতে নিয়ে মনোযোগ সহকারে দেখতে লাগলেন।

উপস্থিত উলামায়ে কেরাম সকলেই হযরত শাহ সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। কক্ষে পিনপতন নীরবতা। কেউ কোন কথা বলছেন না। এক সময় শাহ সাহেব নিজেই নীরবতাকে খান খান করে ভেঙ্গে দিয়ে মাথা উঠিয়ে বললেন, এই উদ্ধৃতিকে কাটছাট করে পরিবর্তন করা হয়েছে। দুই লাইনকে মিলিয়ে এক লাইন করা হয়েছে এবং মাঝখান থেকে এক লাইন ছেড়ে দেয়া হয়েছে।

শাহ সাহেব (রহ.) এর কথা শেষ হওয়ার সাথে সাথে কুতুবখানা থেকে ঐ কিতাবটি আনা হল। কিতাব খুলে দেখা গেল, শাহ সাহেব (রহ.) এর কথা সম্পূর্ণ সঠিক। তিনি যা বলেছেন তার বিন্দু পরিমাণও ওদিক সেদিক হয় নি। যখন বাদ দেওয়া লাইনটি মিলিয়ে পূর্ণ অংশটুকুর অর্থ করা হলো, তখন দেখা গেল, তা মৌলভী সুবহানাল্লাহ খানের মতের বিপক্ষে এবং অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতের পক্ষে যায়। এভাবেই হযরত শাহ সাহেব (রহ.) সকল আলেমকে দুশ্চিন্তা ও পেরেশানী থেকে মুক্ত করলেন।

প্রিয় পাঠক! চিন্তা করে দেখুন, একজন মানুষের স্মরণশক্তি কতটা প্রখর হলে অক্ষরে অক্ষরে এভাবে ভুল সংশোধন করতে পারেন।

(হায়াতে আনোয়ার পৃঃ ২২৯)

৮

২৬

অনুপম আখলাক

মাওলানা মোযাফফর হোসাইন কান্দলভী (রহ.) ছিলেন বহু উঁচু মাপের একজন আলেম ও আল্লাহর ওলি। কিন্তু এতবড় মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মধ্যে কোন অহংকার ছিল না। ছিল না নিজেকে জনসম্মুখে উঁচু করে তুলে ধরার কোন উচ্চাভিলাষ। বরং মানুষ যে মানুষের জন্য এ কথাটিই তিনি বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করে ছেড়েছেন। মানব সেবাকে তিনি জীবনের প্রধান ব্রত হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। এমনকি কল্যাণমূলক কিছু কিছু কাজকে তিনি স্বীয় অভ্যাসে পরিণত করে ছিলেন। এসব কাজের মধ্যে একটি কাজ এই ছিল যে, প্রতিদিন তিনি ইশরাক নামাজ আদায় করে এক এক করে আশে পাশের সকল আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে যেতেন। জিজ্ঞেস করতেন আজকে

www.smfoundationbd.com

বাজার থেকে তোমাদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস কি আনতে হবে? যেসব বাড়িতে যে দিন বাজার করার কোন লোক থাকত না তারা হযরতের নিকট প্রয়োজনীয় জিনিসের লিষ্ট দিতেন। হযরত সেই লিষ্ট মোতাবেক মালামাল কিনে নিজ কাঁধে বহন করে প্রত্যেকের বাড়ি পৌঁছে দিতেন। আরো আশ্চর্যের কথা হল, সে সময় লোকদের নিকট নগদ টাকা পয়সা খুব কমই থাকত। যার ফলে অধিকাংশ সময় বাজার থেকে কোন কিছু আনতে হলে তরি-তরকারী, শস্য-ফসলাদি বাজারে নিয়ে বিক্রি করে সেই পয়সা দিয়ে প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে হত। সুতরাং তিনি প্রতিদিন লোকদের বাড়ি থেকে বিক্রয়ের জন্য শস্য ফসলাদি কাপড়ে বেঁধে কাঁধে করে বাজারে নিয়ে যেতেন এবং তার বিনিময়ে প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতেন। সুবহানাল্লাহ।

(আরওয়াহে ছালাছাহ পৃঃ ১৫৩)

৯
২৭

চেহারায়ও ছিল সততার চিহ্ন

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) বলেন, একদা হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (রহ.) রেঙ্গুন সফর শেষে সাহারানপুর ফিরে আসছিলেন। যে কোন সফর থেকে ফিরে আসার সময় অনেকেই হযরতকে অভ্যর্থনা জানায়। অভ্যর্থনার কাজটি সাধারণত রেল স্টেশনেই হতো। আমি তখন স্টেশনের কাছেই পাঠানপুরা নামক স্থানে অবস্থান করছিলাম। তাই রেঙ্গুন সফর শেষে হযরত ফিরে আসছেন শুনে মনে মনে ভাবলাম, স্টেশনে গিয়ে কোন দিন তো হযরতকে অভ্যর্থনা জানানোর সুযোগ হয়নি, আজ যখন কাছাকাছি আছি কাজেই স্টেশনে গিয়ে হযরতকে অভ্যর্থনা জানানো দরকার।

আমি স্টেশনের দিকে রওয়ানা দিলাম। কিন্তু পকেটে তখন একটি পয়সাও ছিল না। তাই মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, স্টেশনে পরিচিত অনেক লোক আসবে, তাদের কারো কাছ থেকে কয়েকটি পয়সা কর্জ নিব। উহা দিয়ে 'প্লাট ফরম টিকেট' ক্রয় করে ভিতরে প্রবেশ করব। কিন্তু প্লাট ফরমের বাইরে পরিচিত কাউকে খুঁজে পেলাম না। কারণ, গাড়ি আসার সময় নিকটবর্তী হয়ে যাওয়ায় সকলেই হযরতকে এস্তেকবালের জন্য ভিতরে চলে গিয়েছিল।

www.smfoundationbd.com

কাউকে না পেয়ে আমি দেরী করলাম না। সরাসরি টিকেট কাউন্টারে গিয়ে শিখ বাবুকে বললাম, আমার নিকট এ মুহূর্তে পয়সা নেই। যদি সম্ভব হয় তবে বাকীতে একটি প্লাটফরম টিকিট দিন। বাবু আমার দিকে এক নজর তাকালেন। তারপর কিছু না বলে সাথে সাথে একটি টিকেট এগিয়ে দিলেন। আমি প্লাট ফরমে প্রবেশ করলাম।

ভিতরে গিয়ে সর্বপ্রথম সাহারানপুর মাদরাসার শিক্ষক মাওলানা মনযুর আহমাদ খান সাহেবের সাথে দেখা হল। আমি তাঁকে বললাম, পকেটে কি চারটি পয়সা হবে? তিনি বললেন, চার পয়সা কেন, অনেক আছে। আমি বললাম, আমার বেশী পয়সার প্রয়োজন নেই। চার পয়সা হলেই চলবে। আপনি যদি কষ্ট মনে না করেন তাহলে টিকেট কাউন্টারে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে শিখ বাবুকে চারটি পয়সা দিয়ে আসুন। সেই সাথে তাঁকে আমার অসংখ্য ধন্যবাদ জানাতেও ভুলে যাবেন না। কারণ আমি তাঁর কাছ থেকে প্লাট ফরম টিকেট বাকী নিয়ে এসেছি।

আমার কথা শুনে মাওলানা সাহেব বললেন, আপনি আমার সাথে ঠাট্টা করছেন কেন? প্লাট ফরমের টিকেটও কি বাকীতে পাওয়া যায়? আমি বললাম, পাওয়া তো যায় না, কিন্তু যার সব কিছুই বাকী আর ঋণের উপর চলে, সে অবশ্য পেয়ে যায়।

এসব কথাবার্তার পরও মাওলানা ব্যাপারটিকে হাসি মযাক করে উড়িয়ে দিলেন। তিনি বিশ্বাসই করতে পারলেন না যে, প্লাট ফরমের টিকিটও বাকীতে হয়। তাই শেষ অবধি বলেই ফেললেন, আমার পক্ষে এ কাজ সম্ভব নয়। তখন আমি বললাম, ঠিক আছে, পয়সাগুলো আমার হাতে দিন। আমিই দিয়ে আসি। তিনি পয়সা দিয়ে দিলেন।

আমি পয়সাগুলো পকেটে রেখে কাউন্টারের দিকে রওয়ানা দিলাম। কিন্তু মাওলানা মনযুর সাহেব আমার আগেই দ্রুত কাউন্টারে পৌছে শিখ বাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, একটু পূর্বে কেউ কি আপনার কাছ থেকে প্লাট ফরম টিকেট বাকীতে নিয়েছে? বাবু বললেন, হ্যাঁ, নিয়েছে। মাওলানা বিস্ময়ের স্বরে বললেন, প্লাট ফরম টিকেটও কি বাকীতে বিক্রি হয়? বাবু বললেন, বিক্রি তো হয় না, কিন্তু লোকটির চেহারা ও আকৃতি বলছিল, সে মিথ্যা বলছে না এবং ধোকাও দিবে না। তাই আমি টিকেট দিয়ে দিয়েছি।

প্রিয় পাঠক, যারা সৎ, নিষ্ঠাবান ও আদর্শ মানুষ তাদের চেহারায়ও সততার চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠে। দেখলেই মনে হয়, লোকটি ভাল; প্রতারক কিংবা

www.smfoundationbd.com

প্রবঞ্চক নয়। শুধু মুসলমান কেন, অন্য ধর্মাবলম্বীরাও বিষয়টি বুঝতে পারে। যেমন শাইখুল হাদীস হযরত যাকারিয়া (রহ.)কে দেখে বুঝতে পেরেছিলেন অন্য ধর্মের অনুসারী শিখ বাবুও। তাই আসুন, আমরাও সৎ হই, আদর্শ মানুষ হই। এতে শুধু আখেরাতের ফায়দাই হবে না, দুনিয়াতেও অনেক অনেক বিপদের হাত থেকে সহজে পার পাওয়া যাবে।

(আকাবিরে দেওবন্দ কিয়া থে)

২৮

দায়িত্ব পালনে সচেতনতা

মাজাহেরে উলূম মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা মাজহার সাহেব নানুতবী (রহ.) এর একটি বিশেষ অভ্যাস ছিল। এ অভ্যাসের কথা শুধু ছাত্রদের মধ্যেই নয়, এলাকার লোকদের মাঝেও ব্যাপকভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। অভ্যাসটি হল, মাদরাসা চলাকালীন সময়ে যখন মাওলানার কোন প্রিয়জন সাক্ষাতের জন্য আসতেন, তখন তার সাথে কথাবার্তা বলার সময় ঘড়ি দেখে নিতেন। যখন মেহমান প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করে চলে যেতেন তখন আবারও তিনি ঘড়ি দেখতেন। উদ্দেশ্য হল, মেহমানের জন্য তিনি কতটুকু সময় ব্যয় করলেন, তা অবগত হওয়া।

ঘড়ি দেখে সময় হিসাব করার পর একটি ছোট্ট কাগজে তিনি সময়ের পরিমাণ বিস্তারিত লিখে রাখতেন। অর্থাৎ তারিখ, ঘন্টা, মিনিট সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে লিখতেন। অতঃপর মাস শেষ হলে সবগুলো সময় একত্রিত করে যদি অর্ধ দিবস থেকে বেশী হত, তাহলে পূর্ণ একদিনের ছুটি মাদরাসা থেকে লিখিয়ে নিতেন। আর যদি অর্ধ দিবস থেকে কম হত, তবে অর্ধ দিনের ছুটি লিখিয়ে নিতেন। অবশ্য কেহ যদি ফাতাওয়া মাসআলা ইত্যাদি জিজ্ঞেস করতে আসত কিংবা মাদরাসার কোন প্রয়োজনে আসত তবে তা লিখতেন না।

মুহতারাম পাঠকবৃন্দ! আমরা অনেকেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরী করি। কোন কোন প্রতিষ্ঠান সরকারি, আবার কোন কোনটি বেসরকারি। কিন্তু প্রতিষ্ঠান সরকারি বেসকারি যাই হউক না কেন এর সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেলায় একটি কথা সমানভাবে প্রযোজ্য যে, প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে মাস শেষে আমাদেরকে যে পরিমাণ বেতন-অযীফা দেয়া হয় তা কিন্তু গোটা মাসের

www.smfoundationbd.com

প্রত্যেক দিনের ডিউটির জন্য নির্ধারিত সময়ের পরিবর্তেই দেওয়া হয়। সুতরাং উক্ত প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সংশ্লিষ্ট সকলেরই উচিত ছিল নির্দিষ্ট সময়ের সবটুকুই প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাসময়ে সুন্দর ও সুচারুরূপে আদায় করা। কিন্তু বাস্তব সত্য কি এটা নয় যে, আমরা কেউ কেউ এ বিষয়টিকে এতটা গভীরে নিয়ে কখনোই চিন্তা করি নি। অথবা করলেও আমলে আনতে পারি নি। উপরন্তু সরকারি প্রতিষ্ঠানের অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং যেসব প্রতিষ্ঠানে জবাবদিহিতার কোন বালাই নেই, সেসব প্রতিষ্ঠানের লোকজন তো মনে করে আমি আমার দায়িত্ব পালন করি বা না করি, আমার বেতন তো ঠিক আছে।

ভাইজান! আপনি কি একটু চিন্তা করে দেখেছেন যে, দায়িত্বে অবহেলার কারণে কেউ হয়তো আপনাকে কিছু বলল না এবং আপনার বেতনও কাটা গেল না, কিন্তু সকল বিচারকের বিচারক মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে আপনি কি জবাব দিবেন? আপনি কি খেয়াল করে দেখেছেন যে, ঠিকমত দায়িত্ব পালন না করে প্রতিষ্ঠানের যে ক্ষতি করেছেন তার বদলা সেদিন অবশ্যই আপনাকে দিতে হবে? তাই আসুন, আমরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যের ব্যাপারে সচেতন হই এবং একশভাগ তা পালন করার চেষ্টা করি। যদি কোন সময় কর্তব্য পালনে কিছুটা ত্রুটি হয়ে যায় সেজন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই এবং হযরত মাজহার সাহেব নানুতবী (রহ.) এর তরীকা অবলম্বন করি। তবেই আমরা তাকওয়ার সুউচ্চ সিঁড়িতে আরোহণ করতে সক্ষম হব। হে দয়াময় প্রতিপালক! তুমি আমাদের সকলকে নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিক ঠিক মত আদায় করার তাওফীক দাও। আমীন।

(আপ বীতি ১ঃ২৭)

২৯

মানুষ হিসেবে সবাই সমান

একবার হযরত হোসাইন আহমাদ মাদানী (রহ.) ট্রেনে চড়ে সফর করছিলেন। তিনি যে বগিতে ছিলেন, সে বগিতে একজন হিন্দু বাহাদুরও ছিল। অনেক পথ চলার পর এক সময় হিন্দু লোকটির বাথরুমে যাওয়ার প্রয়োজন দেখা দিল। সে বাথরুমে গেল ঠিকই কিন্তু প্রয়োজন না সেরেই দ্রুত বেরিয়ে এল। হযরত মাদানী (রহ.) ব্যাপারটি লক্ষ্য করলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন, বাথরুমটি হয়তো নেহায়েত অপরিষ্কার। আর এজন্যেই লোকটি হাজত পূর্ণ না করে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

www.smfoundationbd.com

হযরত মাদানী (রহ.) একটু দেরী করলেন। তারপর হিন্দু লোকটির অলক্ষ্যে হঠাৎ বাথরুমে প্রবেশ করে দেখলেন, তিনি যা ভেবেছিলেন ঘটনা তাই। সম্পূর্ণ বাথরুম একেবারে ময়লাযুক্ত ও অপরিচ্ছন্ন। একজন ভদ্র ও পরিচ্ছন্ন মনের মানুষ কখনোই এরূপ বাথরুম ব্যবহার করতে পারবেন না।

হযরত মাদানী (রহ.) দেরী করলেন না। পরিচ্ছনতার কাজে লেগে গেলেন। নিজ হাতে ঘষে মেজে পুরো বাথরুম ঝকঝকে পরিষ্কার করে তুললেন। তারপর হাত মুখ ধুয়ে আপন স্থানে ফিরে এলেন।

কিছুক্ষণ পর হযরত মাদানী (রহ.) হিন্দু লোকটিকে সম্বোধন করে বিনয়ের স্বরে বললেন, ভাইজান! আপনাকে দেখলাম, বাথরুমে গিয়েই ফিরে এসেছেন। একটুও দেরী করেন নি। তবে কি সেখানে প্রয়োজনীয় সবকিছু ঠিকমত নেই? লোকটি বলল, সবকিছু ঠিকমতোই আছে কিন্তু এত নোংরা ও বিশ্রী অবস্থা যে, তা ব্যবহার করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না।

হযরত মাদানী (রহ.) বললেন, কি বলছেন আপনি? বাথরুম তো একেবারে পরিষ্কার। ট্রেনের বাথরুমগুলো এত পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকে তা তো আমার জানাই ছিল না। বিশ্বাস না করলে আপনি আবার দেখে আসুন।

লোকটি বাথরুমে গেল। দেখল, হুজুরের কথাই ঠিক। সে তার প্রয়োজন সারল। তারপর প্রকৃত ঘটনা আঁচ করতে পেরে মাদানী (রহ.) এর উপর খুবই খুশি হল। মুগ্ধ হল সীমাহীন।

প্রিয় পাঠক! আলোচ্য ঘটনার মাধ্যমে হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) সকলের চোখে আঙ্গুল দিয়ে একথাই বুঝিয়ে দিলেন যে, ধর্মের কারণে মর্যাদার দিক দিয়ে মানুষের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান থাকলেও মানুষ হিসেবে সকলেই সমান। কারো মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। তাই আসুন, আমরাও একথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি এবং খোদার সৃষ্ট জীব হিসেবে যথাসাধ্য সকলের খেদমত করার চেষ্টা করি।

(আকাবিরে দেওবন্দ কেয়া থে)

৩০

মেহমানের খেদমত

গভীর রাতে দীর্ঘ পথ সফর শেষে হযরত গঙ্গোহী (রহ.) এর এক ভক্ত রায়পুর এসে উপস্থিত হল। লোকটি ছিল বেশ ক্লান্ত। যদিও ঘুমানোর পূর্বে

www.smfoundationbd.com

কয়েকটি জরুরী কাজ সমাধা করে ঘুমানো প্রয়োজন ছিল, কিন্তু দীর্ঘ সফরের ক্লান্তি তাকে বেশীক্ষণ জেগে থাকতে দিল না। তাই এক পাশে শুয়ে কোন সময় যে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল তা সে নিজেও টের পেল না।

ক্রমে ক্রমে রাত আরো গভীর হল। কিছুক্ষণ পর সে অনুভব করল, কে যেন তার পায়ের কাছে বসে আস্তে আস্তে পা টিপে দিচ্ছে। কিন্তু খুব সাবধানে, যেন ঘুম ভেঙ্গে না যায়।

লোকটি প্রথমে ভাবল, হযরত হয়তো কোন খাদেমকে এ কাজের জন্য পাঠিয়েছেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার ভুল ভাঙ্গল। সে দেখল, স্বয়ং হযরত শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী (রহ.) পা দাবিয়ে দিচ্ছেন। এ দৃশ্য দেখে লোকটি ঘাবড়ে গেল এবং সাথে সাথে লাফ দিয়ে খাট থেকে নেমে এল। তারপর বলল, হযরত এ কি গযবের কাজ করছেন? হযরত বললেন, ভাই! এতে অসুবিধার কি আছে? দীর্ঘ পথ সফর করে এসেছ। এখন তুমি দারুণ ক্লান্ত। সুতরাং দেরী না করে শুয়ে পড়। একটু খেদমত করে দেই, আরাম পাবে। লোকটি বলল, হযরত! আমাকে মাফ করুন। আমি আপনার কথা রাখতে পারছি না। কারণ আমি এমন আরাম কখনোই কামনা করিনা যার জন্য স্বয়ং হযরতকে কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

[আপ বীতি, আকাবির কা তাকওয়া।]

৩১

হিসাবের ভয়

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী (রহ.) এর ঘটনা। একদা তিনি কানপুর থেকে সাহারানপুর যাচ্ছিলেন। সাথে সামান্য আখ ছিল। ভাড়া আদায়ের জন্য তিনি এগুলোর ওজন করার প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাই সংশ্লিষ্ট রেল কর্মচারীর নিকট গিয়ে বললেন, ভাই! ইক্ষুগুলোর ওজন দিয়ে হিসেব মতো এর ভাড়া কত আসে তা মেহেরবানী করে আমাকে জানিয়ে দিন। কর্মচারী বলল, এগুলোর ওজন দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। এই সামান্য ইক্ষুর ভাড়া দিতে হবে না। ইতোমধ্যে আরো কয়েকজন কর্মচারী এসে এখানে উপস্থিত হল। ঘটনা জানতে পেরে শুধু মুসলমানরাই নয়, অমুসলিম কর্মচারীরাও ভক্তিভরে বলল, হযরত! এগুলোর ভাড়া দিতে হবে না। আপনি এমনিই নিয়ে যান। আমরা গাড়ির গার্ডকে বলে দিব। অতএব পথে এ নিয়ে আপনার কোন ঝামেলাই থাকবে না।

www.smfoundationbd.com

হযরত থানভী (রহ.) বললেন, গার্ড কতদূর যাবে? তারা বলল, গাজীআবাদ পর্যন্ত যাবে। হযরত বললেন, গাজীআবাদের পরে কি ব্যবস্থা হবে? তারা বলল, এ গার্ড অপর গার্ডকে বলে দিবে। হযরত পুনরায় প্রশ্ন করলেন তারপর কি ব্যবস্থা হবে? তারা বলল, পরের গার্ড কানপুর পর্যন্ত যাবে। আর কানপুরেই আপনার সফর শেষ হবে। সুতরাং আপনার চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই।

তাদের কথা শুনে থানভী (রহ.) কি যেন ভাবলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, না ভাই, আপনাদের ধারণায় ও বাহ্যিক দৃষ্টিতে আমার সফর কানপুরে গিয়ে শেষ হলেও প্রকৃতপক্ষে সেখানে আমার সফর শেষ হবে না। সামনে আখেরাতের আরেকটি সফর আছে। এবার আপনারাই বলুন, সেখানে কি ব্যবস্থা হবে?

হযরতের এই প্রশ্নে উপস্থিত সবাই কেবল হতবাকই হল না, চরম বিস্মিতও হল। ফলে শেষ পর্যন্ত তারা ইক্ষু ওজন করে উহার ভাড়া নিতেও বাধ্য হল।

প্রিয় পাঠক! আমাদের পূর্বসুরী মনীষীগণ আখেরাতের সফরকে সম্পূর্ণ নিষ্কন্টক ও বাধামুক্ত রাখার জন্য যেসব সতর্কতা ও ছোটখাট বিষয়ের প্রতিও সূক্ষ্ম নযর রাখতেন, আমরা কি তা পারি? ওগো আসমান জমিনের মালিক, তুমি আমাদের তাওফীক দাও। আখেরাতের ফিকির, আখেরাতের দীর্ঘ সফরের চিন্তা তুমি আমাদের মাথায় ঢুকিয়ে দাও। আমীন।

-সহায়তায় ঃ নূরাণী কাফেলা পৃষ্ঠা-৭৯

৩২

নির্লোভতা

শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী (রহ.) প্রথম জীবনে রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তখন তিনি দ্বীন চর্চা ও দ্বীন শিক্ষার প্রচার প্রসারকেই প্রধান কাজ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু করেন। প্রথম দিকে মাদানী (রহ.) সে আন্দোলনে অংশ নেন নি এবং শাইখুল হিন্দ (রহ.) এর কর্ম তৎপরতায়ও অংশ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি উক্ত আন্দোলনে এতটাই সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করেন, যা ইংরেজদের হাত থেকে ভারত উপমহাদেশকে স্বাধীন করার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

www.smfoundationbd.com

আন্দোলনের এক পর্যায়ে হযরত মাদানী (রহ.) গ্রেফতার হন এবং দীর্ঘ দু'বছর করাচী জেলখানায় বন্দী জীবন যাপন করেন। বন্দী জীবনের অবসানের পর একবার কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি যখন করাচী জেল থেকে মুক্তি পেয়ে দেওবন্দ এলাম তখন বাংলার প্রাদেশিক পরিষদের একজন সদস্য আমাকে বলল, জনাব! আপনি যদি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন, তাহলে আপনাকে এখন নগদ ৪০,০০০/- টাকা এবং মাসিক ৫,০০০/- টাকা হারে বেতন দেয়া হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার কাজ কি হবে? উত্তরে তিনি বললেন, নির্ধারিত ক্লাস নেয়া ছাড়া আপনাকে আর কিছুই করতে হবে না। তবে এ ব্যাপারে আমাকে নিশ্চয়তা দিতে হবে যে, আপনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করবেন না। অন্যেরা আন্দোলন করলে তাদের কোন সহযোগিতা করবেন না। বরং আন্দোলনের সময় আপনি বসে থেকে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করবেন।

তার কথা শেষ হলে আমি বললাম, শাইখুল হিন্দ (রহ.) আমাকে যে রাস্তায় লাগিয়ে গেছেন, চল্লিশ হাজার কেন, চল্লিশ লক্ষ টাকা দিলেও আমি সে রাস্তা ছাড়তে পারব না। আমার কথা শুনে লোকটি হতবাক হয়ে আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ তার মুখ থেকে কোন কথাই বের হল না। তারপর এক সময় নিরাশ হয়ে আপন স্থানে চলে গেল।

প্রিয় পাঠক! চল্লিশ হাজার টাকা (যা বর্তমানকালের চল্লিশ লক্ষেরও বেশী) ছেড়ে দেয়া তদুপরি মাসিক পাঁচ হাজার টাকার মোটা বেতনকে উপেক্ষা করে স্বীয় আদর্শের উপর অটল থাকা সেই সব মনীষীদের বেলাই সম্ভব যাদের অন্তর সম্পদ ও টাকা পয়সার মোহ থেকে একেবারেই খালি থাকে। হে আকাশ বাতাসের সৃষ্টি কর্তা! তুমি আমাদেরকেও অনুরূপ নির্লোভ অন্তর দান করো। আমীন।

-নূরাণী কাফেলা পৃষ্ঠা ৯০

৩৩

নম্রতার অনুপম দৃষ্টান্ত

শাইখুল হিন্দ হযরত মাওলানা মাহমুদ হাসান গঙ্গোহী (রহ.) একাধারে শরীয়ত ও তরীকতের একক ব্যক্তিত্ব ছিলেন। মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (রহ.) তাঁকে ইলমের গাত্তি বলে আখ্যা দিতেন। হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী (রহ.) তাঁর এ মহান উস্তাদকে শাইখুল আলম বলতেন। এতবড় মহান ব্যক্তি

www.smfoundationbd.com

হওয়া সত্ত্বেও তাঁর কাপড় চোপর ও চলাফেরা দেখে কারো বুঝার উপায় ছিল না যে, তিনি কোন অসাধারণ ব্যক্তি। উপরন্ত তিনি ছিলেন বিনয় ও নম্রতার জীবন্ত প্রতীক। নিম্নের ছোট্ট ঘটনাটি তার সেই সহজ সরল জীবন ও অহংকারমুক্ত অন্তরের দিকেই ইংগিত করবে বলে আশা রাখি।

হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) দীর্ঘদিন যাবত সীমাহীন কষ্ট করে পবিত্র কুরআনের উর্দূ অনুবাদ সমাপ্ত করেন। এই দুরুহ কাজ শেষ হওয়ার পর একদিন তিনি দারুল উলূম দেওবন্দের সকল উলামায়ে কেরামকে একত্রিত করে বললেন, ভাই! আমি কুরআনে পাকের অনুবাদ তো শেষ করেছি। এখন আপনারা সবাই মিলে দেখুন। যদি আপনাদের পছন্দ হয় এবং উহাকে ছাপানোর উপযুক্ত বলে মনে করেন, তবে ছাপিয়ে প্রচার করুন। অন্যথায় এমনিই থাক। ছাপানোর কোন প্রয়োজন নেই।

মুহতারাম পাঠক! এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ব্যাপার হল, হযরত শাইখুল হিন্দ (রহ.) পবিত্র কুরআনের অনুবাদ সমাপ্ত হওয়ার কথা যাদেরকে ডেকে এনে বলেছিলেন তাদের অধিকাংশই ছিল তার ছাত্র ও খাদিম। এতদ্‌সত্ত্বেও তিনি তার বক্তব্য যে নম্রতা ও ভদ্রতার সাথে পেশ করেছেন এর দ্বিতীয় কোন দৃষ্টান্ত সচরাচর পাওয়া যায় কি? এজন্যেই হযরত থানভী (রহ.) তাঁর উস্তাদের এ ঘটনা বর্ণনা করে প্রায়ই বলতেন, এ ধরণের বিনয়ের কি কোন তুলনা আছে?

-আন-নূর শাবান সংখ্যা, পৃষ্ঠা ঃ ৩০

৩৪

জ্ঞানের গভীরতা

দেওবন্দ মাদরাসার ইতিহাসে একটি প্রসিদ্ধ ব্যাপার এই যে, এই মাদরাসা যে দুই মহান ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে শুরু হয়েছে তাদের উভয়ের নাম ছিল মাহমুদ। এদের একজন ছাত্র অপরজন উস্তাদ। ছাত্র-উস্তাদ উভয়ের বাড়িও আবার একই এলাকায় অর্থাৎ দেওবন্দেই ছিল। পরবর্তীতে শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান নামে যিনি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন তিনি ছিলেন ছাত্র। আর উস্তাদ ছিলেন হযরত মুল্লা মাহমুদ সাহেব (রহ.)।

হযরত মুল্লা মাহমুদ (রহ.) এর প্রখর মেধা ও অপরিসীম পান্ডিত্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে হযরত মুফতি মুহাম্মদ শফী (রহ.) বলেন, হযরত মুল্লা মাহমুদ

www.smfoundationbd.com

(রহ.) একান্ত সাধারণ মানুষের মত জীবন যাপন করতেন। তাঁর চাল-চলন দেখে ছাত্ররা বিস্মিত হত। আল্লাহ পাক এ মানবরূপী ফিরিশতাকে ইলমের অধিকারী হওয়ার দাবি এবং নাম ফুটানোর কু-প্রবৃত্তি থেকে এমনভাবে পবিত্র রেখেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের বুঝতে কষ্ট হত ইনি একজন বড় আলেম। তিনি নিজের বাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজেই বাজার থেকে খরিদ করে আনতেন। কিন্তু তাঁর মেধাশক্তি ও জ্ঞানের গভীরতা এত বেশী ছিল যে, আমার দাদা হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াসিন সাহেবের বড় একটি কিতাব ক্লাসে পড়া বাকী ছিল। অর্থাৎ এ কিতাবখানা তিনি সবকে পড়তে পারেন নি। সম্ভবতঃ কিতাবটি দর্শন কিংবা ফিকাহ শাস্ত্রের কোন কঠিন কিতাব হবে। যেহেতু তিনি কিতাবটি সবকে পড়তে পারেন নি তাই তাঁর ইচ্ছে হল, দাওরায়ে হাদীসে পৌঁছার পূর্বেই কোন উস্তাদের নিকট ব্যক্তিগতভাবে পড়ে নিবেন।

একদিন তিনি সুযোগ বুঝে মুল্লা মাহমুদ (রহ.) কে এ কিতাবখানা পড়িয়ে দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। মুল্লা মাহমুদ (রহ.) বললেন, মাদরাসার নির্ধারিত ক্লাস টাইম ছাড়াও বাইরের সময়টুকুও সবকে ভরা। তোমাকে পড়ানোর মতো অতিরিক্ত সময় আমার নেই। এতদ্‌সত্ত্বেও তুমি যদি একান্ত পড়তেই চাও, তবে প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার জন্য বাজারে আসা যাওয়ার সময়টুকু খালি আছে। ইচ্ছে করলে এ সময় তুমি পথ চলতে চলতে আমার নিকট পড়ে নিতে পার। আমার দাদাজান তাতে রাযি হয়ে গেলেন এবং এভাবেই আসা যাওয়ার পথে কিতাবটি পড়ে শেষ করলেন। পরবর্তীতে আমার দাদাজান বলতেন, এ কিতাবটি অনেক বড় এবং কঠিন ছিল যা অন্যান্য উলামায়ে কেরাম অনেক চিন্তা ভাবনা ও শক্ত মুতালাআর পরও খুব কষ্ট করে পড়াতেন। কিন্তু মুল্লা মাহমুদ (রহ.) এ কঠিন কিতাবের কিছু অংশ পথ চলার সময় কিছু অংশ কসাইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে কিছু অংশ তরকারি বাজারে এত সুন্দরভাবে পড়ালেন যে, আমার নিকট তা কোন কঠিন কিতাব বলেই মনে হল না।

আলোচ্য ঘটনায় একদিকে যেমন মুল্লা মাহমুদ (রহ.) এর ইলমের ক্ষেত্রে গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি অন্যদিকে অপরকে দ্বীন শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে তার প্রবল আগ্রহের বিষয়টিও সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়ে।

-মেরে ওয়ালেদ মাজেদ, পৃষ্ঠাঃ ৫৪-৫৫

www.smfoundationbd.com

৩৫

ক্ষুধার্ত অবস্থায় পাঠ দান

হযরত মাওলানা আব্দুল হক মুহাদ্দেসে দেহলভী (রহ.)- এর এক ছেলের নাম নূরুল হক। তিনি ছিলেন বুখারী শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ "তাইসীরুল বারী" এর লেখক। তার এক ছাত্র সাইয়েদ মুহাম্মদ মুবারক বলগেরামী (রহ.) এর জীবনী ঘাঁটলে দেখা যায়, একদিন তিনি অজু করার জন্য উঠলেন। কিন্তু কয়েক কদম হাঁটার পর শারীরিক দুর্বলতার কারণে হঠাৎ করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এ দৃশ্য দেখে তাঁরই ছাত্র মাওলানা তোফায়েল আহমদ বলগেরামী (রহ.) দৌড়ে কাছে আসলেন। উস্তাদকে সযত্নে সম্মানের সাথে উঠালেন। তারপর কামরায় নিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত সেবা শুশ্রূষা করলেন। অনেকক্ষণ পর উস্তাদের অবস্থা স্বাভাবিক হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন-

হযরত! আপনার এমন হল কেন? কেন আপনাকে এত দুর্বল দেখাচ্ছে?

উস্তাদ বললেন, এ ব্যাপারে আমাকে কিছু জিজ্ঞেস না করলেই ভাল হবে।

ছাত্র নাছোড়বান্দা। উস্তাদ তাকে বেশ আদরও করেন। তাই তিনি আবারো বললেন-

উস্তাদজী! অনুগ্রহ করে আমার নিকট ব্যাপারটি খুলে বললে খুশি হব।

ব্যাপারটি একান্ত ব্যক্তিগত হওয়ার কারণে উস্তাদ তা গোপন রাখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু প্রিয় ছাত্রের বারবার পীড়াপীড়ির কারণে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন-

বাবা! আজ তিন দিন যাবত আমি অভুক্ত। একমাত্র পানি ছাড়া আর কিছুই আমার পেটে যায় নি। লজ্জার কারণে কারও কাছে তা প্রকাশ করি নি, ঋণও চাই নি। এ ক্ষুধার্ত অবস্থা নিয়েই এ কয়দিন তোমাদের ক্লাস নিয়েছি। আজ শরীরটা বেশী দুর্বল হয়ে পড়ায় মাথায় চক্কর খেয়ে মাটিতে পড়ে গেছি।

উস্তাদের কথা শুনে ছাত্র বেশ মর্মাহত হলেন। তিনি দেরি না করে বাসায় গিয়ে সুস্বাদু খাবার নিয়ে আসলেন। উস্তাদ খাবার দেখে খুশি হলেন এবং ছাত্রের জন্য প্রাণভরে দুআ করলেন। কিন্তু এক লুকমা খাবারও খেলেন না। বরং তিনি তাঁর গুণবান ছাত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, তোফায়েল! আমি একটি কথা বলতে চাই। আশা করি তুমি তাতে মন খারাপ করবে না।

www.smfoundationbd.com

ছাত্র বললেন, বলুন। তিনি বললেন- তোমার এ খানা আমি খাব না। কারণ এটি আমার জন্য ইশরাফতুল্য। (ইশরাফ বলা হয় মনে মনে কোন বস্তুর আশা করা।) ফিকাহের দৃষ্টিতে যদিও তিনদিনের ক্ষুধার্ত ব্যক্তির জন্য মৃত জানোয়ার খাওয়াও হালাল, কিন্তু আধ্যাতিকতার জগতে মৃত জানোয়ার তো দূরের কথা, ইশরাফে নফস অর্থাৎ যে বস্তু আপন মনে প্রত্যাশা করা হয় তা খাওয়াও জায়েজ নেই। যেহেতু তুমি বাড়িতে যাওয়ার সাথে সাথে আমার অন্তরে একথা জাগ্রত হয়েছে যে, নিশ্চয় তুমি খাবার নিয়ে আসবে এবং এজন্য সে পরম আগ্রহে অপেক্ষমানও ছিল, তাই আমি তোমার খাবার খেতেও সম্পূর্ণ অপারগ।

যেমন উস্তাদ তেমন শাগরিদ। উস্তাদের কথা শুনার পর তিনি আর মোটেও পীড়াপীড়ি করলেন না। বিনা বাক্য ব্যয়ে সামনে থেকে খাবার উঠিয়ে নিয়ে সোজা কক্ষের বাইরে চলে গেলেন। উস্তাদ ভাবলেন, নিশ্চয় সে খাবার নিয়ে বাড়িতে চলে গেছে।

ছাত্রটি আড়ালে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আবার খাবার নিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর উস্তাদকে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলেন-

আমি যখন খানা নিয়ে ফিরে গিয়েছিলাম তখন কি হযরতের মনে আমার ফিরে আসার কোন আশা ছিল? উস্তাদ জবাব দিলেন, না। তখন ছাত্র সুযোগ পেয়ে বললেন, তাহলে তো এই খাবারে আর ইশরাফে নফস থাকল না। সুতরাং আমি মনে করি, এই খাবার গ্রহণে আপনার আর কোন আপত্তি নেই।

শাগরিদের এই চমৎকার কৌশলে উস্তাদ খুব খুশি হলেন এবং আগ্রহভরে পরিতৃপ্তি সহকারে খাবার খেলেন। তারপর ছাত্রকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।

(নিযামে তালীম ও তারবিয়ত ১ঃ১২)

www.smfoundationbd.com

পাঠকের মতামত

✍ প্রথমে আন্তরিক সালাম ও হৃদয় নিংড়ানো শ্রদ্ধা জানাই আদর্শ লেখক মাওলানা মুফীজুল ইসলাম সাহেবকে, তারপর প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই তাঁর প্রিয়তম জীবন সঙ্গিনী উম্মে সাদিয়াকে যার উৎসাহ উদ্দীপনা ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সহযোগিতায় লেখক হৃদয় গলে সিরিজের প্রতিটি বই শত শত কাঙ্খিত পাঠকের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাদের ঈমানী চেতনাকে জাগ্রত করার সুযোগ পেয়েছেন। আল্লাহ আপনাদের সুখী করুন। আমীন।

লেখক ভাই! বই পড়া সত্যিই আমার নেশা। অনেক সময় সাংসারিক ব্যস্ততার মাঝেও একটা বই আমার বাহু বন্ধনে থাকে। বই হল আমার জীবনের অতি প্রিয় সঙ্গী। আপনার হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো পড়ে হৃদয়ে কেবল আনন্দই জাগেনি, আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিও প্রেম জেগেছে আগের চাইতে দ্বিগুণ। সুতরাং কতটুকু খুশি হয়েছি এবং আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব সেই ভাষা আমার বুকে নয় হয়তো বা পৃথিবীর বুকেও এখনো সৃষ্টি হয়নি। তবে মনের মধ্যে ব্যথা ও দুঃখ অনুভব করি তখন- যখন ভাবি, এ সিরিজ ১৫ কিংবা ২০-এ গিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে না তো? এ কথাটি মনে হতেই হতাশা যেন চারদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেলে। মনে হয়, নিজের জীবন থেকে খুব মূল্যবান রত্ন হারিয়ে ফেলব যা আর কোন দিন পাব না। তাই আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনার এ ধরণের কোন চিন্তা ভাবনা থাকলে তা মাটিতে পুঁতে ফেলে আমার ন্যায় হাজারো পাঠক পাঠিকাকে হতাশার আঁধার থেকে উদ্ধার করুন। আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। আমীন।

মিসেস মুর্শিদা কাশেম
পশ্চিম শিলুয়া আঃ করিম মুন্সীবাড়ি, পোঃ পূর্ব শিলুয়া
থানা ঃ ছাগল নাইয়া, জিলা ঃ ফেনী। ১৭২১৩৫১৩৬

✍ প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু নেশা থাকে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমার নেশা হল বই পড়া। শুধু নেশা নয় এটা হল আমার জাতীয় নেশা। এ জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে একটি পাঠাগার গড়ে তুলেছি। যার নাম হল 'হুংকার জ্ঞান পিপাসা'। হৃদয় গলে সিরিজের কয়েকটি খন্ড আমি পড়ে যারপর নাই খুশীতে বাগবাগ হয়েছি। সত্যিই এর তুলনা হয় না। ঝঞ্জা বিক্ষুদ্ধ এমন এক নাজুক পরিস্থিতিতে বাংলার সাহিত্যাকাশে ধ্রুবতারার ন্যায় হৃদয় গলে সিরিজের আগমন ঘটল যখন বনী আদম পশ্চিমা অপসংস্কৃতির সয়লাবে গা ভাসিয়ে দিয়ে ধ্বংসের অতল গভীরে নিমজ্জিত হতে চলছে। ফলে আমাদের আহারাদির মত নিত্যদিনের

www.smfoundationbd.com

কর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, ধর্ষণ, খুন, হাইজ্যাক ও লুটতরাজ। শান্তি খুঁজতে অশান্তির পথে বানের পানির ন্যায় দ্রুত ধাবিত হচ্ছে মুসলিম সমাজ। এহেন দুর্যোগ ঘনঘটা সময়ে বনী আদমকে ধ্বংসের অতল গভীর থেকে হাত ধরে রক্ষা করতে এগিয়ে এল হৃদয় গলে সিরিজ। যে কোন পাঠক এর একটি খন্ড পড়লে অবশিষ্ট খন্ড পড়ার জন্য তীর্থের কাকের মত চেয়ে থাকে। আমিও ঠিক তাই। আমি মনে করি, মানব সমাজে ইসলামী ভূবন গড়তে ধুমকেতুর ন্যায় এই সিরিজের পদযাত্রা জড়বাদী সভ্যতার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। নূহ (আ.) এর কিস্তি যেমন গভীর সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে একদিন কিনারায় ঠাঁই পেয়েছিল, ঠিক তেমনি হৃদয় গলে সিরিজ একদিন চড়াই উৎরাই পেরিয়ে তার মানজিলে মাকছুদে পৌছতে পারবে ইনশাআল্লাহ। এই সিরিজ পাঠ করে এর কোমল স্পর্শে ঘুমন্ত মুসলিম মিল্লাত খুঁজে নিক জেগে উঠার অনুপ্রেরণা, ফিরে পাক হারানো খেলাফত, ঘরে ঘরে বয়ে যাক শান্তির নির্মল সমীরণ, গর্জে উঠুক আবার বাতিলের বিরুদ্ধে প্রলয়ংকরী হুংকারের তলোয়ার, বর্জন করুক নাগিনী সম বিজাতীয় সংস্কৃতি, আঁকড়ে ধরুক কুরআন ও সুন্নাহ এবং গলায় পরুক সাম্য ও প্রীতির মাল্য- এই কামনা রেখে শেষ করছি। ইতি

এম নূরুল আমিন শামীম
উত্তর মার্টিন, রামগতি, লক্ষ্মীপুর।

✍ আমি একজন মাদরাসার ছাত্র। বর্তমানে ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। সারা দিনের সময়টুকু আমার লেখা পড়ার ব্যস্ততার মাঝেই কেটে যায়। পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি শিক্ষণীয় ধর্মীয় বই পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। তাই পড়ার ফাঁকে ফাঁকে সময় করে হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো পড়ে ফেলি। বইগুলো আমার কাছে এত ভাল লেগেছে যা কাউকে ভাষায় প্রকাশ করে বুঝাতে পারব না। আরো ভাল লেগেছে তখন যখন জানতে পেরেছি এ সিরিজকে কমপক্ষে ২০ পর্যন্ত এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এ সিরিজের মধ্যে অনেক শিক্ষণীয় গল্প রয়েছে যা আমল করলে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর থেকে সুন্দরতর। লেখকের নিকট আমার অনুরোধ রইল তিনি যেন এগুলোর আরও খন্ড বের করেন এবং এর ধারাবাহিকতা ৩০ পর্যন্ত পৌছান। আমি লেখকের সুন্দর জীবন ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

কাঁচা মরিচ ঝাল, টমেটো লাল
হৃদয় গলে সিরিজ, থাকবে চিরকাল।

মোহাম্মদ আলী হাজারী
পিতা- কেফু সরদার, রামরাইল বাজার, বি,বাড়িয়া।

✍ আমি কওমী মাদরাসার ছাত্র। নোয়াখালী জামিয়া ইসলামিয়া মাদরাসায় জামাতে মিজানে পড়ালেখা করি। একদিন আমার এক ছাত্র ভাই লাইব্রেরি থেকে কয়েকটি বই ক্রয় করে এনেছে। আমি তাকে বললাম, ভাই আমাকে একটি বই পড়তে দিন। তখন সে আমাকে হৃদয় গলে সিরিজের অষ্টম খন্ড পড়তে দিল। যার নাম অশ্রুভেজা কাহিনী। বইটি পড়ে আমি এতই আনন্দিত হলাম যে, আর কোন বই পড়ে এত আনন্দিত হইনি। তখন আমি হৃদয় গলে সিরিজের যতগুলি বই বের হয়েছে সবগুলি ক্রয় করে নিলাম। বইগুলো পড়ে আমার জীবনের অনেকটা পরিবর্তন সাধিত হল। সাথে সাথে লেখকের জন্য খুব একটা মুহাব্বত বৃদ্ধি পেল। কিন্তু লেখককে দেখার সুযোগ হয়নি। তাই পরম করুণাময় আল্লাহ তাআলার নিকট আবেদন তিনি যেন আমাকে লেখকের সাথে সাক্ষাত ঘটিয়ে দেন এবং তাকে জান্নাতুল ফেরদাউস নসীব করেন। আমিন।

এইচ এম মেছবাহ উদ্দিন
আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া
মাইজদী, নোয়াখালী।

✍ একদা আমি "বই পড় জ্ঞানার্জন কর" কথাটিকে গলার মালা বানিয়ে বেশি বেশি ইসলামী বই সংগ্রহ করতে থাকি। এক পর্যায়ে আমি দ্বীন প্রচারের নিয়তে বিভিন্ন ধর্মীয় পুস্তক পাইকারী ক্রয় করে সুলভ মূল্যে বিক্রয় আরম্ভ করি। সেই সূত্রে একদিন যশোর দারুল কিতাব লাইব্রেরীতে কিছু ভাল ধর্মীয় বই চাইলে তারা আমাকে কিছু বই দিলেন। তন্মধ্যে যে গল্পে হৃদয় গলে ১ম, ২য় ও ৩য় খন্ডের কয়েক কপি উল্লেখযোগ্য। ৩ খন্ডই আমি পড়ে আপ্লুত হই। এ বইগুলো তাড়াতাড়ি তা বিক্রি হয়ে যায়। তারপর আরো অর্ডার পাই। এভাবে আমি হৃদয় গলে সিরিজের ১ম থেকে ৮ম খন্ড পর্যন্ত অসংখ্য বই সেল দিয়েছি। বর্তমানেও এগুলোর অর্ডার আছে। আমি মনে করি, যুগের চাহিদায় বইটির গুরুত্ব অপরিসীম। তাই আমি লেখককে মোবারকবাদ জানাচ্ছি এবং সিরিজ-১০ এর পরে আরো লেখা অব্যাহত রাখার আবেদন করছি। ইতি

হাঃ মাওঃ মোঃ আহসানুল্লাহ (কাশিয়ানী)
মুহতামিম, কঠুরাকান্দী মাদরাসা
আলফাডাঙ্গা, ফরিদপুর। ০১৭৬৪৪৮০৮৭

✍ প্রিয় ভাই, লিপির প্রারম্ভে আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সালাম ও মুবারকবাদ রইল। পর কথা হল, সারা বিশ্ব আজ জুলুম নির্যাতনের হিংস্র থাবায় জর্জরিত। গোটা দেশে চলছে অপসংস্কৃতির ভয়াবহ সয়লাব। যা মুসলমানদের

www.smfoundationbd.com

ঈমান আকিদা নষ্ট করছে। তম্মধ্যে অশ্লীল ছবি, বই পুস্তক ও পত্র পত্রিকা অন্যতম। এহেন পরিস্থিতিতে জাহিলিয়াতের নিকষ আঁধারে নিমজ্জিত সমাজের সত্য সন্ধানী মানুষের সামনে সদ্য প্রস্ফুটিত শিশির ভেজা লাল গোলাপের ন্যায় প্রকাশ ঘটল আপনার হৃদয় গলে সিরিজের বইগুলো। গত কয়েকদিন আগে বইগুলো পড়ে আমি যে উপকৃত হয়েছি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমি এই সিরিজের কয়েক খানা বই কিনে বন্ধুবান্ধবদের উপহার দিয়েছি। তারা এর দ্বারা উপকৃত হয়েছে এবং বলেছে এই রকম বই এই যুগের জন্য হেদায়েতের উছিলা। শুধু তাই নয় এই সিরিজের কয়েক খানা বই পড়ে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে যে, আর কোন দিন খারাপ কাজে লিপ্ত হবে না। আমরা সবাই সিরিজের পরবর্তী বইগুলোর জন্য চাতক পাখির ন্যায় চেয়ে রইলাম। আল্লাহ আপনাকে তাওফীক দিন। আমীন। ইতি-

কে এম সাইফুল্লাহ
বোরালিয়া, ডিঙ্গাদহ, চুয়াডাঙ্গা।

✍ মুহতারাম লেখক ভাইয়া! আমার সালাম গ্রহণ নেবেন। আপনার সিরিজের প্রতিটি বই আমার নিকট মধুর চেয়েও মিষ্টি লেগেছে। জুড়িয়ে দিয়েছে আমার হৃদয়-মন। আপনার এই ঐতিহাসিক সিরিজকে কেন্দ্র করে কয়েক লাইন কবিতা লিখেছি। কবিতার নাম 'হৃদয় গলে সিরিজ তুমি' ছাপালে খুব খুশি হব। কবিতাটি নিম্নরূপ-

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি!

হৃদয় গলে সিরিজ তুমি
কোথায় যাবে চলে?
তুমি বড় ভাল সিরিজ
সকল লোকে বলে।
যেদিন আমি শুনেছিলাম
হারিয়ে যাবে তুমি,
ভীষণ ব্যথা পেয়েছিলাম
হৃদয়-মাঝে আমি।
যখন আবার শুনতে পেলাম
সামনে যাবে তুমি,
সবাই মোরা হয়ে গেলাম
খুশিতে আটখানি।
বিশ নয় ত্রিশ নয়
নেই কোন সীমা
যতদিন লেখক বেঁচে থাকেন
চালিয়ে যাবেন তোমায়।
দু'হাত তুলে খোদার কাছে
করি মুনাজাত,
মানুষ যেন পায় হেদায়েত
তোমার উসিলায়।

হাফেজ মোহাম্মদ উল্লাহ
হাতিয়া, নোয়াখালী।

www.smfoundationbd.com

✍ ইসলামের প্রথম যুগে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন কুরআন শরীফ পাঠ করতেন, তখন তাঁর মনোমুগ্ধকর তেলাওয়াত শুনে মক্কার কাফির মুশরিকরা দলে দলে মুসলমান হতে শুরু করল। এই অবস্থা দেখে মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নজর ইবনে হারেস পারস্য থেকে বহু ঐতিহাসিক কিসসা কাহিনীর বই ক্রয় করে আনল। সে এগুলো মক্কার কাফিরদের শুনাত। যাতে তারা মুসলমান না হয়। অর্থাৎ মুসলমান না হয়ে পশুর মত জীবন যাপন করে। বর্তমানেও কোন কোন লেখক এমন বই লেখেন যা পড়ে আমাদের যুব সমাজ আজ পথ হারা অবস্থায় জীবন যাপন করে। যুব সমাজকে অশ্লীল বই পড়া থেকে বিরত রাখতে আপনার লিখিত বই যে গল্পে হৃদয় গলে খুবই সহায়ক হবে। তাই এই ধরণের বই লেখার দরুণ আমার পক্ষ থেকে আপনাকে জানাই অসংখ্য মোবারকবাদ। আল্লাহ তাআলার নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন আপনাকে এভাবে আরও ইসলামের খেদমত করার তাওফীক দান করেন। (আমীন)

মুহাম্মদ বজলুর রহমান খান
গুনই, বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।

✍ যে গল্পে হৃদয় গলে সত্যিই তুমি পরশ পাথর, তোমার পরশে শত শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অসংখ্য কিশোর কিশোরী আজ আলোর পথে এসে নিজেদের জীবনকে ধন্য করেছে। তুমি আমার প্রাণের স্পন্দন। বর্তমানে নগ্ন, অশ্লীল ছায়াছবি ও নোংরা ম্যাগাজিনের ছড়াছড়ির মধ্যে তুমি এমন এক বই যার মাধ্যমে আমরা জীবন চলার পথ খুঁজে পাই। সত্যি বলতে কি, আর কোন বই আমার অন্তরে এতটুকু স্থান লাভ করতে পারেনি যতটুকু তুমি পেরেছ। যে গল্পে হৃদয় গলে এমন একটি বই যা অতি সহজেই মনের মণিকোঠায় স্থান করে নেয়। এদেশের যত কিশোর কিশোরী আছে এবং একবার যে পড়ে নিয়েছে আশা করি সে কোন দিন এর কথা ভুলে যাবে না। এই বই শুধু আমার নয়, হাজার হাজার পাঠক পাঠিকার হৃদয় দখল করে আছে। কেননা রচিত পুস্তিকা গুলো এমনই মনোমুগ্ধকর, যে ব্যক্তি গ্রন্থগুলো অধ্যয়ন করেছে তার আগ্রহ উদ্দীপনা বর্ধিত হয়েছে। বইটি অধ্যয়ন আরম্ভ করলে পানাহারের কথা মনে থাকে না। একবার আমার বড় ভাই হাফেজ মোঃ আশরাফুল ইসলাম যিনি খতমে নবুওয়াত মাদরাসার মিজান জামাতের একজন ছাত্র তিনি বইটি পাঠ আরম্ভ করলেন। আমার সম্মানিত মাতা তাকে খাবারের প্রতি আহবান করলেন কিন্তু তার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। তিনি পাঠ করেই যাচ্ছেন। পরিশেষে আমার মাতা কিছুটা রাগত স্বরে বললেন, বই পড়ার জন্য খাওয়া দাওয়া কি ছেড়ে দিবে? জবাবে তিনি বললেন, আপনি বুঝবেন না এতে কি আছে। বইটি এতই সুন্দর যে, তা আমার অন্তরকে গলিয়ে দিয়েছে। বই পড়ার আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। আমার বিশ্বাস এ বই পাঠক পাঠিকার হৃদয়ে আছর করবে। পরিশেষে

✍ আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ভাই লেখক! আমি সরকারি মাদরাসায় ফাজিল শ্রেণীতে অধ্যয়নরত। আপনার হৃদয় গলে সিরিজের দশম খন্ড পর্যন্ত পড়েছি। প্রত্যেকটা বই আমার কাছে ভাল লেগেছে। আসলে সবগুলো বইই সুন্দর, মর্মস্পর্শী ও হৃদয়বিদারক। আপনার এ বইগুলো আমাদের মাদরাসার অনেক বন্ধু-বান্ধব ও প্রিয়জনকে উপহার দিয়েছি। তারা পড়ে যার পর নাই খুশি হয়েছে। আমি চাই প্রত্যেক পরিবারেই এই সিরিজ থাকুক। অতএব আপনার কাছে আবেদন হৃদয় গলে সিরিজ যেন কমপক্ষে ১৫ পর্যন্ত চলে। আমি হৃদয় গলে সিরিজের কয়েকটি নাম পেশ করলাম। আশা করি একটি হলেও গৃহীত হবে। যে গল্পে হৃদয় কাঁপে, যে গল্পে শান্তি মিলে, যে গল্পে ঈমান বাড়ে, যে গল্প হৃদয়ের খোরাক যোগায়।

মোঃ নাছির উদ্দীন (ইমাম সাহেব)
গ্রাম ঃ চৌঘরিয়া পোঃ মজলিশপুর
থানা ঃ শিবপুর, জিলা ঃ নরসিংদী।

✍ জনাব মাওলানা সাহেব। আমি একজন কওমী মাদরাসার শিক্ষক। বই পড়ার অদম্য আগ্রহ ছোট বেলা থেকেই আমার ছিল। পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত আমি যত ইসলামী পুস্তক পড়েছি তার মধ্যে আপনার হৃদয় গলের সিরিজের সবগুলো খন্ড আমার নিকট অত্যন্ত ভাল লেগেছে। আমার বাড়িতে সবাইকে বইটি পড়তে দিয়েছি। তারাও অনেক উপকৃত হয়েছে বলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছে। তারা আক্ষেপের সাথে বলেছে যে, বর্তমানে এই জাহিলিয়াতের জামানায় যদি আরো এমন বই বের হত তবে কতই না ভাল হত। আমিও লেখকের নিকট আশা করি লেখক যেন এমন আরোও বই বের করেন। আল্লাহ তাআলা আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। আমিন। ইতি

হাফেজ কারী মোঃ জোনাব আলী ফারুকী
গ্রাম ঃ বৈকুণ্ঠপুর, পোঃ মাদিলা হাট
ফুলবাড়ি, দিনাজপুর।

✍ প্রিয় ভাইয়া! আমার এক খালাত ভাই কাওমী মাদরাসায় পড়ে। আমি কখনও মাদরাসা পছন্দ করতাম না। এক দিন তিনি যে গল্পে হৃদয় গলে বই খানা আমাদের বাসায় রেখে চলে গেলেন। বইটির প্রচ্ছদ দেখে পড়তে খুব ইচ্ছে হল। তাই দেরি না করে বইটির ভূমিকা থেকে নিয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে ফেললাম। এ ধরণের চরিত্র গঠনমূলক আর্কষণীয় ও সুখ পাঠ্যবই রচনা করা খুবই প্রয়োজন। আমি সর্বস্তরের পাঠকদের সবিনয় অনুরোধ করে বলছি, আপনারা এই বইগুলো

www.smfoundationbd.com

বইয়ের সত্য ঘটনাগুলো পড়ে আমার মনের চেতনা বেড়ে যায়। যে গল্পে হৃদয় গলে ১ম খন্ড থেকে ১১ খন্ড পর্যন্ত বইগুলো পড়ে আমার হৃদয়ে জেগে উঠেছে ঐসব মানুষের প্রতি দরদ ও ভালবাসা যারা অধিকার বঞ্চিত; যাদের করুণ কান্নায় আজও বাতাস ভারাক্রান্ত। যাদের ইজ্জত কাফের মুশরিক ও বেঈমানদের হাতে লুটে গেছে। আমি আজ তাদের দুঃখে দুঃখী হই। আমরা সবাই দোয়া করি আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের প্রাণপ্রিয় লেখককে একজন মুজাহিদ সৈনিক হিসাবে কবুল করেন বং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ইসলামিক বই রচনা করতে পারেন। আমীন।

মাসউদা
ভাগদী, নরসিংদী

✍ হৃদয় গলে সিরিজের সম্মানিত লেখক! আপনার প্রতি আমি অধমের সালাম, আন্তরিক দোয়া ও বাংলা নববর্ষের লাল গোলাপ শুভেচ্ছা রইল। মাওলানা সাহেব! আমি যখন লাইব্রেরি হতে আপনার ১ম খন্ড ক্রয় করে পড়লাম, তখন আমার হৃদয়ের অতল গভীরে এমন একটি আলোড়ন সৃষ্টি হলো যা ভাষায় প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। পর পর আমি আরো ২টি সিরিজ খরিদ করে যখন আদ্যপান্ত পড়তে বসলাম তখন মনে হল, যতই অধ্যয়ন করি ততই মধুর মতো মিষ্টি লাগে। বইয়ের প্রতিটি গল্প আমার অত্যন্ত ভাল লেগেছে। আমি মনে করি প্রত্যেকটি সিরিজ মুসলিম পরিবারে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমলের মধ্যে আমুল পরিবর্তন আসবে। দোয়া করি বইগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে থাকুক এবং স্বনামধন্য লেখকের ক্ষুরধার লিখাগুলো আরও বৃদ্ধি পাক। আল্লাহ তাআলা লেখককে হায়াতে তাইয়েবা দান করুন। উক্ত লেখকের ন্যায় আরোও অনেক বীর সাহসী অকুতোভয় কলম সৈনিক ঈমানী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আসুক এটাই আজ জাতির প্রত্যাশা।

মাওলানা আলীমুদ্দীন
ইমাম ও খতিব, বদিকুনা জামে মসজিদ, সাবেক শিক্ষা সচিব
জামেয়া ইসলামিয়া আশ্রাফুল উলূম কায়েস্থ গ্রাম মাদরাসা।
গ্রামঃ কুত্তর ঘড়ি, কানাইঘাট, সিলেট।

www.smfoundationbd.com

লেখকের জবাব

১. বোন মুর্শিদা! আপনি হৃদয় গলে সিরিজ বন্ধ হয়ে যাওয়াকে আপন জীবন থেকে মূল্যবান রত্ন হারিয়ে যাওয়া বলে উল্লেখ করেছেন। এ সিরিজ সম্পর্কে আপনার সুউচ্চ ধারণা সত্যিই আমাকে অভিভূত করেছে। দুআ করবেন, আপনাদের আশা যেন পূর্ণ করে যেতে পারি।

২. লক্ষীপুরের ভাই নূরুল আমীন শামীম! আপনার পাঠানো মতামত ও হৃদয়বিদারক ঘটনাটি এ সিরিজে স্থান পেয়েছে। আপনি বিভিন্ন পত্রিকায় লেখালেখি করেন জানতে পেরে খুব খুশি হয়েছি। আশা করি এ অভ্যাস কখনোই পরিত্যাগ করবেন না।

৩. বামরাইল, বি.বাড়ীয়া থেকে ভাই মুহাম্মদ আলী হাজারী মতামত প্রেরণের পাশাপাশি দু'লাইন ছন্দও পাঠিয়েছেন। আপনার ছন্দটি সত্যিই সুন্দর হয়েছে। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।

৪. হৃদয় গলে সিরিজের বই পড়ে নোয়াখালীর ভাই মিছবাহ উদ্দীনের জীবনে পরিবর্তন এসেছে শুনে সত্যি ভাল লাগছে। আর লেখকের সাথে সাক্ষাত! সেতো কঠিন কোন ব্যাপার নয়। আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেও আপনার আশা পূর্ণ করতে পারেন। আমিও আপনার সাক্ষাত প্রত্যাশী। দুআ করি, আল্লাহ যেন আমাদের আশা পূর্ণ করেন।

৫। চুয়াডাঙ্গার ভাই সাইফুল্লাহ লিখেছেন, আপনি বন্ধু-বান্ধবদেরকে সিরিজের কয়েকটি বই উপহার দিয়েছেন। সেসব বই পড়ে তারা প্রতিজ্ঞা করেছে জীবনে কখনো খারাপ কাজে লিপ্ত হবে না। সত্যি বলতে কি, আপনার মতো সকল পাঠকই যদি দ্বীন প্রচারের অংশ হিসেবে আপনজন ও বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে সিরিজের প্রতিটি বই পৌঁছে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হতেন তবে বাংলার প্রতিটি ঘরে এসব বই পৌঁছতে খুব বেশী একটা দেরী হত না। সেই সাথে তাদের নৈতিক ও চারিত্রিক উন্নতিও হতো যথেষ্ট পরিমানে। আল্লাহ সবাইকে তাওফীক দিন।

৬. বোন নুসরত জাহান তানজিনা এবং এইচ. এম. জাবেদ হুসাইন সুজন বি.বাড়িয়া থেকে পৃথক পৃথক মতমত পাঠিয়েছেন। সেই সাথে পাঠিয়েছেন কয়েক লাইন কবিতাও। আপনাদের আশা ও আবেদন পূর্ণ হোক এ কামনা আমাদের সবার।

৭। এছাড়া হাতিয়া থেকে ভাই মোহাম্মদ উল্লাহ; শিবপুর, নরসিংদী থেকে ভাই নাছির উদ্দীন, কুমিল্লা থেকে ভাই ইমরান, দিনাজপুর থেকে ভাই জোনাব আলী এবং সিলেট থেকে মাওলানা আলীমুদ্দীনসহ আরও যারা মতামত পাঠিয়েছেন তাদের সবার প্রতি রইল আমার আন্তরিক দুআ ও অভিনন্দন।

www.smfoundationbd.com

পাতা উল্টালে

আল্লাহ্প্রেম, আত্মশুদ্ধি ও জীবন গঠনের লক্ষ্যে আমাদের প্রকাশিত সৃজনশীল বইসমূহ

- তাফসীরে আনওয়ারুল কুরআন (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড)
- নূরুল কুলূব (তরজমায়ে কুরআন)
- তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন
- তাফসীরে আমপারা
- তাফসীরে পাঞ্জে সূরা
- আখলাকুন নবী ﷺ
- নবী অবমাননার শরয়ী বিধান
- রাসূলের (ﷺ) গৃহে একদিন
- কেমন ছিলেন রাসূল ﷺ?
- আউলিয়ায়ে কেরামের সিয়াম সাধনা
- রমজানের আধুনিক জরুরি মাসায়েল
- আদর্শ শিক্ষক রাসূল ﷺ
- আদর্শ সন্তান
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) ও ইলমে হাদীস
- ইমাম আবূ হানীফা (র.) স্মারকগ্রন্থ
- আলোকিত জীবনের সন্ধানে [১ম ও ২য় খণ্ড]
- দাওয়াত ও তাবলীগের রূপরেখা
- ইসলামি সমাজে নারীর মর্যাদা
- কুরআন আপনাকে কী বলে?
- কুরবানির ইতিহাস ও মাসআলা-মাসায়েল
- কুরআন-হাদীসের আলোকে আত্মশুদ্ধি (১ম-৩য় খণ্ড)
- মহিয়সী নারীদের দিনরাত
- ছোটদের প্রিয়নবী ﷺ
- তাকবিয়াতুল ঈমান
- কিয়ামত কবে হবে
- তওবার বিস্ময়কর ঘটনা
- বেহেশতী জেওর বাংলা [১ম-৫ম]
- বেহেশতী জেওর বাংলা [৬ষ্ঠ-১০ম]
- বিশ্ব কবিদের দৃষ্টিতে হযরত মুহাম্মদ ﷺ
- বিপদ কেন ও মুক্তি কোন পথে?
- মাযহাব মানি কেন?
- মাসায়েলে মাইয়্যিত
- মুসলিম রমণী
- রণাঙ্গনে রাসূলুল্লাহ ﷺ [১ম ও ২য় খণ্ড]
- শবে বরাত ও শবে কদর : করণীয় বর্জনীয়
- আত্মীয়-স্বজনের হক ও হুকূকুল ইবাদ
- সত্যের মাপকাঠি সাহাবায়ে কেরাম
- আল্লাহ তা'আলার ৯৯ নামের অজিফা
- চির অভিশপ্ত ইহুদি সম্প্রদায়
- হাশরের ময়দান

উপন্যাস

- গুমরে মরি একলা ঘরে
- বেলা অবেলার মঞ্চ

প্রকাশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

www.smfoundationbd.com